শ্রীশ্রীঈশ্বর ।।

জয়তি ।।

অজ্ঞান তিমির নাশক

প্রশ্নোত্তর দ্বারা গ্রন্থ ।।

কচড়াপাড়া নিবাসি

শ্রীবৈদ্যনাথ আচার্য্য কর্ত্তৃক

১৭৬০ শকাব্দে

রচিত হইয়া

কলিকাতা

জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে

মুদ্রিত হইল।

মূল্য ২ টাকা

সাঙ্কেতিক বাক্য ॥

প্র।	প্রশ্ন।
উ।	উত্তর।

ভূমিকা ॥

১৭৬০ শকাব্দে নদীয়া জেলার কাঞ্চনপল্লি গ্রামে লোক একত্র হইয়া বিবেচনা করিলেন, যে বালকের বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন, একথা সর্ব্ববাদী সম্মত, এবং চিরকাল প্রথা আছে, এবং এগ্রামেও পাঠশালা আছে, কিন্তু তাহাতে উত্তমরূপে বালকের বিদ্যাভ্যাস হয় না, এজন্যে এক নিয়ম স্থাপিত করা যায়, যাহাতে সুন্দর হয়, এবম্বিধায় সাধারণ বিনোদিনী নামে এক সভা স্থাপিতা হইয়া, সাধারণ ব্যয় দ্বারা গ্রামের মধ্যস্থানে এক বিদ্যালয় নির্ম্মাণ, এবং শিক্ষক নিযুক্ত, মাসিক এবং সাংবৎসরিক পরীক্ষা ইত্যাদি নানা সুনিয়ম হইয়াছে, এবং ছাত্র প্রায় ১২৫ অধিক হইয়াছে, তাহারদিগের উৎসাহ এবং জ্ঞান বর্দ্ধনার্থ, পরিক্ষোত্তীর্ণ দিগকে পারিতোষিক স্বরূপ পুস্তক প্রদান মধ্যে২ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু বালক শিক্ষার্থে, নীতিকথা, ভূগোল, খগোল বৃত্তান্ত, দিগ্দর্শন, প্রভৃতি নানা প্রকার পুস্তক প্রত্যেক বালককে ৪ কি ৫ খান করিয়া প্রদান করিতে, অধিক ব্যয়ের আবশ্যক হয়, এ জন্যে বিবেচনা স্থির হইল, যে বালকের প্রয়োজনীয় তাবৎ বিষয় সংগৃহীত এক পুস্তক আপাতক হয়, তাহার কিয়দংশ বিক্রয় হইয়া মুদ্রাঙ্কিতের ব্যয় সম্পন্ন এবং লাভাংশ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের প্রদত্ত হয়, এইরূপ সর্ব্বদা হইলে, ক্রমশঃ কালেতে পুস্তকের উন্নত্য, এবং বিদ্যার

বর্দ্ধন হইতে পারিবেক, যে হেতুক বিদ্যা বর্দ্ধনার্থ পুস্তকাদির আবশ্যক, দেখুন ইংলণ্ডীয়রদের ক্রমশঃ নানা দেশ হইতে ভাষা সংগ্রহানন্তর নানা বিদ্যা রচনা এবং অধ্যয়ন দ্বারা কালেতে কি পর্য্যন্ত বিস্তৃতা এবং প্রবলতা উপস্থিত হইয়াছে। এই ভারত বর্ষস্থ ব্যক্তি সকলে পূর্ব্বকালে সনাতন ভাষার প্রসাদাৎ সর্ব্বাপেক্ষ পণ্ডিত এবং জ্ঞানী যদিস্যাৎ ছিলেন, তথাপি ইদানীন্তন রাজ্যভ্রষ্ট ধনহীন প্রযুক্ত তদ্বিদ্যার আদর অল্প হওয়াতে ক্রমশঃ দৌর্ব্বল্য প্রাপ্ত দৃষ্ট হইতেছেন, অধুনা সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসে বহু কষ্ট, এবং বিদ্যা জন্মিলেও লাভ অল্প জন্য এইক্ষণে অর্থকারী বিদ্যা ইংরাজী, লোকের তাহাতেই অনুরাগ, তদ্বিদ্যাতেও বিদ্যা জন্মিলে লোক সভ্য হইতে পারে। কিন্তু স্বীয় বিদ্যা সংস্কৃত তাহাতে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত, অনাদর কাযেই হয়, তৎ প্রমাণ শুনা যাইতেছে, সর্ব্বদা যুবরা কহেন, সংস্কৃত শাস্ত্রে কিছুই নাই কেবল গোলযোগ মাত্র, এবং ইহাই কহিয়া ক্ষান্ত থাকেন এমত নহে, বরং দেখা যাইতেছে, অনেক যুবা অবজ্ঞা পুরঃসর সনাতন ধর্ম্ম পর্য্যন্তও ত্যাগ করিতেছেন। অধিক ব্যক্তি সংস্কৃত কিম্বা ইংরাজী অথবা পারস্য ইত্যাদি কোন ভাষাই অভ্যাস করেন নাই, উত্তমা বুদ্ধি এবং বিষয় জ্ঞান আছে, তদ্দ্বারা ধনোপার্জন করিয়া মনুষ্যত্বভাবাপন্ন, দেখুন অনেক প্রবীণ বিষয়ী লোককে জিজ্ঞাসা করিবাতে শুনিতে পাইবেন, তাঁহারা কহেন বিদ্যুৎনাম্নী কন্যা মেঘের পশ্চাৎ ভাগে লুক্কাইতা প্রযুক্ত ইন্দ্র কোপে বজ্র নিক্ষেপ করেন, তাহাতেই বজ্রাঘাত সম্ভাবনা, ইহা

লয় পর্ব্বতই সুমেরু, কোনকোন স্থানে দেব বিগ্রহ বড় জাগ্রত, ভূত পিশাচ আকার বিশিষ্ট, শুভ্রবস্ত্র পরিধানে বৃক্ষে উপবিষ্ট· ইত্যাদি অনেক শাস্ত্র বিরুদ্ধ সামান্য লোক প্রচলিত কথা আছে, এসমস্ত প্রাচীন বিষয়ি মহাশয়ের দিগের মধ্যে কাহার কাহার মনগত থাকার কারণ বোধ হয়, কেবল শাস্ত্রানুশীলন না হওয়াতে, সুতরাং শৈশবকালের জনশ্রুতি কালক্রমে সংস্কার বিশেষের ন্যায় হইয়াছে। এতদ্রূপ কথার দ্বারা দেশীয় লোক সকল সর্ব্বদা ভিন্ন দেশীয় দিগের সমীপে হাস্যাস্পদের ভাজন হইয়া থাকেন, এবং সংস্কৃত বিদ্যার নিন্দা উক্ত সমীপে উৎপাদন করেন, কোনকোন চতুর ব্যক্তি নাস্তিকতা কিম্বা ম্লেচ্ছ শাস্ত্র উৎকৃষ্ট অথবা সংস্কৃত শাস্ত্র মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন। এসমস্ত দোষ নিরাকরণের উপায় এই বোধ হয়, যদি পণ্ডিত মহাশয়রা সাধু ভাষায় সর্ব্বদা যথার্থ শাস্ত্রের অর্থ অনুবাদ করেন, আর বাল্যকালে লোকের পাঠশালাতে উত্তম ব্যক্তি কর্ত্তৃক অধ্যাপিত হয় তবে বয়ঃপ্রাপ্তে এতদ্রূপ কুসংস্কার প্রায় ঘটেনা। এবঞ্চ গৌড়ীয় ভাষার অভ্যাস পক্ষে আরো এক প্রবল কারণ, সম্প্রতি উপস্থিত রাজার অভিনব আইনে পারস্য ভাষার বিনিময়ে, সংস্কৃতানুযায়িনী গৌড়ীয় সাধুভাষা রাজকার্য্যে প্রচলিতাজ্ঞা হইয়াছে, সে মতেও তাবতের প্রয়োজন। মিসনরিরা মধ্যে২ ক্ষুদ্র২ পুস্তক বাঙ্গালা পাঠশালাতে এবং ইতস্ততঃ বিতরণ করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু সে তাবৎ গ্রন্থের রচনা এমনি ভঙ্গি

হইতে আসিয়া খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মাবলম্বন করে, অর্থাৎ সে সমস্ত পুস্তকের মর্ম্ম প্রায় এই যে, হিন্দুজাতি অতি কদর্য্য, এবং নীচ, হিন্দুশাস্ত্র সমস্ত মিথ্যা, এবং অমূলক, হিন্দুরা চিরকাল বন্যপশুর ন্যায় ভ্রমণ করিতেছিল, ইতিমধ্যে ইংলণ্ডীয়েরা আসিয়া সভ্য করিতেছেন। অস্মদ্দেশীয় মহাশয়রা পূর্ব্বকালে ভাষা রচনা প্রায় পদ্যতেই করিতেন, তাহা পাঠে বালকের উপকারাভাব, ইদানীন্তন পণ্ডিত মহাশয়রা গদ্যতে এবং প্রয়োজনীয় বিষয় ঘটিত গ্রন্থ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ক্রমে২ আরো হইবেক, তন্মধ্যে এ অকিঞ্চন পণ্ডিত মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা এবং ইংরাজী হইতে অনুবাদিত কোন২ গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া বালকের পাঠোপযুক্ত কতিপয় যথার্থ শাস্ত্রের স্থূল তাৎপর্য্য, প্রশ্নোত্তর দ্বারা ক্ষুদ্র এক গ্রন্থের ন্যায় রচনা করিয়া, উপরি উক্ত নিজ গ্রামের সাধারণ পাঠশালাতে অধ্যয়নার্থ প্রদান করিব মানস করিলাম, গ্রন্থের শুদ্ধাশুদ্ধ এবং কোন স্থানে অশাস্ত্র কিম্বা ভ্রমবশতঃ অযথার্থ প্রযুক্ত উপহাসাদি না করিয়া, বরং পণ্ডিত মহাশয়রা এই রীত্যনুসার বাহুল্য রূপে উৎকৃষ্ট শব্দ বিন্যাস করতঃ, গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করিতে থাকুন, তাহাতে লোকোপকার হইবেক, আমি বিদ্যাহীন এবং ধনহীন, যে পর্য্যন্ত ক্ষমতা তাহা করিলাম ইতি ॥

শ্রীশ্রীঈশ্বর ॥

জয়তি ॥

অজ্ঞান তিমির নাশক গ্রন্থ ॥

॥ পরিচয় ॥

প্র। তোমার নাম কি।

উ।

প্র। তোমার পিতার নাম কি।

উ।

প্র। তোমার পিতামহের নাম কি।

উ।

প্র। তোমার প্রপিতামহের নাম কি।

উ।

প্র। তোমার মাতামহের নাম কি।

উ।

প্র। তোমার প্রমাতামহের নাম কি।

উ।

প্র। তোমার বৃদ্ধপ্রমাতামহের নাম কি।

উ।

প্র। তুমি কোন জাতি।

উ।

॥ পরিচয় ॥

প্র। তোমরা কোন শ্রেণী।

উ।

প্র। তোমার দিগের গোত্র কি।

উ।

প্র। তোমার কয় প্রবর এবং কি কি।

উ।

প্র। তোমরা কোন বেদী।

উ।

প্র। তোমার কোন শাখী।

উ।

প্র। তোমার শাখী পাঠকর।

উ। বঙ্গদেশে বেদপাঠের প্রথা নাই কেহ জানেন না এজন্য শিক্ষা করিতে পারি নাই॥

প্র। এবড় আশ্চর্য্য ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য বেদ জানা তাবৎ দূর পরাহত স্বীয় শাখা জানন।

উ। ইহাতে ব্রাহ্মণ্য হানি হয় না বেদমাতা গায়ত্রী এবং তদর্থ অবগত আছি তাহারপর শাস্ত্রজ্ঞান সকলের সব থাকে না॥

প্র। তোমার দিগের আদিস্থান কোথা।

উ। কান্যকুব্জ॥

প্র। এদেশে আসিবার কারণ কি।

উ। আদিসুর রাজা কর্তৃক যজ্ঞার্থে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আনিত হন

সেই পঞ্চ জনকে উক্ত রাজা পঞ্চগ্রাম দিয়া এদেশে বাস করাইয়াছিলেন ॥

প্র। কান্যকুব্জে তোমার পূর্ব্ব পুরুষের কি উপাধি ছিল।

উ।

প্র। এইক্ষণে উপাধি কি।

উ।

প্র। উপাধি পরিবর্ত্তের কারণ কি।

উ। রাজা বল্লালসেন নবগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি সকলকে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান করেন সেই মর্য্যাদা চিরস্মরণার্থ উপাধি বিশেষ হইয়াছে ॥

প্র। নবগুণ কাহাকে বলে।

উ। আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং। নিষ্ঠা বৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুল লক্ষণং ॥

প্র। তোমার কোন গাঞি।

উ।

প্র। গাঞি পরিচয়ের কারণ কি।

উ। রাজা আদিসুর দত্ত গ্রামের নামে গাঞি পরিচয় ॥

প্র। তোমার কোন ভাব।

উ।

প্র। তোমার দিগের কোন মেল।

উ।

প্র। তোমরা কার সন্তান।

উ।

প্র। তোমার নিবাস কোথা।

উ।

প্র। কতকাল তোমার দিগের এস্থানে বসতি।

উ।

প্র। কি প্রকার এস্থানে বসতি হয়।

উ।

প্র। তোমার সহোদরা কয় এবং কোথা বিবাহ।

উ।

প্র। তোমার পিতার সহোদরা কয় এবং কোথা বিবাহ।

উ।

প্র। তোমরা কয়ের পর্য্যা।

উ।

প্র। দানগ্রহণ কোথা।

উ।

প্র। ব্রাহ্মণের কর্ম্ম কি।

উ। যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহ এই ছয়।

প্র। তবে কি জন্য ম্লেচ্ছাদি ভাষাভ্যাস করিয়া সেবা দ্বারা ধনোপার্জ্জনের চেষ্টা।

উ। পূর্ব্বকালে রাজা সকল ক্ষত্রিয় ছিলেন তাঁহারা ব্রাহ্মণকে বহু দানাদিদ্বারা অদৈন্য করিয়া রাখিতেন এক্ষণে আমার দিগের উপায় নাই॥

প্র। ক্ষত্রিয় রাজারা ব্রাহ্মণকে এতদ্রূপ দান করিতেন ইহার কারণ কি।

উ। প্রথম সত্যযুগে ব্রাহ্মণই রাজা ছিলেন রাজ্য শাসনে বিবিধ উপদ্রব দেখিয়া সে ভার ক্ষত্রিয়কে দিয়া আপনারা তপস্যায় রত হন তন্মধ্যে যে কেহ বিষয়েচ্ছুক হইতেন তিনি রাজশাসনের মধ্যে বিচার পতির ভারগ্রহণ করিতেন আর ব্রহ্মার বাক্য ব্রাহ্মণকে দান করিবেক ॥

প্র। হিন্দুর মধ্যে কত জাতি আছে ॥

উ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি ॥

প্র। ইহা ভিন্নতো অনেক জাতি দেখা যাইতেছে।

উ। উক্ত চারি জাতি ভিন্ন আর তাবৎ বর্ণসঙ্কর অর্থাৎ এই চারি জাতি হইতে উদ্ভব ॥

প্র। কি প্রকার বর্ণসঙ্কর হইল।

উ। বেনরাজা নাস্তিক স্বেচ্ছাচারী প্রজা সকলকে তদ্রূপ আজ্ঞা করেন তৎপুত্র ধার্ম্মিক পণ্ডিত লইয়া বিচারাধীন প্রত্যেকের জন্ম বিবেচনানুসারে উচ্চ নীচ নানা জাতি স্থিরকরত বিশেষ২ ব্যবসায় বিভক্ত এবং নাম প্রদান করেন ॥

প্র। ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম কি।

উ। রাজ্য শাসন এবং যুদ্ধ ॥

প্র। বৈশ্য ধর্ম্ম কি।

উ। কৃষী এবং বাণিজ্য ॥

প্র। শূদ্র ধর্ম্ম কি।

উ। সেবা ॥

প্র। যবন খ্রীষ্টীয়ান চিনা মগ এসমস্ত কি।

উ। ইহারা ভারতবর্ষস্থ নহে পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষের ন্যায় অন্যান্য বর্ষমধ্যে লোক সমস্ত সনাতন ধর্ম্মাবগামী তাঁহারাই সভ্য এবং রাজ্যাধিপ ইত্যাদি শ্রেষ্ঠপদ বিশিষ্ট ছিলেন আর কতকগুলি কদাচারী তাহারা ম্লেচ্ছশব্দে বিখ্যাত এবং বনমধ্যে স্থান সকল কর দিয়া গ্রহণ করত তথায় বাস করিত কিন্তু কালক্রমে ভারতবর্ষস্থ ভিন্ন ইদানী প্রায় তাবদ্দেশস্থই হিন্দুধর্ম্ম কঠিন যবনাক্রম হইয়া নানা দেশে নানা অবতার কল্পনা এবং পৃথক২ ধর্ম্ম স্থিরকরত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অথবা একজাতি অর্থাৎ ম্লেচ্ছ মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া তন্মধ্যে এক্ষণে তিন যথা খ্রীষ্টীয়ান, য়িহুদি, এবং যবনঃ তাহার ক্রাইষ্ট হইতে ক্রিষ্টিয়ান মুসা হইতে য়িহুদি মহম্মদ হইতে যবন।

প্র। অতিপূর্ব্বকালে কতগুলি ম্লেচ্ছ এবং কতগুলি সনাতন ধর্ম্মাবগামী ছিল ইহার প্রমাণ কি।

উ। ইংলণ্ডীয় পুরাতন ইতিহাসে লিখে তদ্দেশ পূর্ব্বকালে বনময় এবং মনুষ্য সমস্ত বিদ্যাহীন ছিল অল্পকাল হইল রোমানেরা গিয়া সভ্য এবং খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মে নিয়োজন করে গ্রীসদেশীয় অতি প্রাচীনেতিহাস গোলযোগ বলিয়া গোপন করেন তৎপরেও যাহা প্রচার তাহাতে সাকার দেবার্চ্চনা দেশমধ্যে স্থানে স্থানে দেবমূর্ত্তি অদ্যাপিও পাওয়া যায় ভাষা সংস্কৃত মিশ্রিত চীনদেশেরো প্রায় ঐভাব এবং চীনেশ্বরী প্রতিমা অদ্যাপি আছে। যবনেরাও পূর্ব্বে অগ্নির উপাসক মক্কায় মক্কেশ্বর শিব আছেন এই সমস্ত কারণে

বোধ হয় পূর্ব্ব হিন্দুর ন্যায় ছিল কালক্রমে এরূপ হইয়াছে কিন্তু কোন সময়ে কিরূপে ব্যভিচার হয় তাহার বৃত্তান্ত ভারতবর্ষ যদি স্যাৎ অন্যান্য তাবদ্দেশের প্রথমের মধ্যে প্রযুক্ত এস্থানের প্রাচীন ইতিহাসে আর২ সমস্ত দেশের বারতা থাকা উচিত ছিল বটে তত্রাপি পুরাণাদিতে কেবল বর্ষ এবং দেশ বিভাগে স্থূল এবং মর্ম্ম অনুভব হয় মাত্র বিশেষ পাওয়া যায় না তাহার কারণ যবনেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া এদেশের ধন ধর্ম্ম এবং বিদ্যা এই তিন সম্পূর্ণ রূপে নাশ করিবার চেষ্টায় স্বর্ণ রৌপ্য মণি মুক্তাদি যাহা পাইত তাহা সহস্র২ হস্তী এবং উষ্ট্র পৃষ্ঠে করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিত ধর্ম্ম এবং বিদ্যা লোপের আশয়ে গ্রাম২ অন্বেষণ করত পণ্ডিত সমূহের স্থান হইতে বলপূর্ব্বক গৃহীত পুস্তকাদি মাঠে পর্ব্ব তাকার করিয়া অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিত তৎকালে কেহ কোনরূপে ছলে কলে লুক্কাইয়া কোন২ পুস্তক রাখিয়া ছিলেন তাহাই আছে মাত্র এবং এমন অনুমান হয় যে গ্রন্থ সমস্ত বিনষ্ট হওয়ার পরে তৎকালের পণ্ডিতেরা স্বীয়২ স্মরণ দ্বারা অনেকানেক বিষয় শ্লোক রচনা করিয়া প্রকৃত গ্রন্থের অবশিষ্টখণ্ডে সংযোগ করিয়া থাকি-বেন তজ্জন্যই এইক্ষণে দুই পুস্তকে প্রায় একপাঠ পাওয়া যায় না এবং কোথাও২ অভিপ্রায়েরো প্রভেদ আছে ফলকথা সনাতনধর্ম্মে কোন দোষ বা নিন্দা নাই সে অতি যথার্থ এবং সকলের আদি যব নাদি তাবদ্ধর্ম্ম আধুনিক এবং ইহকালে সুখভোগের নিমিত্তে রচনা হইয়াছিল ইহাও ঈশ্বরেচ্ছা বলা যায় যে হেতুক কলিযুগের শেষ তাবৎ পাপিষ্ঠ হইবেক এবং প্রলয় সম্ভাবনা ইহা মহানুভবেরা

ভবিষ্যৎ পুরাণে লিখিয়াছেন ॥

প্র। সনাতন ধর্ম্ম কাহাকে বল।

উ। এই জগৎ সৃষ্টির প্রথম পুরুষ ব্রহ্মা তৎকর্তৃক সংস্কৃত শব্দে রচিত যে চারিবেদ তাহাতে যে ধর্ম্ম কথিত আছে সেই ধর্ম্ম যদ্যাপি সম্যগনুষ্ঠানাক্ষম হউক তত্রাপি ইদানী কেবল ভারতবর্ষস্থ লোক বিশ্বাস করিতেছেন ইহাকে ম্লেচ্ছাদিরা হিন্দুধর্ম্ম আধুনিক কদর্য্য বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন ইহার গূঢ়াভিপ্রায় এই বোধ হয় যে পূর্ব্বকালে গ্রীসিয়ান প্রভৃতিরা সনাতনধর্ম্ম ক্লেশ সাধ্য প্রযুক্ত যাজনাক্ষম হওতো স্বেচ্ছাচারী হইলেও সভ্য এবং বিদ্বান প্রযুক্ত অসভ্য ম্লেচ্ছাদিকে তৎকালে জ্ঞানোপদেশদ্বারা সভ্য করিয়া যেমন এক কীর্ত্তিবিশেষ জগতে খ্যাত করিয়াছেন তদ্রূপ এইক্ষণে সভ্য হিন্দুদিগকে অসভ্যতা ভাবেও কেবল কদাচারাভাবাভাব জন্মাইয়া সভ্যকরণ কীর্ত্তির আকাঙ্ক্ষায় এবঞ্চ ভারতবর্ষস্থ হিন্দুধর্ম্মাবগামী ব্যক্তি সকল ইদানী দুর্ব্বল অথচ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসী এবং সনাতন ধর্ম্মাবগামী প্রযুক্ত অন্যান্য প্রবলজাতি প্রতি ম্লেচ্ছ ইতি শব্দোচ্চারণ অভিমান আছে তাহা খর্ব্ব করিয়া আপনারা কলে কৌশলে শ্রেষ্ঠত্ব এবং যশঃ অথবা নিয়ন্তা পিতৃতুল্য হওনের মানসে যে সকল ছল তাহাতে সুবোধ বালকের কদাপি মুগ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য নহে ॥

প্র। ম্লেচ্ছাদিরা সর্ব্বদা হিন্দুদিগকে প্রস্তর মৃত্তিকা এবং কাষ্ঠ নির্ম্মিত বিগ্রহ পূজাকরে বলিয়া উপহাস করে ইহার কারণ কি।

উ। কারণ পূর্ব্বে সাক্ষ্য কহিলাম তাহাই কিন্তু বিজ্ঞব্যক্তিরা প্রায়

এরূপ কহেন না কতগুলি যাঁহারা স্বদোষ দর্শনে অন্ধ তাঁহারা পরছিদ্র অনুসন্ধান আর মিথ্যা বাগাড়ম্বরি করিয়া থাকেন তাহাতে জ্ঞানি ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে ধর্ম্ম বিষয়ক মতের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে অত্যন্ত ভ্রান্ত দেখিলেও তদ্বিষয়ে তাঁহাকে কোন দণ্ড বা উপহাস না করিয়া দয়া প্রকাশ করিবেক যেমন অন্ধকে দেখিয়া খেদ করিতে হয় তদ্রূপ লোকের মনের অন্ধকার দেখিয়াও খেদ করি সকল লোকেই সত্যমত অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করেন বটে কি কোন ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা কেবল পরমেশ্বরই জ্ঞা আছেন পৃথিবীর মধ্যে সাধারণ আরাধনার অভিপ্রায় এক সে চিরস্তনীয় পদ প্রাপ্ত্যর্থে নানা প্রকার আরাধনার মত কোন ক্রমে পরিহাস যোগ্য নহে। প্রত্যক্ষবাদিরা স্বীয় মত অভ্রান্ত অ মান করেন কিন্তু বোধ হয় সংসারে এমত কোন যথার্থ বিবেচ নাই যে তিনি কোন মতকে অভ্রান্ত করিয়া নিশ্চয় করিতে পারে

প্র। ম্লেচ্ছাদি মধ্যে কতগুলি স্বদোষ দর্শনে অন্ধ এবং পরছি অনুসন্ধান করিয়া মিথ্যা বাগাড়ম্বরি দ্বারা হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি দো রোপ করিয়া থাকেন ইহা কিরূপে সাব্যস্ত হয়॥

উ। উভয় শাস্ত্রের অভিপ্রায় মেলন করিলে বুঝা যায়॥

প্র। যবন এবং খ্রীষ্টীয়ান এই দুই ধর্ম্মাবলম্বিরা এক্ষণে উপ স্থিত এবং তাঁহারাই হিন্দুশাস্ত্রের নিন্দা সর্ব্বদা করিয়া থাকে অতএব তাহারদিগের মত কি তাহাই এক্ষণে ব্যাখ্যা করুন।

উ। যবন এবং খ্রীষ্টীয়ান ইহারা উভয়েই স্বীকার করেন এদেহ নাশ হইলে জীব তৎকালে কোন স্থানে থাকিবেক পরে এব

ন বিচার হইবেক তখন পাপ পুণ্যের ফল দানের সময় ঈশ্বর জীবকে এক শরীর দিয়া সেই শরীরবিশিষ্ট জীবকে সুখ অথবা থরূপ কর্ম্মফল দিবেন কিন্তু ম্লেচ্ছাদিরা নিন্দা করেন যে হিন্দুদের াস্ত্রমতে জীবের জন্ম মৃত্যু কর্ম্মবশতো বারম্বার স্থাবর জঙ্গম শরীর ্পনা অত্যন্ত ভ্রম কিন্তু আমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যদি ষ্টির প্রণালীর অন্য প্রকারে জীবকে শরীর দিয়া ঈশ্বর কর্ম্মফল াগ করাইতে পারেন এমত তাহারা মানেন তবে সৃষ্টির পর- ারা নির্ব্বন্ধের অনুসারে দেহ দিয়া জীবকে ভোগাভোগ দেন হাতে অসম্ভব জ্ঞান কি বলিয়া করেন। আর খ্রীষ্টীয়ানদিগের াস্ত্রে লিখে ঈশ্বর তাবৎ সৃষ্টি করিয়া শেষ আপনার অবয়বের ায় মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন অথচ হিন্দুরা ঈশ্বরের রূপ কল্পনা রে বলিয়া নিন্দা করেন কিন্তু হিন্দুদিগের বেদের সহিত ঐক্য াছে এবং মহাজন কৃত এমত যে পুরাণ তন্ত্রাদি সর্ব্বদা ঈশ্বরকে তীন্দ্রিয় আকার রহিত কহেন অধিক এই যে মন্দবুদ্ধি লোক তীন্দ্রিয় নিরাকার পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া ম্যক্ প্রকারে পরমার্থ সাধন বিনা জন্মক্ষেপ করিবেক কিম্বা কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইবেক অতএব ঈশ্বরকে মনুষ্যাদি আকারেও যেহ ষ্টা মনুষ্যাদির সর্ব্বদা গ্রাহ্য হয় তদ্বিশিষ্ট করিয়া বর্ণন করিয়া- ছেন যাহাতে তাহাদের ঈশ্বর উদ্দেশ হয় পরে২ যত্ন করিলে মন- স্থির হইয়া যথার্থ জ্ঞানপ্রাপ্ত হওতঃ মুক্ত হইতে পারিবেক। পরন্তু াইবেলে যিশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র কহেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন ইহাতে হিন্দুদিগের জিজ্ঞাসা এই যে কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ

পিতা হইতে পারেন য়িশুখ্রীষ্টকে কখনং মনুষ্যের পুত্র কহে অথচ কহেন কোন মনুষ্য তাঁহার পিতা ছিল না । ঈশ্বরকে এ কহেন অথচ কহেন পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর হোলিগোষ্ট ঈশ্বর ঈশ্বরকে অপ্রপঞ্চভাবে আরাধনা করিবেক কহিয়া থাকেন অথ প্রপঞ্চাত্মক শরীরে য়িশুখ্রীষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বোধে আরাধ করেন । এবং তাহারা কহিয়া থাকেন যে পুত্র অর্থাৎ য়িশুখ্রী পিতা হইতেসর্ব্বতোভাবে অভিন্ন অথচ কহেন খ্রীষ্ট পিতার তু হয়েন কিন্তু পরস্পর ভিন্ন বস্তুব্যতিরেকে তুল্যতা কিরূপে সম্ভবে

প্র । ম্লেচ্ছাদি শাস্ত্রে সৃষ্টি প্রকরণ যেরূপ বর্ণিত আছে অর্থাৎ প মেশ্বর প্রথম আদম নামে এক পুরুষ ও ইভ নামে এক স্ত্রী সৃ করেন তাহারা ফল বিশেষ ভক্ষণ করেন এজন্য পাপের উদ্ভ এবং নোয়াকে সৎ পরামর্শ প্রেরণ দ্বারা রক্ষাকরা ইত্যাদি উপন্যাসের ন্যায় প্রবাদ ইহা কি যথার্থ যে হেতুক তৎ প্রকর অনেক সন্দেহ উপস্থিত হয় যথা পরমেশ্বর নির্ম্মল স্বসৃষ্ট জনপ প্রতি প্রতারণা দ্বারা পাপে এবং পুণ্যে নিয়োগ করা ইত্যা দোষ প্রতিপাদ্য হয় ।।

উ । সৃষ্টি প্রকরণ মনু প্রণীত বাক্য কুল্লকভট্ট টীকাকার বেদা সূত্রের সহিত ঐক্য করিয়াযাহা লিখেন তাহার কিঞ্চিৎ মর্ম্ম এ যে অব্যাকৃত যে সেই প্রকৃতি তাঁহার সৃষ্টোন্মুখ ভাবের নাম মহ তত্ত্ব তদনন্তর আমি অনেক হই পরমেশ্বরের এই অভিমান রূ ঈক্ষণ কালে প্রকৃতির যে সম্বন্ধ সেই অহঙ্কার তত্ত্ব তাহা হইতে আকাশাদির সূক্ষ্মাংশ পঞ্চ তন্মাত্র জন্মে আর উক্ত হয় অর্থা

ন অহঙ্কার এবং পঞ্চ তন্মাত্র যাহারা অতি শক্তিমান হয় তাহাদের সূক্ষ্ম অবয়ব সকলকে স্বস্ব বিকারে অর্থাৎ অহঙ্কারের বিকার ইন্দ্রিয় এবং তন্মাত্রের বিকার পঞ্চভূত ইহাতে যোজনা দ্বারা সকল স্থূল ভূতের উৎপত্তি অর্থাৎ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর, ইত্যাদি এবং ইহারা যে বর্ণ এবং জাতি বিশেষে নিযুক্ত হইয়াছিল সে স্বস্ব কর্ম্মবশতঃ আচরণ করিয়াছিল কোন ব্যক্তি বিশেষের রাগ দ্বেষাধীন নহে। অতএব খ্রীষ্টাদি শাস্ত্রের মত ঈশ্বর স্বর্গে অবস্থিত করিতেছেন পৃথিবীর ক্ষুদ্র২ জীব সকলের মধ্যে কেহ তাঁহার পুত্র কেহ জামাতা ইত্যাদি এবং সর্ব্বদা দূত প্রেরণ করিয়া স্বীয় আত্মীয় দিগকে সৎ পরামর্শ প্রদান করিতেছেন অন্যকে তদ্রূপ করেন না এসমস্ত ভাব বায়ু প্রকোপ জন্য উদয় হইতে পারে এমত অনুমান হয়॥

প্র। মিসনরিরা কহেন এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর তিনি এক তাঁহার আরাধনা না করিয়া তোমরা নানা দেবতার আরাধনা কর ইহার কারণ কি॥

উ। ঈশ্বর এক সর্ব্বব্যাপী আকার রহিত জগতের কর্ত্তা হন এ কথা সর্ব্ব শাস্ত্রে সম্মত এবং তাবৎ জ্ঞানি এবং মহানুভবের দিগের অনুভব সিদ্ধ আছে। এইরূপ বাক্য অনেকেই অভ্যাস করিয়া কহিতে এবং শব্দদ্বারা পক্ষীকেও শিক্ষা করাইতে পারেন কিন্তু তত্ত্ব জ্ঞান অতি দুর্লভ কোন পুণ্যাত্মার হৃদয়ে তাহা উদয় হয় ইহার দৃষ্টান্ত যেমন কালপ্রাপ্ত বৃক্ষ হৈতে পুষ্প স্বেচ্ছাধীন নিষ্পন্ন হইয়া ত্যক্ত হয় তদ্রূপ দেহে জ্ঞানাবির্ভাব হইলে সে দেহীর দেহাভিমান

সহজেই গলিত হয় অপরন্তু জিজ্ঞাসু ইত্যাদি প্রথমাবস্থায় সকলে তেও সমদমাদির উদয় সম্ভব শাস্ত্রে কথিত। ফলতঃ জ্ঞানাঙ্কুর বৈরাগ্য ব্যতিরেকে কি রূপে সম্ভবে ইহাতে আমাদিগকে পৌত্ত-লিক অথবা কর্ম্মী বলিয়া হেও আর তাঁহারা ব্রহ্মবাদী শ্রেষ্ঠ নিজে জ্ঞান করিয়া যে দম্ভ করিয়া রুকেন সে কেবল উন্মত্ত প্রলাপ। ইহাতে এই অনুমান হয় যে তদ্দেশীয় ধর্ম্মোপদেশক গুরুকর্ত্তারা পূর্ব্বকালে বেদ বেদান্ত ব্যবসায়ী প্রমুখাৎ যৎকিঞ্চিৎ শ্রবণ করিয়া ছিলেন যে নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠপথ আর অজ্ঞান ভাবনার্থায় প্রতিমাদি তদ্দ্বারা গ্রন্থ রচনা করিয়া উপদেশ ক্রমে কালেতে এই পর্য্যন্ত বিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে প্রতিমাদি পূজা নিন্দা করিয়া ঈশ্বর এক এই কথা কহিতে পারিলেই সে বড় জ্ঞানী হয় (তদ্রূপ ব্রহ্ম বাদী এবং প্রত্যক্ষবাদী সর্ব্ব দেশেই ধন মত্ততা হেতুক হইয়া থাকে) বৈধকর্ম্মের মর্ম্ম কি জ্ঞানোৎপত্তির কারণ কি জ্ঞানজন্মিলে তাহার লক্ষণ কি এবং ইহার চরম ফল ইবা কি ইহার কোন সন্ধান নাই কেবল যথেষ্ট মদ্য মাংস ভোজন মৈথুনাদি কর্ম্মে নিপুণ দম্ভে পরিপূর্ণ তোমরা আপনাকে দীন হীন জ্ঞানকরত হিংসাদি রহিত হইয়া ঈশ্বর অতীন্দ্রিয় অতি দুরারাধ্য প্রযুক্ত যেমত অতিদুষ্প্রাপ্য বস্তুর প্রাপণার্থে লোক নানা চেষ্টা করে সেইরূপ তদুদ্দেশে ক্লেশ সাধ্য ব্রতাদি নানা কর্ম্মরূপ আরাধনা কর এজন্যে তোমরা নির্ব্বোধ মিসিনারিদিগের এরূপ বাক্য কিরূপ যেমন এক ব্যক্তি বর্ণমালা অভ্যাস করিয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকে মূর্খ কহে। তৎপ্রমাণ তাঁহারদিগের বাইবেল যাহাকে সাক্ষাৎ বেদ জ্ঞান করিয়া থাকেন

তাহা দৃষ্ট করিলে বিলক্ষণ উপলব্ধি হইবেক যে যাহাতে অতি সাধারণ জ্ঞানের কথা অর্থাৎ স্বর্গ ভোগাদি চরম সিদ্ধান্ত, যাহা প্রভু যিশুখ্রিষ্টের মুখপদ্ম হইতে নির্গত হইয়াছে তাহাই পরম ধন এবং উক্ত প্রভুর অসাধারণ ক্ষমতা এই যে উৎকট রোগাক্রান্ত গুলিকে মন্ত্র দ্বারা আরোগ্য আর ভূতগ্রস্ত মেষাদির কথা যেমন অস্মদ্দেশে শিশু বোধের বেঙ্গমা বেঙ্গমীর ইতিহাস। সে পুস্তকে স্থানেং কতগুলি হিতোপদেশ রচিত আছে তাহা বালক শিক্ষার্থে এবং কতগুলি কথা নির্ব্বোধকে মুগ্ধ করিতে উত্তম ইহা অবশ্যই স্বীকার করা যায় কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তির তদ্বারা যে জ্ঞানোদয় হয় এমত কোন বিষয় দৃষ্ট হয় না॥

প্র। প্রভু যিশুখ্রীষ্ট মুসা কিম্বা মহম্মদ প্রভৃতির যে সমস্ত উপদেশ বাক্য কহিয়াছেন আর তাঁহার দিগের কর্ম্ম অর্থাৎ উৎকট রোগ আরোগ্য করা এবং মৃতদেহে জীব সঞ্চার করা ইত্যাদিতো সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় জ্ঞান হয় না॥

উ। তাঁহারা জ্ঞানি এবং সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় না হইবেন কিন্তু তদ্রূপ আর অনেকানেক দৃষ্ট হইতেছে যথা হিন্দুস্থানে অল্প কাল গত হইল যবন জাতি এক তন্তুবায় সদ্যোজাত এক কুমার গৃহ প্রান্তরে প্রাপ্ত হইয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন পরে সেই শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রামানন্দ গোস্বামির শিষ্য অর্থাৎ বৈষ্ণব হয় এবং জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া কালক্রমে স্বয়ং জ্ঞানিপদে স্থাপিত হইয়া অনেক শিষ্য এবং অল্পদিনের মধ্যে এক প্রবল দল বদ্ধ হয় অদ্যাপি তাহাদিগকে কবীরপন্থি কহে তাহার দিগের পুস্তকে কবী

রের জন্ম ঈশ্বর দ্বারা কহে এবং তাঁহার ক্ষমতাও সাধারণ নহে মৃতদেহে জীব সঞ্চারাদি প্রায় সকলি আছে কবীরের দোহাতে যে সমস্ত কথা রচিত আছে তাহাও কোরাণ এবং বাইবেলের ন্যায় দেব পূজকের নিন্দা এবং তাহার অনেক শিষ্য সমভিব্যহারে নানা স্থানে ভ্রমণ এবং মরণের পর আশ্চর্য্য ব্যাপার কবীরের দেহ হিন্দু শিষ্যেরা দাহ করিয়াছিল এবং যবন শিষ্যেরা সমাধি দিয়াছিল অনুমান হয় কবীর পন্থির মধ্যে যদি কেহ প্রবল রাজা থাকিতো অথবা যবন রোমান কিম্বা গ্রীসিয়ান ন্যায় নানা দেশ জয় করিতে সক্ষম হইত তবে তাহাদের ধর্ম্ম এত দিনে পৃথিবীর অনেক অংশে ব্যাপ্ত হইত। অধুনা বঙ্গদেশে কৃষ্ণনগর জেলায় ঘোষপাড়া গ্রামে রামস্মরণ পাল নামক এক ব্যক্তি এক নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে অনেক হিন্দু ইদানী প্রবিষ্ট হইতেছেন কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন পুস্তক দৃষ্ট হয় নাই প্রস্তুত হইয়া থাকিবেক কিছুকাল পরে প্রকাশ হইবেক এবং কালেতে মুসা ঈসা মহম্মদ কবীর ইত্যাদির ন্যায় রামস্মরণ পালও এক অবতার পাদগণ্য হইবেন তাহাতেও সন্দেহ হয় না যেহেতুক তাঁহার গুণ রোগী সমূহকে আরোগ্য করা ইত্যাদিতে খ্যাত্যাপন্ন বটে যদিস্যাৎ এপর্য্যন্ত মৃতদেহে জীব সঞ্চার করা খ্যাতি হয় নাই তথাপি কালেতে অনুমান করি যে পুস্তক মধ্যে তদ্রূপ কথা প্রদান করিতে গ্রন্থকর্ত্তা বিস্মৃত হইবেন না॥

প্র। কবীর ইত্যাদির পক্ষে ভবিষ্যদ্বক্তারাতো কিছু লিখেননাই।

উ। মত প্রবল হইলেই প্রমাণও প্রবল হয় বত শত ভবিষ্যদ্ব-

ক্কার সৃষ্টি হইতে পারে। অপরন্তু ভবিষ্যৎ পুরাণে দশ অবতার মাত্রের উল্লেখ কিন্তু অবতারাহ্য সংখ্যায় ইতি বচনানুসারে এবং কোথাওবা আবির্ভূত ভাবে অনেক ভাব দৃষ্ট হইতেছে ॥

প্র। পৃথিবীর সার কি॥

উ। বিদ্যা॥

প্র। বিদ্যা কি।

উ। বিদ্যার পর জগতে আর কোন বস্তু নাই, বিদ্যাতে রিপু পরাজিত হয়, বিদ্যাতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান হয়, বিদ্যাতে যশো লাভ হয়, অর্থ সাধন ও ধর্ম্ম বিদ্যাতেই হয়, বিদ্যা মাতৃতুল্য। হিত কারিণী বিদ্যা পিতৃবৎ প্রতিপালন করেন, বিদ্যা প্রেয়সী প্রায় সুখ দেন, বিদ্যা কল্পলতা তুল্য সর্ব্বাভিলাষ সিদ্ধ করেন, সর্ব্ব ধন মধ্যে বিদ্যাধন অত্যুত্তম, যে বিদ্যাধন অন্যকে প্রদান করিলে ক্রমে বৃদ্ধি হয়, কোন প্রকারে বিদ্যাধন নষ্ট হয় না, রাজকর্ত্তৃক হৃত হয় না, চৌর দ্বারা অপহৃত হয় না, অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, দায়াদেরা বিভাগ করিয়া লইতে পারে না, চাকরে খাইয়া ফেলিতে পারে না, কোথায় অপ্রকাশিত থাকে না, এবং মরিলেও সঙ্গে যায়॥

প্র। বিদ্যা কয় প্রকার।

উ। বিদ্যা নানা প্রকার তন্মধ্যে মনুষ্যের নিতান্ত প্রয়োজনীয় প্রথম ভাষা তাহা দুই প্রকারে বিভক্ত অর্থাৎ গদ্য এবং পদ্য ২ দ্বিতীয় ব্যাকরণ তাহাতে শুদ্ধাশুদ্ধ রূপে মানস কথন যথার্থ প্রকাশ করে। ৩ তৃতীয় অলঙ্কার অর্থাৎ কাব্যশাস্ত্র যাহাতে সদ্বক্তৃতা

দ্বারা লোকের তুষ্টি এবং অনুবর্ত্তি করা হয়। ৪ চতুর্থ ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ বৈধাবৈধ ব্যবস্থা। ৫ পঞ্চম নীতিশাস্ত্র যাহাতে অখ্যাত ও প্রখ্যাত ব্যক্তি জন্য সদ্ব্যবহারাচরণের হিতোপদেশ। ৬ ষষ্ঠ চিকিৎসা তদান্তর্গত ব্যবচ্ছেদ অর্থাৎ নরদেহ দৃঢ়াংশ চ্ছেদনবিদ্যা এবং লক্ষণ দ্বারা রোগ নির্ণয় ও ঔষধ প্রস্তুতকরণ রসায়ন উদ্যানবিদ্যা এবং দ্রব্যগুণ ইত্যাদি। ৭ সপ্তম গানবাদ্য অর্থাৎ ধ্বনি ও তদ্রচনার বিশেষ তালের সহিত যাহাতে উত্তম রূপে ইন্দ্রিয় প্রীতি জনিকা হয়। ৮ অষ্টম ক্ষেত্র পরিমাণ বিদ্যা যাহাতে গণনা দ্বারা পরিমাণ যোগ্য বিষয়ের বিবেচনা করায় এবং এবিদ্যার প্রধান শাখা যন্ত্রাদি বিদ্যা উভয় সংযোগে কল গৃহাদি নির্ম্মাণ এবং ভূগোল সংস্থাপন। ৯ নবম দৃষ্টিবিজ্ঞান যাহাতে দৃক্‌সম্বন্ধীয় ভাব ও তন্নিয়ম নিশ্চয় বর্ণিত। প্রকৃত সিদ্ধ যথা নয়ন কর্ত্তৃক বা কৃত্রিম যন্ত্রানুকূল্যে নিষ্পন্ন হয়। ১০ দশম কৃষিবিদ্যা যদ্দ্বারা শস্যাদি উৎপত্তি হইয়া জনপদের দেহ রক্ষা হয় তদন্তর্গত পশু রক্ষার বিদ্যা। ১১ একাদশ অঙ্কবিদ্যা যদ্দ্বারা সংক্ষেপে ও শীঘ্র এবং সুগমে গণনা করা যায়। ১২ দ্বাদশ শিল্পবিদ্যা যদ্দ্বারা যান্ত্রিক শক্তিসহ বর্ত্তমান গতি এবং জঙ্গম বস্তুর ভাব ও নিয়ম এবঞ্চ তন্নির্ম্মাণ সম্বন্ধীয় নানা যোগশিক্ষা হয়। ১৩ ত্রয়োদশ জ্যোতির্বিদ্যা অর্থাৎ আকাশাদি চন্দ্র তারা প্রকরণ। ১৪ চতুর্দ্দশ ভূগোলবিদ্যা যথা এক মিশ্রিত ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা যাহাতে ভূবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হয় ইহা জল ও স্থলে বিভক্ত যে হেতুক এতদুভয়ের একত্রে অস্মাদাদির স্থিতিস্থান এক বর্ত্তুলাকার হয়। ১৫ পঞ্চদশ কাল নিরূপণ বিদ্যা

অর্থাৎ বৎসর, মাস, সপ্তাহ, দিবস, ঘটিকা, পল, এবং বিপলাদি সময় গণনের ও তদংশ প্রভেদ এবং প্রকৃত সময়ানুসারে ঘটনার ধারণ । ১৬ ষোড়শ ইতিহাস বিদ্যা এই যে বর্ত্তমান যা ভূত বিষয়ের বৃত্তান্ত যথাক্রমে যথার্থ বর্ণন ইহাতে ভূগোল এবং কাল নিরূপণ বিদ্যার প্রয়োজন যে হেতুক তদভাবে কালক্রমে যথার্থ বর্ণিত বিষয় ও অযথার্থের ন্যায় ভাষমান হয় যেমন অস্মদাদির পুরাণ শাস্ত্রে ম্লেচ্ছাদিরা অনায়াসে ইদানী ছলক্রমে দোষারোপ করিতে সক্ষম হইয়াছেন । ১৭ সপ্তদশ গৃহাদি নির্ম্মাণ বিদ্যা ইহা তিনখণ্ডে বিভক্ত বলা যায় যথা জনপদীয় গৃহ নির্ম্মাণ আর সাংগ্রামিক দুর্গ এবং অর্ণবজান ইত্যাদি । ১৮ অষ্টাদশ চিত্রবিদ্যা অর্থাৎ রঙ্গ রেখা দ্বারা সাকল্য বস্তুর প্রতিমূর্ত্তি কোন সমস্থানোপরি প্রকাশ করণ । ১৯ ঊনবিংশতি ভাস্করবিদ্যা সেই যাহাতে কাষ্ঠ এবং প্রস্তর ছেদপূর্ব্বক মূর্ত্তিকরণ অথবা মৃত্তিকা ও লেপ ইত্যাদির আকৃতি যাহা ধাতু পুত্তলিকা করণার্থ অনুরূপ অর্থাৎ ছাচ জন্য ব্যবহার্য্য । ২০ বিংশতি যুদ্ধবিদ্যা ইহার শাখা অশ্ববিদ্যা অস্ত্রবিদ্যা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত বিদ্যা এবং ব্যূহ নির্ম্মাণাদি । ২১ একবিংশতি তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ জীবাত্মা এবং পরমাত্মা ঐক্য যে জ্ঞান ক্রমশ অভ্যাস দ্বারা চরম কালে উদয় ব্যতিরেকে মুক্তির প্রতিকারণ হয় না ॥

প্র । বিদ্যাভ্যাস কিরূপে হয় ॥

উ । সর্ব্বদা অনুশীলন আর প্রতিবন্ধকতা জন্মায় এমত যেসকল কারণ তাহা ত্যাগ ॥

প্র। বিদ্যাভ্যাসের প্রতিবন্ধক কোন২ কারণ ॥

উ। বহুজন সহ বাস উত্তম মিষ্টান্ন ভোজনাভিলাষ গন্ধপুষ্প বনিতার উপভোগ ইতস্তত নিরর্থক ভ্রমণ নৃত্য গীত বাদ্যেতে অনুরাগ পাশকাদি ক্রীড়া এবং বুদ্ধিভ্রংশকারী মাদকদ্রব্য পান ইত্যাদি বিষয়ে সাবধান পুরঃসর উত্তম ভাষাবলম্বন দ্বারা যত্ন করিলে বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি হইয়া বিদ্যা জন্মে ॥

প্র। ভাষা কি ॥

উ। অনভিব্যক্ত বর্ণাধ্বনি মাত্ররূপ। পরানাম্নী ভাষা প্রথমা যেমন অভিনব কুমারের ভাষা, তদনন্তর অভিব্যক্ত বর্ণমাত্রা পশ্যান্তিনামক দ্বিতীয়া, যেমন প্রাপ্ত যৎ কিঞ্চিদ্বয়স্ক বালক বাণী, তৎপরে পদমাত্রাত্মক মধ্যমাভিধান তৃতীয়া ভাষা যেমন পূর্ব্বোক্ত বালকাধিক কিঞ্চিদ্বয়স্ক শিশুভাষা, তাহার পর বাক্যরূপ বৈখরী নামধেয়া সকল শাস্ত্র স্বরূপা বিবিধ জ্ঞান প্রকাশিকা সর্ব্ব ব্যবহার প্রদর্শিকা চতুর্থী ভাষা যেমন লৌকিক ও শাস্ত্রীয়া ভাষা, ঈদৃশরূপে জাতমাত্র বালকের উত্তরোত্তর বয়ঃবৃদ্ধি ক্রমে ক্রমশঃ প্রবর্ত্তমানা চতুর্ব্বিধরূপা ভাষা, অস্মদাদিতে যুগপৎ প্রবর্ত্তমানত্বরূপে যদ্যপি প্রতীয়মানা হউন, তথাপি পূর্ব্বোক্ত পরামশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী রূপ চতুর্ব্বিধ রূপেতেই প্রবর্ত্তমানা হউন। ইহার প্রমাণ এই যে দূরবর্ত্তী হট্টগামী লোকেরদের শ্রবণ বিষয়ীভূত হট্টাগত ধ্বনি মাত্রাত্মক কেবল কোলাহল হয়, অনন্তর কাতিপয় পথ গমনোত্তর সমনস্ক শ্রবণেন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ বশতঃ খণ্ডশঃ বর্ণ মাত্র গ্রহণ হয়, তদুত্তর, বসন ভূষণ কার্পাস মূলক ইত্যাদি পদ মাত্র শ্রবণ হয়, তদনন্তর হট্ট নিকট প্রাপ্তজন

ক্রয় বিক্রয়কারী পুরুষেরদের বাক্য শ্রুতি হয়। অতএব অস্মদাদি ভাষা চতুর্ব্যূহরূপে প্রবর্ত্তমান ভাষাত্ব হেতুক পূর্ব্বোক্ত ক্রম হট্টস্থ পুরুষ ভাষার ন্যায়,ইত্যনুমানে সকল মানুষ ভাষার চতুর্ব্যূহরূপও নিশ্চয় হয়। তবে যে অস্মদাদির ভাষার যুগপৎ বৈখরি রূপতা মাত্র প্রতীতি, সে উচ্চারণ ক্রিয়ার অতি শীঘ্রতা প্রযুক্ত উপর্য্যধো ভাবাবস্থিত কোমলতর বহুল কমলদল সুচীবেধন ক্রিয়ার মত।

প্র। নানা দেশে নানা ভাষা শ্রবণ হইতেছে তন্মধ্যে উত্তম কোন ভাষা॥

উ। প্রচলিত দেশভাষার মধ্যে যেং দেশ উন্নত হইয়াছিল সেই সেই দেশবাণী ভাল পরন্তু সর্ব্বোপরি সংস্কৃত তাহার কোন দেশ নাই তাহাকে দেববাণী কহে॥

প্র। সংস্কৃত ভাষা উত্তম বল ইহার কারণ বিশেষ কি॥

উ। ভাষার তাৎপর্য্য মনের গতিক ব্যক্তকরা আর বুঝা এতদুভয় সংস্কৃত দ্বারা অতি সূক্ষ্মরূপে সুকোমল শব্দে এবং নানা রসে বিনিয়োগ হয় তাহার কারণ বহু বর্ণময়ত্ব প্রযুক্ত যেমন এক দ্ব্যক্ষর পশু পক্ষী ভাষা হইতে বহুতরাক্ষর মনুষ্য ভাষা শ্রেষ্ঠ,ইত্যনুমানে সংস্কৃত ভাষা সর্ব্বোত্তমা এই নিশ্চয়। যেমন দুই এক পণ্ডিতাধিষ্ঠিত দেশ হইতে বহুতর পণ্ডিতাধিষ্ঠীত দেশ উত্তম। অতএব যদ্যপি ভারত বর্ষীয় ভাষার অবান্তর ভেদ নানা প্রকার হউক তথাপি সামান্যত ত্রৈবিধ বলা যায় যেমন গৌড়ী বৈদর্ভী আর মাগধী ইহাতে পূর্ব্ব দেশীয় ভাষা গৌড়ী দাক্ষিণাত্য ভাষা বৈদর্ভী এবং পাশ্চাত্যভাষা মাগধী এই ত্রিবিধ ভাষা শব্দ জাত, তৎসম, দেশ্যরূপ, ত্রিবিধ

ভেদ প্রযুক্ত প্রত্যেকে ত্রিবিধ হয়। সংস্কৃত শব্দস্থ বর্ণ সকলের মধ্যে কোথাও কোন বর্ণের স্থানে আদেশেতে অর্থাৎ একবর্ণ মুছিয়া অন্য বর্ণ করাতে, কোথাওবা আগমেতে অর্থাৎ কোন বর্ণ বিনাশ ব্যতিরেকে অন্য বর্ণের আনাতে কোথাওবা লোপেতে অর্থাৎ কোন বর্ণ মুছিয়া ফেলাতে কোন২ স্থানে আদেশাগম লোপের মধ্যে দুই তিনের করাতে যে শব্দ হয় তাহাকে তজ্জ অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ জন্য করিয়া কহেন তস্মাৎ ভারতবর্ষীয় তাবৎ মাতৃ ভাষার মূল সংস্কৃত ॥

প্র। বুদ্ধি কি পদার্থ।

উ। এক চেতনরূপী পরমেশ্বর এজগতের উৎপত্তির কারণ ঈশ্বর কার্য্যভূত ভৌতিক প্রপঞ্চ মাত্র অচেতন। কারণ ঘট পট কারকাদির চেতনা কার্য্য ঘট পটাদির অচেতনতা ইহা সকল লোকের প্রত্যক্ষানুভব সিদ্ধ আছে। এই দৃষ্টান্তে এজগতের আদিকর্ত্তা পরমেশ্বর চেতন তিনি এক অনেকেশ্বর কল্পনাতে গৌরব ও প্রমাণাভাব তৎ সৃষ্ট যাবজ্জগৎ অচেতন ও অনেক এই নিশ্চয় চিন্মাত্র রূপী পরমেশ্বর অচেতন মাত্রাত্মক পদার্থ সকলের সৃষ্টি করিয়া চিন্তা করিলেন আমি এক অচেতন মদ্ব্যতিরেক কি রূপে মৎ সৃষ্ট অচেতন পদার্থ সকল ব্যাপার যোগ্য হইবেক, চেতনাধিষ্ঠানব্যতিরেকে অচেতন ব্যাপার হয় না, যেমন সারথির অধিষ্ঠানাভাবে রথের গমন ব্যাপারাভাব, এইরূপ চিন্তা করিয়া যদ্যপি স্বসৃষ্ট পদার্থ মাত্রের সমান ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তথাপি লোকতঃ চেতনা চেতন বিভাগ বুদ্ধি ভাবাভাব কৃত যথা চতুর্ব্বিধ

ভূত গ্রাম মধ্যে জরায়ুজ মনুষ্যগবাদি, অণ্ডজ পক্ষী সর্পাদি, স্বেদজ কৃমি দংশ মশকাদি, এই ত্রিবিধ ভূত গ্রাম চেতন, উদ্ভিজ্জ তরু গুল্মলতা শৈলাদি রূপ, একবিধ ভূত গ্রাম অচেতন, এবং চেতন জাতীয় মনুষ্য পশু পক্ষ্যাদি মধ্যে যে উত্তম মধ্যমাধম বিভাগ, সে বুদ্ধির উত্তমত্ব মধ্যমাধমত্ব প্রযুক্ত। অতএব এমংসারে সচেতন সেই যে বুদ্ধিমান, আর অচেতন সেই যে বুদ্ধ্যভাববান॥

প্র। বুদ্ধি কয় প্রকার॥

উ। যদ্যপি চেতন জাতীয়েরদের স্বস্ব প্রকৃতি বৈচিত্র প্রযুক্ত বুদ্ধি বিবিধ প্রকার হয়, তথাপি সামান্যতো দুই প্রকার বুদ্ধি, এক নৈসর্গিকী, আর শাস্ত্রীয়া॥

প্র। নৈসর্গিকী বুদ্ধি কেমন॥

উ। আহার নিদ্রা ভয়াদি মাত্রোপযোগিনী পশু পক্ষ মনুষ্য ভাবজেরি আছে॥

প্র। শাস্ত্রীয়া বুদ্ধি কেমন॥

উ। শাস্ত্রানুশীলন গুরু উপদেশ জনিতা ঐহিক পারত্রিকানুকূল সূক্ষ্ম বিষয়াবধারণক্ষমা——পরন্তু এই শাস্ত্রীয়া বুদ্ধিকে পণ্ডিতেরা তিন প্রকার বর্ণন করেন। প্রথমা তৈলবৎ যেমন তৈলবিন্দু জলের একদেশে স্পর্শ করা মাত্রই তাবদ্দেশ ব্যাপে, অর্থাৎ শাস্ত্রার্থৈকদেশ স্পর্শ করতই যাবদর্থ গ্রহণ করে। দ্বিতীয়া চর্ম্মবৎ যেমন চর্ম্ম সূচ্যাদি করণক যৎ প্রদেশ বিদ্ধ হয় তাবন্মাত্র প্রদেশ সচ্ছিদ্র হয়, অর্থাৎ যাবন্মাত্র শাস্ত্রার্থ করণক সংসৃষ্ট হয়, তাবন্মাত্রার্থ গ্রহণ করে। তৃতীয়, নমদা নামক বস্ত্রবিশেষ বৎ, যেমন নমদাতে সূচ্যাদি

ভিন্ন প্রদেশেতে, সূচ্যাদিতে অভিন্ন প্রদেশের ন্যায় থাকে, অর্থাৎ পঠিত শাস্ত্রার্থ, অপঠিত শাস্ত্রার্থের ন্যায় থাকে ॥

প্র। বৃদ্ধি এবং বিদ্যা উপার্জ্জনের ফল কি ॥

উ। বিদ্যা বৃদ্ধি জন্মিলে মনুষ্যের সভ্যতা ও বিজ্ঞতা বুদ্ধিপ্রযুক্ত ব্যাপারাক্ষম হইয়া উন্নত্যবস্থায় যশস্বী রূপে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ এবং যথার্থ জ্ঞানোৎপত্তি পুরঃসর যোগে নাস্তে শরীর ত্যাগ পর্য্যন্ত করত কৃতার্থ হইতে পারে ॥

প্র। সভ্যতা কাহাকে বলে ॥

উ। সভ্যতাই জগতে বিখ্যাত হইবার মূল, ইহা সদ্বক্তৃতা এবং শিষ্টাচারের দ্বারায় জন্মে, তাহার রীতি স্বাভাবিক রূপে প্রতিবাহ করা কর্ত্তব্য, এবং বক্তা মধ্যে অন্য কথকের কথকতা ভঙ্গকরা, বা কথনের প্রতি মনোযোগাভাব, বৃহৎ গল্প করা, কর্ণে জপ করা, কথোপ কথন কালে শ্রোতার বস্ত্রাঞ্চল ধারণ বা অঙ্গ স্পর্শ করা, এক সভার কথা অন্য সভায় কহা, এবং মুখভঙ্গি করিয়া কথা, পরনিন্দা, ইত্যাদি ত্যাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি স্বীয় বিদ্যা প্রকাশ করিতে পারে, সেই ব্যক্তি সভ্যরূপে বিখ্যাত হইতে পারে ॥

প্র। সদ্বক্তৃতা কি ॥

উ। উত্তম বাক্য প্রয়োগের রীতি শুদ্ধ এবং সুচ্ছন্দে উত্তম ভাষা বিন্যাস জীবদ্দশার তাবৎ কালেই ব্যবহার্য্য এবং অনেক বিষয়ে ইহার প্রয়োজন। কোন ব্যক্তিই সদ্বক্তৃতা ব্যতিরেকে বিখ্যাত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি বক্তৃতা শিক্ষা করিয়াছে এবং কুৎসা রহিত শুদ্ধরূপে বাক্য কহে, তাহার বাক্যদ্বারা লোকদিগকে বিষয়ে

প্রবর্ত্ত করায় এবং আমোদিত রূপে লওয়ায় । প্রকাশিত স্থানে যে ব্যক্তির বাক্য আমোদিত হইয়া লোক মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিবেক তখন বক্তার অত্যন্ত লাভ বোধ হইবেক ॥

প্র । শিষ্টাচারে এবং স্বাভাবিক রূপে প্রতিবাদ সে কেমন ॥

উ । কোন লোকের মনস্থে কিম্বা প্রমাণে যখন বাধা দিতে হয় তখন স্বভাব, বাক্য, এবং স্বর, স্বাভাবিক করা উচিত বিশেষদাম্ভুষ্য না করিয়া এই কহা বিধি যে এ অকিঞ্চনের বোধে এই হয় । আর যথার্থ পক্ষ হইলেও উগ্র স্বভাবে নিষ্পত্তি অপেক্ষা বরং অপারক অঙ্গীকার দ্বারা কথোপকথনের পরিবর্ত্ত করা শ্রেয় ॥

প্র । অন্য কথকের কথা ভঙ্গ কি ॥

উ । সভা মধ্যে আপনি কথা কহিয়া কিম্বা কোন নূতন বিষয় উপস্থিত করিয়া, অন্য কথকের কথা ভঙ্গকরা, লোকের মন্দস্বভাব বলা যায় । উচিত যে কথকের প্রবাদ সাঙ্গ হইলে আপন বক্তৃতা আরম্ভ করে ॥

প্র । কথনের প্রতি মনোযোগাভাব কেমন ॥

উ । যখন এক ব্যক্তি কোন বিষয় নিবেদন করিতেছে তখন যে শ্রোতা অমনস্ক হয়, যথা গবাক্ষ দ্বারা অন্যদিগে দৃষ্টিকরে, অঙ্গুলী দ্বারা নাসিকা খোটে, কেহ নস্যাধার ঘুরায়, অথবা তৃতীয় ব্যক্তিতে এক কথা কহিয়া উঠে, ইত্যাদি কুব্যবহারকে অমনোযোগের চিহ্ন বলি এবং ইহা প্রকাশে বক্তাকে ক্ষুদ্রজ্ঞান করা অথবা তুচ্ছকরা হয় এ ব্যবহার সভোর নিতান্তই ঘৃণীত ॥

প্র । বৃহদ্দুম্পা কি ॥

উ। সভা মধ্যে কিম্বা ভদ্র সমীপে অতি বৃহদ্গল্প, অপ্রস্তুতাভিধান কহা অকর্ত্তব্য, কিন্তু যে গল্প উত্তম এবং ক্ষুদ্র তাহাও অনাবশ্যক বাক্যান্তর ত্যাগ করিয়া কহিবেক যে হেতুক উপস্থিত বাক্য কথনে বৃদ্ধ্যভাব বোধ হয়॥

প্র। কর্ণেজপ কেমন॥

উ। প্রকাশ্য স্থানে কথোপকথন কালীন কোন বহুবাগ্মী ব্যক্তি তদন্য ব্যক্ত্যন্তরের কর্ণে মৃদুস্বরে অথবা চুপে২ বাক্য কহে তাহাতে তদুভয়, বিশেষ বক্তা, প্রায় দুর্ভাগান্বিত হয়, যেহেতুক তদ্বাক্য তাবৎ সভ্যের শ্রবণাগোচর হওয়াতে চাতুরী বোধ হয়॥

প্র। কথোপকথনে বস্ত্রাঞ্চল ধারণ-বা অঙ্গস্পর্শে কি দোষ।

উ। যখন কোন ব্যক্তি তোমার কথোপকথন শ্রবণেচ্ছুক নহে তখন তাহার হস্ত-বা বস্ত্রাঞ্চল ধারণ ইত্যাদি বলপূর্ব্বক ঐ২ সমাভিব্যহারে বাক্যালাপ করা তদপেক্ষা মূক হইয়া থাকা ভাল॥

প্র। এক সভার কথা অন্য সভায় কহা উচিত নহে কেন।

উ। অন্য সভায় শ্রুতবাক্য অপর সভায় কহা ভাল নহে ইহার কারণ এই যে সামান্য বিষয় প্রচার হইলে অনুমানাপেক্ষা মন্দ হইতে পারে গুপ্তবিষয় প্রকাশকারক প্রায় বিভ্রাটগ্রস্ত হইয়া থাকে আশু তাহাদিগকে সামান্য ভাষায় দোঠকা কহে॥

প্র। অঙ্গভঙ্গী কি।

উ। সভা মধ্যে কিম্বা ভদ্র সমীপে অহঙ্কার-বা তাচ্ছল্য-বা অপ্রতিভ অথবা নির্ব্বোধতা প্রযুক্ত ভেংচিয়া অর্থাৎ অঙ্গ-বা

মুখভঙ্গী বা হস্ত পাদাদি কুৎসিত বক্র করিয়া যাহা কহে তাহা লোকের নিকট মন্দরূপেই গ্রাহ্য হয়॥

প্র। বিজ্ঞতা কি॥

উ। যেব্যক্তি গম্ভীর, সত্যবাদী, অচঞ্চল স্বভাব, স্থিরপ্রতিজ্ঞ এবং সাংসারিক জ্ঞানবিশিষ্ট, মিষ্টভাষী, লোভ পরনিন্দা প্রবঞ্চনা রহিত, অতিক্রোধে ধৈর্য্যতা ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট হয় এবং নীতিজ্ঞ যথা, প্রাচীন বন্ধুর পরামর্শ হেলন না করা সাধ্যানুসারে অপমান দর্শন ত্যাগ এবং বিদ্যা সংগোপন ইত্যাদি॥

প্র। গম্ভীরত্ব বিশিষ্ট কিরূপ॥

উ। কিঞ্চিদ্বাহ্য গাম্ভীর্য্যতা লোকদিগের দৃশ্যে এবং কথোপকথনে তীক্ষ্ণবুদ্ধি বুঝায় ও প্রফুল্লতা অন্তর না করিলে সম্ভ্রম হয় যে হেতুক সর্ব্বদা কোমলদৃষ্টি এবং শরীরের চাপল্য হাল্কামির দৃঢ়চিহ্ন হয়॥

প্র। মিথ্যা বাক্য কিরূপ॥

উ। মিথ্যা বাক্যের তুল্য দোষী ও অধম এবং উপহাস যোগ্য বস্তু আর কিছুই নাই। দ্বেষ ও ভয় কিম্বা অহঙ্কার এই তিন হইতে ইহার উৎপত্তি এবং এই তিন বিষয়ের প্রত্যেকই লোকদিগের সচরাচর ভদ্রাভিপ্রায় নষ্ট করে কারণ মিথ্যা বাক্য অবিলম্বে কিম্বা বিলম্বে প্রকাশ হয়। যদ্যপি আমরা কোন ব্যক্তির ধন কিম্বা চরিত্রের প্রতি দ্বেষ করিয়া মিথ্যাবাক্য কহি তবে আমরা কিঞ্চিৎ কাল পর্য্যন্ত তাহার হানি করিতে পারি কিন্তু অবশেষে প্রকাশ পায় এবং তাহাতে আমাদিগকে বাহুল্যরূপে

ভোগ করিতে হয় যে হেতুক ঐ মিথ্যাবাদী ব্যক্তি সকল আত্ম লাভ ব্যতিরেকেও যে সকল কথা কহে তাহা সত্য হইলেও লোকের অবিশ্বাসনীয় হয়। আমরা কুকর্ম্ম গোপন করিবার আশয়ে অথবা ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে ও লজ্জা মোচনার্থে যদি মিথ্যাকথা কহি তাহাতে আমারদিগের লজ্জা মোচন না হইয়া বরঞ্চ আরো অধিক উৎপত্তি হয় এবং তদ্দোষে আমরা নিতান্তই নীচলোকের ন্যায় হই। আমারদিগের উচিত যে যদ্যপিস্যাৎ দুরদৃষ্ট ক্রমে কুকর্ম্মী হই তাহা অকপট রূপে স্বীকার করিলে মান্য হইতে পারি। কতগুলিন অবোধ আরো এক প্রকার মিথ্যা কহিয়া থাকে সে এই যে অতি অসম্ভব যাহা হইতে পারে না এমত অদ্ভুত ব্যাপার মিথ্যা গল্পকরে এবং সাক্ষাৎ দেখিয়াছি কহে মনে করে যে তাহাতে গৌরবান্বিত হইবেক কিন্তু ভদ্র সমাজে তাহারা হাস্যাস্পদ ও ঘৃণার যোগ্য ব্যতিরেক আর কিছু হয় না। বিজ্ঞ ব্যক্তি সকল যদি কোন অবিশ্বাসনীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার যথার্থ দর্শন করে তথাপি তাহা গোপন করিয়া থাকে কারণ এরূপেও লোকের নিকট অবিশ্বাসনীয় হইতে পারে। মিথ্যা-ভাসীর শাস্ত্রে মরণান্তর প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ উৎকট পাপ জন্মে কেবল ইহাই নহে বরং ইহলোকেও মানের হানি এবং লাভের অল্পতা হয়॥

প্র। অচঞ্চল স্বভাব কেমন॥

উ। কোন বিষয় সাঙ্গ করিতে যদি অন্তঃকরণে শীঘ্রতা উপস্থিত হয় তবে ভদ্রেরা অনেক অবিবেচিত ক্রীড়া ও মন্দবাক্য

অপেক্ষায় যখন ঐ রিপুতে পতিত হইবা তখন যে পর্য্যন্ত শান্ত বুদ্ধি না উদয় হয় বরং সে পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ থাকা ভাল যেহেতুক অসভ্য ব্যক্তিরা শীঘ্রতার জন্যে যেমন চিহ্ন প্রকাশ করিয়া থাকে তাহাতে কোন কার্য্য উত্তম না হইয়া বরং বিপরীত হয়॥

প্র। সাংসারিক জ্ঞান কাহাকে বলে॥

উ। বালক কালে বহুবিধ জ্ঞান সঞ্চয় করা উচিত যদ্যপিও ঐ কালে বহুবিধ জ্ঞানের প্রয়োজনাভাব তথাচ পর সময়ে বিষয় রক্ষার্থে প্রয়োজন হইবেক আর কেবল পুস্তক দ্বারা শিক্ষা করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে সর্ব্বদা তাহার ব্যবহার দ্বারা পরীক্ষা করা উচিত॥

প্র। অপমান দমন কথার অর্থ কি।

উ। যদি কোন ব্যক্তি অকপট রূপে অপমান করে নমস্ত করিয়া ভর্ৎসনা করে তাহাকে তাড়না করা উচিত কিন্তু যদ্যপি কলঙ্কনা দ্বারা নিগূঢ় করে তবে তাহার দাদ তুলিবার নিমিত্ত বক্র ব্যবহার সতর্কতা দর্শাইয়া সময় পাইলে তাহাকে অধিক প্রত্যর্পণ করিবেক সেই প্রত্যর্পিত বিষয়কে বিশ্বাসঘাতকতা কিম্বা কাপট্য বলা যায় না॥

প্র। বিদ্যা সংগোপন কি॥

উ। প্রয়োজন ব্যতিরেকে অনর্থক বিদ্যা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে যেহেতু তাহাতে সমভিব্যাহারী হইতে আপনি অধিক বিদ্বান এমত বোধ করানো হয় এবং যে লোক সর্ব্বদা আত্মবিদ্যা প্রকাশ করে তাহাকে সকলেই পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করে তৎকালে যদি অপ

রিপক্ব উত্তর হয় তবে সে ব্যক্তি হাস্যাস্পদের মধ্যে এবং ঘৃণীত হয়, যাহার যথার্থ গুণ আছে তাহা স্বয়ং প্রকাশ হয় গর্ব্ব করিলেই খর্ব্ব হয়॥

প্র। কর্ম্মক্ষমতা কি॥

উ। তত্তদ্বিষয়ে মনোযোগ বৃথা কালক্ষেপ না করা বিজ্ঞব্যক্তি যেমন অনর্থক মুদ্রা ব্যয় করেন না তদ্রূপ অনর্থক সময় ব্যয় ও করেন না সর্ব্বদা আলস্য ত্যাগী হইবেক অসমাপ্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সাংঘাতিক প্রয়োজন ব্যতিরেকে কর্ম্মান্তরের আলোচনা করিবেক না স্ত্রীলোককে গুহ্যকথা কহিবেক না বিষয়কর্ম্মের কথা শ্রবণকালে বক্তার মুখ সন্দর্শন করিয়া ভাব বিবেচনা করিবেক আর কোন ব্যক্তি যে বিষয় অতি প্রকাশ্য এবং একবার কথিত হইলে বিশ্বাস করা যায় তাহা যদি বক্তা দেব্তাপূর্ব্বক শপথ করিয়া কহে তবে তাহা দৃঢ়তররূপে জানিবা যে সে তাবৎ মিথ্যা ইত্যাদি॥

প্র। কিরূপে মনুষ্য উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে॥

উ। উত্তম সঙ্গ, মহতাশ্রয়, পরিমিত ব্যয় এবং দেওপ্রাপ্য বিষয়ে অকপট॥

প্র। উত্তম সঙ্গ কাহাকে বল॥

উ। যুবা ব্যক্তিরা স্বভাবতঃ সরলতাযুক্ত হেতুক তাহারা শঠ ও চতুরের হস্তে পতিত হয়েন এবং তাহারা উক্ত প্রবঞ্চক উন্মত্তের বাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে পরম বন্ধু জ্ঞানকরত অতি বিশ্বাস পাত্র বোধে আপনার সর্ব্বনাশ করেন। এতত বিবেচনা

করা কর্ত্তব্য নহে যে দৃষ্ট মাত্রেই এবং অল্প পরিচয়ে কোনো ব্যক্তির সহিত আত্মীয়তা হয়। প্রথমাবস্থায় উত্তম সমভিব্যাহারে উত্তমতা প্রাপ্তির প্রতীচ্ছা হয়। যাহারদের উত্তম কুলে জন্ম ও শ্রেষ্ঠপদ এবং সদাচরণ তাহারা যদ্যপি সমগুণরূপে আঢ্য না হয় তথাপি প্রধানরূপে উত্তম সমভিব্যাহারী হয়। যে উচ্চকুলে জন্মে নাই এবং উচ্চ পদস্থ নহে কিন্তু বিশেষ কোন বিদ্যাতে খ্যাত হয় সেও এক প্রকার সঙ্গীরূপে গৃহীত হয় কিন্তু সদ্বংশ কিম্বা অসদ্বংশজাত যদি বিদ্যাহীন হয় অথবা নীচ পদাভিষিক্ত এবং ব্যবহার নীচ এমত সঙ্গ সর্ব্বদাই ত্যাজ্য হয়॥

প্র। পরিমিত ব্যয় কেমন॥

উ। যদি অল্প ধন থাকে এবং সাবধান ও রীতানুসারে ব্যয় করে তথাপি তাহার আবশ্যক ব্যয় সুসিদ্ধ হয় কিন্তু সাবধানও ধার্য্য ব্যতিরেকে অনেক ধনেও আবশ্যক ব্যয় সম্পন্ন হয় না। বিবেচক ব্যক্তি স্বীয় সম্ভ্রম রক্ষার্থে ও লভ্যের নিমিত্তে যে ধন ব্যয় করেন তদপেক্ষা কোন নির্ব্বোধ অধিক ব্যয় করে কিন্তু তাহাতেও তাহার তদ্রূপ সম্ভ্রম কিম্বা লভ্য হয় না। নির্ব্বোধ ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয় করে এবং প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয় করে না॥

প্র। কোন কারণ দ্বারা লোক যশস্বী হইতে পারে॥

উ। দান, পরোপকার, সাধ্যপক্ষে বাদানুবাদ ত্যাগ, আপনার মন বুঝিয়া পরের মনোরঞ্জন, কলঙ্কে ভয়, যখন যে সঙ্গে থাকে তাহার তৎসঙ্গে মিতবাক্য, সর্ব্বদা লোক সমভিব্যাহারে অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক কথা, উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলে শীলতাপূর্ব্বক

আজ্ঞা, সঙ্গের রীতি গ্রহণ, এবং যাচ্ঞা সুনীতিপূর্ব্বক করিবেক ॥

প্র। সাধ্যপক্ষে বাদানুবাদ ত্যাগ কিরূপ।

উ। মিশ্রিত সমভিব্যাহারে বিবাদুপস্থিত হইলে কিঞ্চিৎকাল স্থির হইয়া ঐ প্রচণ্ড গোলযোগ সুন্দর ব্যঙ্গ দ্বারা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিবেক ॥

প্র। আপনার মন বুঝিয়া পরের মনোরঞ্জন কেমন ॥

উ। মনুষ্যের প্রকৃতি যদিস্যাৎ স্বতন্ত্র২ হউক তথাপি চালনা করিবার পথ এবং রিপুর স্বভাব এক অতএব বিবেচনা কর্ত্তব্য যে যেহ বিষয়ে আপনার অন্তঃকরণ লয় কিম্বা ঘৃণা জন্মায় বা বিরক্ত করে অথবা আহ্লাদ জন্মায় তদ্রূপ অন্য ব্যক্তিতেও ফল দায়ক হইবেক। যখন কোন ব্যক্তি আপনার জ্ঞানের কিম্বা উচ্চপদের গরিমা জানায় এবং তৎকালে তোমার নীচতা দর্শন করায় আর তদপেক্ষা বাস্তবিক তুমি প্রধান হও তথাপি উক্ত অন্যায় বাক্যে মুগ্ধ হইয়া আপনা আপনি অহঙ্কার প্রকাশ করিবা না ॥

প্র। উচ্চপদ হইলে কিরূপে শীলতা পূর্ব্বক আজ্ঞা করিবেক।

উ। প্রধান ব্যক্তি প্রতি উচ্চ পদস্থ সুশীলতা পূর্ব্বক আজ্ঞা করিলে আজ্ঞা প্রতিপালন সে আহ্লাদিত হইয়া করে আর সেই আজ্ঞা অসভ্যতা রূপে করিলে তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন না করিয়া বরং মৌখিক মাত্র হয় অধিকন্তু পরক্ষে বিরাগ প্রধান ব্যক্তি সর্ব্বদা বিবেচনা করিবেক সকল জীব সমান উচ্চপদ বর্গ ক্রমে ঈশ্বরদত্ত সুশীলতা ব্যবহার করিলে অধীন ব্যক্তি সকল

আহ্লাদ পূর্ব্বক স্বীয়২ নীচতা স্বীকার করিবে।।

প্র। সঙ্গের রীতিগ্রহণ কি।।

উ। যখন কোন যুবা নূতন সঙ্গ করেন তখন তাহার অনুরূপ করণে দৃঢ় মনস্থ করেন কিন্তু অনুরূপ করণাভিপ্রায় উত্তম পক্ষ সর্ব্বদাই বিস্মৃত হইয়া যুক্তি বিরুদ্ধ নিন্দনীয় ভাগ গ্রহণ করত অনুগামী হইয়া থাকেন। যেমন এইক্ষণকার হিন্দু বালকেরা ইংলণ্ডীয়দিগের সঙ্গ হইলে তজ্জাতীয় উত্তম যে স্থির প্রতিজ্ঞতা, সৌবাবীর্য্যত, নানা প্রকার বিদ্যানুশীলনতা এবং সত্যবাদিতা গুণ তাহা প্রায়ই বিস্মৃত হইয়া কেবল তাহাদিগের কদাচার নিন্দ্যতা এবং উজ্জ্বল পরিচ্ছদ এবং উজ্জ্বলাধারে মদ্যমাংস পান ভোজনাদি অনুরূপ করণে মনকে আকৃষ্ট করেন।।

প্র। যথার্থ জ্ঞান কি।।

উ। যথা শাস্ত্র বাল্যকালে বিদ্যোপার্জ্জনাবধি যথার্থরূপে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ পর্য্যন্ত ক্রমে সৎকর্ম্ম দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করত যাবৎ মিথ্যা স্বোপাধি জ্ঞানে বাধিত তাবৎ পর্য্যন্ত ফলত্যাগী হইয়া বৈধকর্ম্ম করত চিত্তশুদ্ধি দ্বারা যখন করতল স্থিত আমলকী ফলে যেমন নিশ্চয় তাহার ন্যায় পরমাত্মার সত্তাতে বিশ্বাস দ্বারা কৃতার্থ হইয়া শমদমাদি সাধনে তৎপর এবং দয়া ও শরলতা, ক্ষমা, সত্য, সন্তোষ ইত্যাদি গুণ বিশিষ্ট ও মাৎসর্য্য, দ্বেষ, মোহ, ইত্যাদি রহিত তখন সে স্বভাব অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত ভূতকে আত্মাতে দেখে অর্থাৎ আত্মা হইতে ভিন্ন কোন

বস্তু দেখে না এবম্বিধায় জীবকে ব্রহ্মার্পণ করিয়া প্রপঞ্চ শরীর স্বত্বেও জীবন্মুক্ত ॥

প্র। এপ্রকার কি উপায় দ্বারা হইতে পারে ॥

উ। ধার্ম্মিক হও ॥

প্র। ধর্ম্ম কি ॥

উ। সর্ব্ব সাধারণে মূল ঈশ্বরোস্তি এবং বেদ প্রণীত কর্ম্ম যাজন করত শনৈঃশনৈ পরম ব্রহ্মের অনুসন্ধান ॥

প্র। পরমব্রহ্ম কি ॥

উ। এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি নাশ যাঁহা হৈতে হয় পরমব্রহ্ম পদ বাচ্য তিনি ॥

প্র। পরমব্রহ্ম তিনি কোথা আছেন ॥

উ। তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সমান রূপে জগদ্ব্যাপিয়া আছেন ॥

প্র। তবে তাহাকে দেখা যায় না ইহার কারণ কি ॥

উ। পঞ্চ ভূতাত্মক দেহ ঘটিত কোনো ইন্দ্রিয় বিষয় তিনি নহেন ॥

প্র। পঞ্চভূত কি ॥

উ। পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ এই পাঁচ তত্ত্বে জগৎ আছে এই পঞ্চ তত্ত্বাতীত তত্ত্ব তিনি ॥

প্র। তাঁহার আকার কি আর নাম কি ॥

উ। নাম রূপ নাই নিরাকার নিরঞ্জন জগতের সত্ত্বা মাত্র আছেন এই লক্ষ্য ॥

প্র। ইন্দ্রিয় কাহাকে বলে ॥

উ। চক্ষু কর্ণ নাসিকা ত্বচ ইত্যাদি এবং ইহারদিগের অধিষ্ঠাতা এবং মন ॥

প্র। তুমি বলিতেছ ঈশ্বরের নাম নাই রূপ নাই মনোবুদ্ধির অগোচর অথচ আছেন একি বড় আশ্চর্য্য কথা হইল ঈশ্বর নাই বলিলেই কোন কথা থাকে না ॥

উ। এমত বাক্য নাই যে ঈশ্বরের যথার্থ পদ বর্ণন করা যায় কিন্তু কারণ ব্যতিরেক কার্য্যোৎপত্তি নাই এই জগৎ সিদ্ধান্তে তিনি আছেন ইহার সন্দেহ নাই পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনেকানেক মহা পণ্ডিত এবিষয়ের তর্কবিতর্ক করিয়াছেন তাহার বিচার ন্যায়াদি দর্শন শাস্ত্রে দেখিতে পাইবা সে সমস্ত বিচার এক্ষুদ্রগ্রন্থ শিশু বোধের নিমিত্ত রচিত হইল ইহাতে লিখিত নহে পরন্তু এক স্থূল কথা তোমাকে কহি তাহাই শ্রবণ করহ ॥

প্র। আজ্ঞা করুন ॥

উ। যে ব্যক্তি কহে ঈশ্বর নাই এবং আমি বড় বিজ্ঞ সত্য কথা কহিয়া থাকি প্রবঞ্চনা করি না সে ব্যক্তি অতিধূর্ত্ত যে হেতুক যাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই সুতরাং তাহার কোন ধর্ম্মই থাকিল না মরণের পর কুকর্ম্মের দণ্ড হইবেক একথা গ্রাহ্য করে না তাহাকে কোন বিষয় বিশ্বাস করা হয় না এবং রাজকর্ম্ম যোগ্য সে নহে ভদ্রসমীপে সে নিতান্তই অগ্রাহ্য এবং নীচ অথবা পশু বৎ বলা যায় ॥

প্র। নাস্তিক রাজকর্ম্মের যোগ্য নহে কেন ॥

উ। রাজকর্ম্ম কারক প্রবর্ত্তকালে হিন্দু সুকৃতিপত্র মোসলমান

কোরাণ খ্রীষ্টিয়ান বাইবেল ইত্যাদি দ্বারা শপথ করিয়া কহে আমি তাবৎ যথার্থ করিব অন্যথা করি মরণের পর নরকগামী হইব, যে মরণের পর স্বর্গ নরক মানে না তাহার অযথার্থ করিতে ভয় কি ॥

প্র। নাস্তিক পশুবৎ কেন ॥

উ। পশুদের ঈশ্বর বোধ নাই কর্ম্মাকর্ম্ম পাপ পুণ্য বোধ নাই কেবল তাহারা আহার নিদ্রা মৈথুনাভিমর্শ।

প্র। পশু অপেক্ষা অপেক্ষাতো নাস্তিক মনুষ্য সকলকে বুদ্ধিমান দেখা যায় ॥

উ। সে ব্যবসায়াত্মিকা অথবা নৈসর্গিক বুদ্ধি তাহাতে ফল কেবল আহারীয়াহরণ হয় মাত্র, পশু পক্ষীরাও আহার আহরণ আবাসস্থান নির্ম্মাণ আপন সন্তান, স্ত্রী, শরীর, রক্ষা যুদ্ধ বিক্রম সকলি এক প্রকার নির্ব্বাহ করিয়া থাকে ॥

প্র। মরণের পর স্বর্গ নরক কি ॥

উ। মরণ হইলে শরীর মাত্র ধ্বংস হয় জীবের ধ্বংস নাই সে জীব অন্য দেহ ধারণ করিয়া পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মানুযায়ী সুখ দুঃখ ভোগ পর জন্মে করে ॥

প্র। কোন কারণে মরণের পর সুখ দুঃখ ভোগ হয় ॥

উ। সৎকর্ম্ম করিলে মরণান্তে অথবা জন্মান্তরে সুখ ভোগ অসৎকর্ম্ম করিলে কষ্ট হয় ইহাতে সন্দেহ নাই ॥

প্র। অসৎকর্ম্ম কি ॥

উ। মিথ্যাবাক্য কথন, পরধন হরণ এবং পরস্ত্রীহরণ, আত্ম

হিংসা, প্রবঞ্চনা, ঈশ্বরকে মিথ্যা বলা ইত্যাদি স্বীয়২ ধর্ম্মের অননুষ্ঠান এবং তত্তুৎ কর্ম্ম ।।

প্র। সৎকর্ম্ম কি ।।

উ। দান পরোপকার সত্যকথা দেবার্চ্চনা ইত্যাদি স্বীয়২ ধর্ম্মের ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা বিধি আছে তত্তুৎ কর্ম্মই সৎকর্ম্ম ।।

প্র। আমারদিগের শাস্ত্র কত ।।

উ। চারি বেদ, অষ্টাদশ পুরাণ, ছয়দর্শন, স্মৃতি, তন্ত্র, জ্যোতিষ।

প্র। চারি বেদের নাম কি ।।

উ। সাম যজু ঋক্ অথর্ব্ব ।।

প্র। অষ্টাদশ পুরাণের নাম কি ।।

উ। ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণব শৈব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, বারাহ, স্কান্দ, বামন, কূর্ম্ম, মাৎস্য, গারুড়, ব্রহ্মাণ্ড, এতদ্ভিন্ন উপপুরাণ নরসিংহ, নন্দি, আদিত্য, কালিকা, দেবী, ইত্যাদি ।।

প্র। ছয় দর্শনের নাম কি ।।

উ। ন্যায় মিমাংসা পাতঞ্জল বৈশেষী সংখ্য বেদান্ত ।।

প্র। বেদ কি ।।

উ। বেদ সকলের মূল তাহা হইতে ঋষি কর্তৃক ধর্ম্মশাস্ত্রাদি নানা শাস্ত্র হইয়াছে ।।

প্র। পুরাণ কি ।।

উ। প্রাচীন রাজার দিগের উপাখ্যান, নীতিকথা, জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ড এবং অবতারের কথা ইত্যাদি যাহাতে গ্রন্থিত করা

থাকে তাহারাখ্যা পুরাণ ॥

প্র। দর্শন কি ॥

উ। ব্রহ্ম নিরূপণ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তত্ত্বতত্ত্ব বিচার এবং গূঢ় বিষয়ে চনায় মনোনায়ক যাহাতে অস্মদাদির জ্ঞান বৈষম্য অনায়াসে ব্যক্ত করে॥

প্র। স্মৃতি কি ॥

উ। ধর্ম্মশাস্ত্র বেদমূলক ঋষি কর্ত্তৃক দেশ কাল পাত্রানুসারে সদসৎকর্ম্মের নিয়ম সেই নিয়মানুসারে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয় ॥

প্র। তন্ত্র কি ॥

উ। গুহ্যশাস্ত্র সাকার দেবার্চ্চনা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় ॥

প্র। ব্রহ্মজ্ঞান কি ॥

উ। অতি কঠিন বিধি নিষেধাতীত বেদ বেদান্ত তন্ত্র ইত্যাদি শাস্ত্রানুশীলন এবং দেবার্চ্চনা করিতে করিতে ঈশ্বরের কৃপা হয়তো সদ্গুরু আশ্রয় হইবেক তাহাতে যদি ব্রহ্মজ্ঞান হয়তো হইতে পারে ॥

প্র। সদ্গুরু কি ॥

উ। গুরু শব্দ ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য গুরু উপদেশ ভিন্ন কিছুই হয় না সদ্গুরু হইলে জ্ঞানোপদেশ করান ॥

প্র। দেবার্চ্চনা এবং ব্রহ্মজ্ঞান কি পৃথক ॥

উ। অবশ্য সাকার দেবার্চ্চনা প্রথম তাহা সকাম করিলে স্বর্গ ভোগাদি হয় নিষ্কাম করিলে চিত্তশুদ্ধির প্রতিকারণ তাহাতে

জ্ঞানোৎপত্তি হয়॥

প্র। সাংসারিক নিত্যনৈমিত্য শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম সকল কি॥

উ। সাংসারিক নিত্যনৈমিত্য শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম যে সকল আছে তাহা তাবৎ দেবার্চ্চনার মধ্যে প্রকারান্তর মাত্র সকাম করিলে মরণান্তে স্বর্গ নিষ্কাম করিলে চিত্তশুদ্ধির প্রতিকারণ॥

প্র। নিত্যনৈমিত্য ক্রিয়া এবং দেবার্চ্চনা করিলে পর জন্মে সুখভোগ হইবেক ফল বুঝা গেল ব্রহ্মজ্ঞান হইলে কি হইবেক॥

উ। সদসৎ কর্ম্মের ফলভোগ থাকিলে জন্ম পরিগ্রহের সম্ভাবনা দেহ ধারণে দুঃখ আছে এবং সাংসারিক সুখ সে দুঃখ মিশ্রিত ব্রহ্মজ্ঞান হইলে আর জন্ম হয় না নিত্য সুখ প্রাপ্ত হয়।

প্র। জ্যোতিষ শাস্ত্র কি॥

উ। খগোল বৃত্তান্ত চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র ইত্যাদি তিথি নক্ষত্র গণনা।

প্র। পৃথিবীর তাবদ্ব্যাপার কি গণনা দ্বারা নির্ণয় হয়॥

উ। অবিতর্কমিদং জগৎ স্থির কোন মতেই কেহ করিতে পারিবেক না স্থূল অনুমান মাত্র তাহাও বহুকাল পরে লক্ষণের ব্যত্যয় হয়॥

প্র। পৃথিবী কি॥

উ। মৃত্তিকা এবং জল ঘটিত বর্ত্তুলাকার। ইউরোপীয়েরা উত্তর দক্ষিণকেন্দ্রে কিছু চাপা যেমন বাতাবি লেবুর আকার কহেন

প্র। পৃথিবী কি সংযোগে এবং কিসের উপর আছে॥

উ। সংযোগ পরমেশ্বর তাঁহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম অনন্তদেব এবং আকার সর্পের ন্যায় কল্পনা, ফলকথা শূন্য মধ্যেই

আছে ॥

প্র। পৃথিবী কি সর্ব্বতোভাবে স্থির আছে ॥

উ। সংস্কৃত জ্যোতিষ মতে পৃথিবী স্থির আছে অন্যান্য গ্রহ এবং তারা সমস্ত এই পৃথিবীকে বেষ্টন করিতেছে। মতান্তরে অন্যান্য গ্রহগণের ন্যায় পৃথিবীও ঘূর্ণায়মান। কিন্তু উভয় মতের গণনায় শেষফল অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি এবং গ্রহ ও নক্ষত্রের গতি স্থিতি ভ্রমনা হইলে প্রায় সমান দৃষ্ট হইতেছে যে স্থানে অবশ্য ভ্রম হইবেক সে স্থানে উভয়ের ভ্রম হইতেছে ॥

প্র। সূর্য্য কি ॥

উ। অসীম জ্যোতি গোলাকৃতি যাহার কিরণ এই ব্রহ্মাণ্ডের জগতের চক্ষুঃস্বরূপ এবং উত্তাপের জনক তার সূর্য্য পৃথিবী হইতে বৃহৎ এবং অতিদূরে আছেন ॥

প্র। প্রত্যহ উদয় অস্তের কারণ কি ॥

উ। এই পৃথিবীকে বেষ্টন করিতেছেন যৎকালে যে দিগে উদয় হয়েন তৎকালে সেই দিগে দিবা হয় ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কহেন পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ একবৎসরে করেন এবং প্রতি দিন স্বয়ং ঘূর্ণায়মান যেমন গাড়ী. গোল এক বাটী একবার বেষ্টন করিতে চাকা অনেকবার ঘোরে ॥

প্র। ছোট বড় দিবার কারণ কি ॥

উ। সূর্য্য গমনের নিয়ম আছে অর্থাৎ জ্যোতিষ শাস্ত্রে ইহার দ্বাদশ রেখা এবং সেই রেখান্তগত গমনশীল সূর্য্যকে রাশিভুক্ত

বর্ণনা এবং রাশির নাম রূপ ও দ্বাদশ রাশিতে দ্বাদশ মাস কথিত আছে ।।

প্র। দ্বাদশ রাশির নাম কি ।।

উ। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন ।।

প্র। দ্বাদশ মাসের নাম কি ।।

উ। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র আশ্বিন, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুণ, চৈত্র ।।

প্র। বৎসরের মধ্যে দিবা রাত্রি সমান কোন দিনে হয় এবং কিরূপে হয় এবং উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ণ কি ।।

উ। রাশিচক্র ও পৃথিবীর মধ্যে রেখা যে স্থলে সমসূত্রপাতে মিলন হয় সেই স্থলকে ক্রান্তিপাৎ কহেন সেই ক্রান্তিপাৎ স্থলে উত্তর দক্ষিণে এক রেখা কল্পনা করিয়া ঐ রেখাকে বিষুবরেখা কহেন সেই বিষুবরেখা ক্রমে পশ্চিমে গমন করত রাশিচক্রের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে ইহা আর্য্যভট্ট কহেন কিন্তু সূর্য্য সিদ্ধান্তকার এবং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য কহেন যে নক্ষত্র চক্র ক্রমে সপ্তবিংশতি অংশ পূর্ব্বদিকে পরে ক্রমে সপ্তবিংশতি অংশ পশ্চিমদিকে এই চতুঃপঞ্চাশৎ অংশ দোদুল্যমান মাত্র হয় শেষোক্তমতে যে স্থলে মেষ রাশির প্রথমাংশ সেই স্থলে ক্রান্তিপাৎ অর্থাৎ বিষুবরেখা হয় সম্বৎসর মধ্যে যে দুই দিন সূর্য্য ঐ রেখায় থাকেন সেই দুই দিন দিবা রাত্রিমান সমান হয় ঐ রেখা ৬৬ বৎসর ৮ মাসে একং অংশ সরে তৎপ্রযুক্ত দিবা রাত্রি মানের ব্যত্যয়

হয় ঐ রেখা পূর্ব্বদিকে যত অংশ সরে মেষ সংক্রান্তির ততো- দিন পরে আর পশ্চিমদিকে যত অংশ সরে ঐ সংক্রান্তির ততঃ দিন পূর্ব্বে দিবা রাত্রি সমান হয় এক্ষণে বিষুবরেখা পশ্চিমে ২০ অংশ ৫ কলা ৬ বিকলা সরাতে উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের ৬ অংশ ৩৪ কলা ৫৪ বিকলা আছে অতএব চৈত্র মাসের এবং আশ্বিন মাসের ১০ দশ দিবসে দিবা রাত্রিমান সমান হইতেছে এবং পৌষের ১০ দশ দিনে উত্তরায়ণ এবং আষাঢ়ের ১০ দিনে দক্ষিণায়ণ আরম্ভ হইতেছে ১৩৩৬ বৎসর পূর্ব্ব বৈশাখের ও কার্ত্তিকের প্রথম দিবসে দিবা রাত্রি মান সমান হইত এবং মাঘের ও শ্রাবণের প্রথম দিবসে অয়ন পরিবর্ত্ত হইত এই বিষুবরেখার এক এক অংশ সরাতে অয়ন পরিবর্ত্তের অন্যথা হয় এই হেতু ইহাকে অয়নাংশ কহা যায়।।

প্র। চন্দ্র কি।।

উ। কোন বিশেষ দ্রব্য এবং জলে ঘটিত এবং এই পৃথিবীর ন্যায় অন্য এক পৃথিবী যাহাকে চন্দ্রলোক বলিয়া কল্পনা করে এবং তিনিও এই পৃথিবীকে বেষ্টন করিতেছেন।।

প্র। চন্দ্র ক্বচিত দর্শন আর ক্বচিত কিঞ্চিৎ দর্শন এবং ক্বচিত অদর্শন হয় ইহার কারণ কি।।

উ। চন্দ্র মণ্ডলের একপার্শ্বেই কেবল পৃথিবী হইতে দর্শন হয় সেই পার্শ্ব অমাবস্যার শেষে চন্দ্র সূর্য্যের সম সূত্রপাতে স্থিতি কালীন সূর্য্যের বিপরীত দিগে থাকাতে জ্যোতি হীন হওয়াতে অপ্রকাশ থাকে পরে চন্দ্রের গোলাকার পথে ভ্রমণ বশতঃক্রমে

সূর্য্যের সম্মুখ হইয়া সূর্য্য কিরণে অল্পাংশ প্রকাশ পায় পূর্ণিমাতে সূর্য্যের দিকে সেই পার্শ্ব সম্পূর্ণ থাকে অতএব সমুদায় দেদীপ্যমান হয় বাস্তবিক সূর্য্য হইতে যত অংশ অন্তরে চন্দ্র থাকেন চন্দ্রমণ্ডলের দৃশ্য পার্শ্বের তত অংশ দীপ্ত হয় কিন্তু কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর শেষাবধি শুক্ল প্রতিপদের শেষ পর্য্যন্ত চন্দ্রের অত্যান্তিক সূর্য্য সান্নিধ্য প্রযুক্ত সূর্য্যকিরণে জ্যোৎস্না আচ্ছন্ন হয়।

প্র। নক্ষত্র সমস্ত কি ॥

উ। তাবত পৃথক্ পৃথক্ ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ এই পৃথিবীর ন্যায় স্থির এবং আকার বিশেষ পৃথিবী। ইহাকে নক্ষত্রলোক কহে শূন্যপথে উচ্চ নীচ নানা স্থানে রেখা দ্বারা এই পৃথিবীকে বেষ্টন করিতেছেন কতগুলি স্থির আছেন তন্মধ্যে কতগুলিকে জ্যোতিষ চক্রে গ্রহ এবং নক্ষত্র শব্দে নাম রূপ বিশেষ করিয়া গণনার নিমিত্ত বর্ণনা করিয়াছেন ॥

প্র। গণনার নিমিত্ত কয় গ্রহ এবং তাহারদিগের নাম কি ॥

উ। রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু, এই নয় নামে নবগ্রহ ॥

প্র। গণনার নিমিত্ত নক্ষত্র কয় এবং তাহারদিগের নাম কি।

উ। অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভীষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী এই সপ্তবিংশতি নামে সপ্তবিংশতি নক্ষত্র খ্যাত ॥

প্র। নক্ষত্র দিগেরকি ভ্রমণের নিয়ম চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় আছে।

উ। অবশ্য তন্মধ্যে যাহা নির্ণীত হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ বিশেষ কহি, পৃথিবীর সর্ব্বোত্তর ভাগে সুমেরু তাহার উপর অতিউচ্চ আকাশে এক তারা এবং সর্ব্ব দক্ষিণে কুমেরু তাহার উপর অতিউচ্চ আকাশে এক তারা আছে এই দুই তারা প্রায় অচল বোধ হয় অতএব ইহাদিগকে ধ্রুবতারা কহেন এই দুই তারাকে পৃথিবীর মধ্যভাগস্থ ব্যক্তিরা উচ্চস্থান হইতে দেখিতে পায়েন কিন্তু এতদ্দেশ হইতে উত্তর ধ্রুবতারা মাত্র দেখা যায় এই দুই তারার মধ্যস্থলে কদম্ব কুসুমাকৃতি পৃথিবী তাহার উপর আকাশে চন্দ্রের পথ তাহার উপর বুধের তাহার উপর ক্রমে শুক্র সূর্য্য মঙ্গল বৃহস্পতি শনির পথ হয় ঐ সকল পথকে ঐ গ্রহ দিগের কক্ষা কহেন সকল গ্রহকক্ষার উপর নক্ষত্রচক্র আছে ঐ নক্ষত্র চক্রে যে স্থলে অশ্বিনী নক্ষত্র সেই অবধি পূর্ব্বদিকে কিঞ্চিৎ২ উত্তরাংশে পাদোন সাত নক্ষত্র আছে তাহার পর চিত্রার্দ্ধ পর্য্যন্ত পাদোন সাত নক্ষত্র ঐ পূর্ব্বোক্ত পাদোন সাত নক্ষত্রের পূর্ব্বদিকে কিঞ্চিৎ২ দক্ষিণাংশে আছে চিত্রার শেষার্দ্ধা বধি উত্তরাষাঢ়ার একপাদ পর্য্যন্ত পাদোন সাত নক্ষত্র ঐ চিত্রা অবধি ক্রমে কিঞ্চিৎ২ দক্ষিণাংশে আছে পরে রেবতী পর্য্যন্ত পাদোন সাত নক্ষত্র পূর্ব্বদিকে ক্রমে কিঞ্চিৎ২ উত্তরাংশে আছে এইরূপে সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে ঐ নক্ষত্র চক্র ব্যাপ্ত হয় ঐ নক্ষত্র দিগের ২।০ পাদে এক রাশি কল্পনা করিয়া দ্বাদশ রাশিতে ঐ নক্ষত্র চক্রকে বিভাগ করিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত নক্ষত্র চক্রকে রাশি

চক্র কহা যায় এবং সকল গ্রহকক্ষা সহিত নক্ষত্র চক্রকে জ্যোতিষ চক্র কহা যায় জ্যোতিষ চক্রে যে স্থানে যে রাশি আছে তাহার সমান উত্তরে এবং দক্ষিণে যে স্থল তাহাকেও ঐ রাশি কহিতে হয় প্রত্যেক নক্ষত্র ত্রয়োদশাংশ বিংশ কলা হয় সুতরাং প্রত্যেক রাশি ত্রিংশদংশ হয় এই হেতু জ্যোতিষ চক্র এবং গ্রহকক্ষা সকল দ্বাদশ রাশি দ্বারা ৩৬০ অংশে বিভক্ত হয় এবং পৃথিবীও ৩৬০ অংশে বিভক্ত হয় ঐ জ্যোতিষ চক্রকে অতি বলবান প্রবহ বায়ু সর্ব্বদা পশ্চিমদিকে ভ্রমণ করাইতেছেন তৎপ্রযুক্ত গ্রহ ও নক্ষত্রদিগের পূর্ব্বদিকে প্রত্যাহিক উদয় এবং পশ্চিমদিকে অস্ত দেখা যাইতেছে কিন্তু জ্যোতিষ চক্র মধ্যে গ্রহ সকল আপন২ গতি ক্রমে নিরন্তর পূর্ব্বমুখে গমন করেন সেই গতিক্রমে গ্রহ-দিগের ভিন্ন২ রাশিতে সঞ্চার হয় পরন্তু তাঁহারদের উর্দ্ধাধঃক্রমে অবস্থান প্রযুক্ত পথের ন্যূনাতিরেক থাকাতে সঞ্চার কালের ন্যূনাতিরেক দৃষ্ট হইতেছে এবং শীঘ্রোচ্চ স্থানের এবং মন্দোচ্চ স্থানের আর পাত স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দিগের আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ এবং বিক্ষেপ দ্বারা গ্রহদিগের বক্রগতি এবং শীঘ্র-গতি তথা অতিচারাদি গতি দৃষ্ট হইতেছে ।।

প্র । চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহগণকে ক্বচিৎ পশ্চিমে ক্বচিৎ পুর্ব্ব দিকে উদয় দৃষ্ট হইতেছে ইহার কারণ কি ।।

উ । গ্রহ সকল সূর্য্যের সম সূত্রপাতে অধোভাগে বা উর্দ্ধে যখন থাকেন তখন তাহারা অদৃশ্য হয়েন তৎপ্রযুক্ত তাহা-দিগকে অস্তগত কহা যায় এইরূপ সূর্য্যের অধোভাগে চন্দ্র যত

ক্ষণ স্থিতি করেন ততঃক্ষণকে অমাবস্যা কহা যায় কিন্তু চন্দ্র সূর্য্যাপেক্ষা শীঘ্রগামী হয়েন সেই হেতু তাহার প্রথম উদয় পশ্চিমে সূর্য্যের পূর্ব্বদিকে দেখা যায় এই প্রকারে সূর্য্যাপেক্ষা শীঘ্রগামী অন্যান্য গ্রহও সূর্য্য হইতে পূর্ব্বদিকে নির্গত হইয়া পশ্চিমদিকে উদিত হয়েন পরন্তু যে২ গ্রহ হইতে সূর্য্য শীঘ্রগামী হয়েন তাঁহারা সূর্য্যের পশ্চিমে পূর্ব্বদিকে উদিত হয়েন ।।

প্র। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ কিরূপে হয় ।।

উ। সূর্য্যের যে পথ তাহার সহিত অন্যান্য গ্রহদিগের যে স্থলে মেলন হয় সে স্থলকে পাত কহেন গ্রহ সকল সেই স্থলে আগত হইলে তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যদি ঐ গ্রহদিগকে উত্তরদিকে নিঃক্ষেপ করেন তবে ঐ পাতকে রাহু শব্দে কহেন এবং দক্ষিণে করিলে কেতু শব্দে কহেন চন্দ্রমণ্ডল বৃহৎ প্রযুক্ত তিনি অল্প নিঃক্ষিপ্ত হয়েন আর মঙ্গলাদি পাঁচ গ্রহের দূরে নিঃক্ষেপ হয় সূর্য্য এবং চন্দ্রপাতে অথবা পাতের অতি নিকট থাকিলে গ্রহণ সম্ভাবনা হয় এই প্রকারে সকল গ্রহের গ্রহণ হয় কিন্তু চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ কালের মাহাত্ম্য প্রযুক্ত লোকে তাহার অত্যন্ত প্রচার আছে সে এইরূপ যে যে রাশিতে সূর্য্য থাকেন তাহার ছয় রাশি অন্তরে পৃথিবীর ছায়া আকাশগামী হয় সেই ছায়াতে যদি চন্দ্রপাত অর্থাৎ সূর্য্যের পথের সহিত চন্দ্রের পথের মেলন হয় আর চন্দ্র যদি পূর্ণিমা অন্তভাগে থাকিয়া সেই স্থল-গামী হয়েন তবে পৃথিবীর ছায়ায় চন্দ্র আচ্ছাদিত হওয়াতে চন্দ্র গ্রহণ হয় । আর সূর্য্যের সম সূত্রপাত অধোভাগে যদি অমাব-

স্যার শেষাংশ চন্দ্রপাত স্থলগামী হয়েন তবে চন্দ্র দ্বারা সূর্য্য আচ্ছাদিত হওয়াতে সূর্য্যগ্রহণ হয় সূর্য্য সদা প্রবহ বায়ুগতিক্রমে পশ্চিম মুখে গমন করেন সুতরাং পৃথিবীর আকাশগামী ছায়া সূর্য্যের ন্যায় গতিতে সূর্য্য হইতে ছয় রাশি অন্তরে পূর্ব্বদিক গামী হয় চন্দ্র আপন গতির অনুসারে পূর্ব্বমুখে সূর্য্যাপেক্ষায় শীঘ্র গমন করাতে পশ্চিমদিক হইতে তাহার পূর্ব্বদিক স্থিত পৃথিবীর ছায়াতে প্রবিষ্ট হয়েন অতএব চন্দ্রগ্রহণের আরম্ভ পূর্ব্বদিকে আর মুক্তি পশ্চিমদিকে হয়। চন্দ্র আপন গতিক্রমে পাতস্থলে পূর্ব্বমুখে গমন করাতে পশ্চিমদিকে হইতে তাহার সম্মুখ স্থিত সূর্য্যের আচ্ছাদন করিতে আরম্ভ করেন তৎপ্রযুক্ত সূর্য্যগ্রহণ পশ্চিমে আরম্ভ এবং পূর্ব্বাংশে মুক্তি হয়। ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে যখন এই বঙ্গদেশে মধ্যাহ্ন হয় তখন তাহার পূর্ব্বদিকে অস্তকাল হয় আর পশ্চিমে ইংলণ্ডদেশে প্রাতঃকাল হয় অতএব সর্ব্বদেশে এক কালীন সূর্য্যাদি দর্শন হইতে পারে না এবং উদয় ও অস্তের কাল সর্ব্ব দেশে এক হইতে পারে না এই রীতি ক্রমে নানা দেশে তিথি নক্ষত্রমান এবং গ্রহস্ফুট প্রভৃতির বিশেষ হয় আর গ্রহণ প্রভৃতির কোথাও দর্শন কোথাওবা অদর্শন হয়। উত্তর এবং দক্ষিণ কেন্দ্রে ছয় মাস সূর্য্যোদয় হয় অপর ছয় মাস হয় না॥

প্র। মেঘ কি॥

উ। তাবৎ পৃথিবীর এবং সমুদ্রের বাষ্প তেজঃ পদার্থের আকর্ষণ শক্তি দ্বারা ক্রমোদ্ধর্দ্ধ বায়ুতে জল সঞ্চয় অথবা শুষ্ক

হইয়া মেঘ জন্মে সেই মেঘকে বায়ু কর্তৃক নানা দিকে বেগে ব্যাপ্ত করায় কিন্তু এরূপ হওয়ার হেতু যথার্থ নির্দিষ্ট মনুষ্য দ্বারা হইতে পারে না এতাবৎ কর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম ইন্দ্র কল্পিত আছে।।

প্র। আকাশ কি পদার্থ।।

উ। এক সূক্ষ্মদ্রব্য ও প্রকৃতি প্রাপক বস্তু জগদ্বেষ্টিত আছে।।

প্র। বায়ু কি প্রকারে নির্ব্বাচ্য।।

উ। অমিশ্রিত এবং অসম জাতীয় তাহার অমিশ্রিত এই যে সর্ব্বশরীরে প্রবেশানন্তর একদৃঢ়াকারে অবস্থিতি হইলে শূন্যতা বিনাশ হয়. আর অসম জাতীয় এই যে ঐ রাশীকৃত বিক্রতবস্তু যোগে অস্মদাদির অবস্থিতি ও গতির কারণ হয়, আর তাহা শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা রেচন ও পূরণ হয়।।

প্র। হিল্লোল বায়ুর প্রকরণ কি।।

উ। সূক্ষ্ম ও দ্রবীভূত বাষ্পজাত যাহা তৎ প্রবাহ সহকারে প্রচণ্ড সমীরণ উত্থিত করে। বেগবৎ বায়ু নিবিড় মেঘ পথগ হইয়া বাধা প্রাপ্তে ক্ষুদ্র বেষ্টন মধ্যে সঙ্কোচে ভ্রমণ জন্য ঘূর্ণাবর্ত্ত আর যখন অন্য বিরুদ্ধ বায়ু এই সমূহ কারণে একত্র হয় তখন বেগবায়ুর প্রচণ্ডতা প্রাপ্ত হইয়া ঝড় হয়। বিরুদ্ধবায়ু উৎপত্তির প্রধান হেতু স্থির বায়ুর উষ্ণতা প্রাপ্তে দ্রব এবং লঘু হওতো ঊর্দ্ধে গমন করে এবং চতুর্দ্দিগাবস্থিত বায়ু ঐ স্থানকে পূরণ করে অতএব পৃথিবীর মধ্য স্থান স্থিত লোকেরা সূর্য্য সান্নিধ্য প্রযুক্ত সর্ব্বদা ঝড় প্রাপ্ত হয় এবং উভয় কেন্দ্র হইতে বায়ু আগত হেতু

উত্তরস্থ লোকেরা নিরন্তর উত্তরাগত এবং দক্ষিণস্থ লোকেরা দক্ষিণাগত বায়ু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মধ্যস্থানীয় বায়ু ঊর্দ্ধে উঠিয়া পুনরায় স্থিরবায়ুর সমানতা রাখিবার নিমিত্তে কেন্দ্রে উপস্থিত হয়। ইহার এক প্রমাণ দর্শাইতে পারা যায় যদি কোন গৃহের কপাট রুদ্ধ করিয়া ঐ কপাটের ঊর্দ্ধ এবং অধঃ-স্থানে দুই ছিদ্র থাকে আর ঐ ছিদ্র নিকটে প্রদীপ রাখা যায় তবে দেখিবা নিম্নের দীপশিখা ভিতরদিকে হেলিবেক এবং উপরের বাহির দিকে যাইবেক ইহার তাৎপর্য্য এই যে গৃহস্থ বায়ু রহিত অপেক্ষা উষ্ণ ও লঘু হেতু উপরের ছিদ্র দিয়া নির্গত হইয়া যায় এবং তাহা পূরণ করিতে নীচের ছিদ্র দিয়া শীতল ও গুরুবায়ু প্রবিষ্ট হয়॥

প্র। উল্কা কি পদার্থ॥

উ। অচির অথচ মিশ্রিত কোন দ্রব্য বিশেষ আকাশে আভা সমান তাহা তৎ স্থানস্থ কোন দৃশ্যবস্তু দ্বারা বিনির্ম্মিত এবং নানাকারে প্রকাশিত এবং ইহা প্রকার ত্রয়ে বিভক্ত যথা তেজঃ ব্যোম এবং অপ সম্বন্ধীয়॥

প্র। বিদ্যুৎ কি॥

উ। কোন প্রশস্ত উজ্জ্বল শিখা বায়ু সহকারে অধিক দূরে ঝটিতি অচিরস্থায়িত্বরূপে সগর্জনে বেগগামিনী হয় উৎপত্তির কারণ বায়ু নিরূপিত রূপে আকর্ষিত হইয়া বিশেষ মেঘোৎপত্তি হইলে তদাকর্ষণ প্রতিকূলতাচরণ পূর্ব্বক সম্মিহিত হইয়া নির্গত হয়॥

প্র। গর্জ্জনোৎপত্তির বীজ কি ॥

উ। বায়ু দ্বারা তদালোড়নে এক বিদ্যুতীয় ধ্বনি হইতে অনর্থক শব্দ সম্ভাবিত যাহা উপর্য্যুপরি লুণ্ঠিত মেঘে উত্থিত হয় এবং অনিয়মিত হিল্লোলীত বায়ু যাহা তন্মধ্যে গমন করে, তৎসমূহে তাহার সম্ভাবনা ॥

প্র। কি হেতু গর্জ্জন শব্দ কিয়ৎকাল তড়িৎ দর্শন পরে শ্রবণ হয় ॥

উ। তদ্ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশাপেক্ষা তজ্জ্যোতি র্নয়ন গোচর শীঘ্র হয় ॥

প্র। বজ্রাঘাতের হেতু কি ॥

উ। ঐ বিদ্যুৎ যৎকালে অসম্ভব বেগ সহিত ক্রিয়া হয় এবং পৃথিবীর সন্নিহিত হয় তৎকালে অশুভ জন্মায় ॥

প্র। ধবন কি বস্তু ॥

উ। সূর্য্য কিরণ সম্বন্ধীয় নানা বক্রতা দ্বারা বর্ষার সময়ে সূর্য্যের প্রতিকুল স্থানে বহুবিধ বর্ণোৎপত্তি হয় ॥

প্র। করকা কি বস্তু ॥

উ। মেঘকণা সকল যাহারা আর্দ্রকালে শৈত্যবায় সহিত নিম্ন ভাগে আগত মাত্রে পুনর্ব্বার প্রগাঢ় হয় এবং ক্ষুদ্রতুষার (অর্থাৎ বরফ) আকার ও স্ফীত প্রায় জলবিন্দু তুল্য হয় ॥

প্র। তুষার কিরূপে সৃষ্ট ॥

উ। হৈমন্তিক সমস্ত স্থলের হিমবায়ু কর্তৃক উদ্ভব, যাহার সহিত মেঘগণ ইতস্ততো ভ্রমণে গাঢ়তা হইতে দ্রুতগতি দ্বারা

বৃষ্টিতে গলিত হইয়া হিমাকারে প্রগাঢ় হয় অতএব হেমন্ত সময়ে মেঘ সমূহ ক্ষুদ্র জলবিন্দু আকার প্রাপ্তি পূর্ব্বক প্রত্যেক বিন্দু শিশির রূপে প্রগাঢ়, এবঞ্চ একের অন্য প্রতি স্পর্শ মাত্র দৃঢ়ীভূত হিমরূপ হয়। শুক্র হওনের তাৎপর্য্য এই, যে হিমকণা সকল একত্রীত, পরে দৃঢ় কঠিন উজ্জ্বল ও স্থানে২ নিযোজিত হইয়া তৎ প্রতিবিম্ব ব্যাপ্ত হয়॥

প্র। বৃষ্টি কি বস্তু॥

উ। ইহা কেবল শীতল দ্বারা মেঘের গাঢ়তা ও ঘনতা আর ভারিত্ব কর্তৃক ক্ষুদ্র২ কণা পৃথিবীতে পতন হয়, রাশীকৃত অত্যুচ্চ উপর্যুপরি মেঘ বৃষ্টির লক্ষণ দর্শায়, অরুণোদয়াস্ত স্থান মলিন ও ঈষৎ হরিদ্বর্ণ, ভবিষ্যৎ কদর্য্য কাল বোধ করায় এবং উত্তম রক্তবর্ণ অল্প বাষ্প প্রদর্শক উত্তম কাল চিহ্নদায়ক হয়॥

প্র। কুজ্ঝটিকা কি পদার্থ॥

উ। কোন জ্যোতির্ব্বস্তু যাহাতে গাঢ়বাষ্প বত্তে, তাহা পৃথিবীর নিকটস্থ উপরি ভাগে ভাসমান হয়, ইহার উৎপত্তি পৃথ্বী হইতে যে বাষ্প উত্থিত হইয়া শূন্যে প্রথম প্রবেশে, শীতল সহিত অতি শৈঘ্য রূপে গাঢ়তা প্রাপ্তি পূর্ব্বক তাহারদিগের এতদধিক ভারত্ব বৃদ্ধি হয়, যে কোন বিশেষ উচ্চ স্থানে উর্দ্ধ গমনে স্থগিতানন্তর কিয়ৎকাল দোলায়মান থাকে, নতুবা সূক্ষ্মবিন্দু বৃষ্টিবর্ষণে পুনঃ র্গমন করে। যখন এই বাষ্প অতিলঘু ও কোমল হয়, তখন অধিক উর্দ্ধে গমন অগ্রে গাঢ় হইয়া অদৃশ্য বিন্দু পূর্ব্বক পুনঃ র্গমন করিলে শিশির সংজ্ঞক হয়। কোয়াসা কেবল অনুচ্চ মেঘ অথবা

বায়ুর সর্ব্ব নিম্ন স্থানে স্থিত, আর মেঘবস্তু বস্তুতঃ উর্দ্ধোত্থিত কুজ্ঝটিকা মাত্র ॥

প্র। ভূমিকম্প কি পদার্থ ॥

উ। পৃথ্বির অনেকাংশ বিপর্য্যয় হিল্লোলে বজ্র সদৃশ শব্দ সম ভিব্যাহারে এবং সর্ব্বদা সমীরণ ও ধূম অথবা জল বা বহ্নি বিদারণে প্রকৃতির অতিশয় ভয়ানক আশ্চর্য্য দর্শন হয়, ইহা সম্ভাবনার কারণ, যখন পৃথিবীর এক ভাগ অধিক আকর্ষণী অবস্থায় স্থিতি করে, তখন নিরাকর্ষণী মেঘ নিকটবর্ত্তি হইলে, পৃথিবীর ভিতর বহুক্রোশ পর্য্যন্ত হটাৎ শব্দোৎপত্তি হইয়া প্রচণ্ডোপদ্রব ঘটনা হয়, যে সকল মধ্যেতি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প তাহার ভূমগর্ভে অগ্নিই প্রধান কারণ অনুমানে হয়, তাহা নানা আকর হইতে কোন২ বাষ্প, জল, যবক্ষার, গন্ধক, এবং মৃত্তিকা, তৈল দ্বারা পরিপূর্ণিত থাকাতে অগ্ন্যুৎপত্তি হয় ॥

প্র। ভালুর ও অবোলক কি বস্তু, অর্থাৎ জোয়ার ভাটা ॥

উ। সমুদ্র জলের যে নিরূপিত কালাকর্ষণ তাহাকেই জোয়ার ভাটা কহে ইহ, জলনিধি ১৮ দণ্ড প্রমাণে বিষুবরেখাংশ হইতে উত্তর এবং দক্ষিণে কেন্দ্রে বৃদ্ধি হয়, তদ্গতি বশতঃ ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া নদ্যাদির প্রবেশ পথে গমন পুরঃসর, তাহা নিঝরে পুনরাগমন করে। ইহার কারণ চন্দ্রাকর্ষণ দ্বারা উৎপত্তি, কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষে প্রাবল্য হয় তাহার কারণ, সেই সময়ে সূর্য্য ও চন্দ্র আকর্ষণ যোগে সমসূত্রপাত ন্যায়ে, জলের অধিক বৃদ্ধি হইলে চন্দ্র সূর্য্যোভয় যোগে বিষুব রেখায় পুনরাধিক জল বৃদ্ধি হয়, অত

এব চৈত্র এবং আশ্বিন মাসে সেই কটালের আতিশয্য হয়, আর অষ্টমীতে স্বল্প হয় তাহার হেতু সূর্য্য ও চন্দ্র পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া, চন্দ্র ন্যূন করে এবং সূর্য্য বৃদ্ধি দায়ক হয় ॥

প্র। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা সমস্ত তাবৎ পৃথিবীর ন্যায় পৃথক২ পৃথিবী কহিতেছেন, অতএব এসমস্ত বৃহদ্বস্তু শূন্য মধ্যে বিনা আশ্রয়ে স্থির থাকা, এবং নিয়মিত ভ্রমণ এক অন্যকে স্পর্শ না করা কিরূপে সম্ভবে ॥

উ। ঈশ্বরের ইচ্ছা, অনুমানের কারণ এই যে পরস্পরের আকর্ষণ শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া আছে, একথা অনুভব সিদ্ধ যে হয়, তজ্জন্য তৃপ্ত জ্ঞান কিঞ্চিৎ পদার্থ বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন করে ॥

প্র। পদার্থ বিদ্যা কেমন ॥

উ। দ্রব্য সকলের সামান্য গুণের নিরূপণ যাহা তাবৎ দ্রব্যের মূলীভূত আছে, ইহাই প্রথম ॥

প্র। তাবৎ দ্রব্যের মূলীভূত কয় গুণ এবং তাহারদিগের নাম কি ॥

উ। গুণ ছয়, এবং তাহারদিগের নাম প্রবেশাবরোধকত্ব, বিস্তারত্ব, আকার, খণ্ডনীয়ত্ব, স্বতন্ত্র ক্রিয়ারহিতত্ব, এবং আকর্ষণ ॥

প্র। প্রবেশাবরোধকত্ব কি ॥

উ। প্রবেশাবরোধকত্ব গুণের অর্থ এই, যে কোন দ্রব্য এক স্থান আশ্রয় করিয়া থাকিলে তাহাকে স্থানান্তর না করিয়া অন্য দ্রব্য তৎকালে সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না, কঠিন দ্রব্য

অপেক্ষা দ্রব দ্রব্য সকলকে অনায়াসেই স্থানচ্যুৎ করায়, কিন্তু ইহাতে তাহার দ্রব্যত্ত্যের ব্যাঘাত হয় না, কারণ দুই কঠিন দ্রব্য যেমন এক কালীন এক স্থানে থাকিতে পারে না, সেইরূপ এক দ্রবদ্রব্য এবং এক কঠিন দ্রব্য ইহারাও এক স্থানে থাকিতে পারে না, ইহার প্রমাণ এক পরিপূর্ণ জলের পাত্রের মধ্যে এক খানা চামচ রাখিলে যে স্থানে চামচ থাকিবেক সেই স্থানের জল উথলিয়া পড়িবেক। দ্রবদ্রব্য হইতে বায়ু অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইলেও প্রবেশাবরোধকত্ব গুণে সে ন্যূন নহে, ইহার প্রমাণ এক শূন্য ঘট জল মধ্যে মগ্ন করিতে ঘটস্থ বায়ু জলবিদ্ধ হইয়া নির্গত হইলে জল পূর্ণ হয়, যেমন দুই কঠিন দ্রব্য এক স্থানে থাকিতে পারেনা তেমন জল ও বায়ু ইহারাও এক স্থানে থাকিতে পারেনা পুনশ্চ ঐরূপ ঘট অধোমুখ করিয়া ডুবাইয়া দিলে তাহার অন্তরস্থ বায়ু কোন মতে বাহির হইতে না পারিলে, সে পাত্র জলেতে পূর্ণ হয় না, অল্প জল তাহার মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার কারণ সেই ঘটস্থ বায়ু জলের চাপে অল্প স্থানের মধ্যে আকুঞ্চিত হইয়া ঘটের উপরিভাগে থাকিবেক, কিন্তু ঐ উপরি ভাগে ছিদ্র করিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ মগ্ন হইবেক। যদ্যপি কাষ্ঠের মধ্যে প্রেক পোঁতা যায় তবে পূর্ব্বে যে স্থানে কেবল কাষ্ঠেতে ব্যাপিত ছিল, তাহা কাষ্ঠ এবং প্রেক উভয়ে আশ্রয় করে, তাহার কারণ এই যে কাষ্ঠ সচ্ছিদ্র বস্তু, তাহার পরমাণু সকলকে চাপিয়া সঙ্কোচিত করিয়া প্রেক আপন স্থান করিয়া লয়, ইহাতে কাষ্ঠের আয়তন বৃদ্ধি হয় না॥

প্র। বিস্তারত্ব গুণ কি॥

উ। বিস্তারত্ব নামে দ্রব্যের যে দ্বিতীয় গুণ সে এই যে কোন এক স্থানকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার দীর্ঘতা, প্রশস্ততা, এবং গভীরতা অবশ্যই থাকিবেক, এই তিনকে বিস্তারত্বের পরিমাণ কহে। কোন দ্রব্যের কিম্বা স্থানের ঊর্দ্ধভাগ হইতে অধোভাগ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ, তাহাকে উচ্চতা কহা যায়, ওসার যে পরিমাণ তাহাকে প্রশস্ততা কহা যায়॥

প্র। আকার কি॥

উ। দ্রব্যের আয়াতনের চতুর্দ্দিগের যে সীমা সে সেই বস্তুর আকার আকার শূন্য কোন দ্রব্য হয় না॥

প্র। খণ্ডনীয়ত্ব কি॥

উ। বস্তু সকল অসংখ্যখণ্ডে বিভক্ত হইতে পারে এই যেগুণ, তাহার নাম খণ্ডনীয়ত্ব, যেমন এক কণা বালুকা দুই খণ্ড করিয়া তদুপযুক্ত অস্ত্র থাকিলে চারিখণ্ড করা যায়, পরে তাহা পেষণাদি দ্বারা এরূপ সূক্ষ্ম করা যায় যে কেবল অনুভব মাত্র থাকে। অর্দ্ধ সের তুলাকে সুতা করিলে পঞ্চাশত ক্রোশ লম্বা হইতে পারে। এক কলসী জলে কিঞ্চিৎ চিনি মিশ্রিত করিলে সমুদয় জল মিষ্ট হয়। এক কাঁচ পাত্রে জল রাখিয়া তাহাতে এক বিন্দু আলতা দিলে সমুদয় জল রক্তিমাবর্ণ হয়। সেইরূপ এক সুগন্ধ দ্রব্যের সিসি খুলিলে তাহার গন্ধ সমুদায় গৃহ পরিপূর্ণ হয়। ইহাতে এই অনুমান করিতে হইবেক যে ঐ সুগন্ধি দ্রব্যের পরমাণু নাসিকায় সংলগ্ন না হইলে গন্ধ পাওয়া যায় না, যেমন সুস্বাদু ফলের রস জিহ্বায় সংলগ্ন ব্যতিরেকে আস্বাদ গ্রহণ হয় না, তস্মাৎ বিবে

চনা করিতে হইবেক, যেমন উক্ত ব্যভিচার প্রাপ্তে দ্রব্যের দ্রব্যত্বের বা সাধারণ গুণের কোন হানি না হইয়া, কেবল অংশ পৃথক হইয়া বিস্তারত্ব প্রাপ্ত, তদ্রূপ কোন দ্রব্য দগ্ধ করিলে ধূম উড়িয়া যায়, কিঞ্চিৎ ভস্মাবশিষ্ট দৃষ্টে দ্রব্যের নাশত্ব জ্ঞান অযোগ্য, যেহেতুক যদি বস্তুর পরমাণু যাহা অদৃষ্ট, তাহাকে নাশ বলা যায় তবে অতিশীঘ্র এজগতের নাশ সম্ভাবিত হয়। অতএব কালেতে তাবৎ প্রত্যক্ষ দ্রব্যের নাশত্ব দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু পরমাণুর নাশ হয় না, এবং পুনরায় ঐ পরমাণু দ্বারা সৃষ্টি হয়। আমরা মরিলে আমার দিগের শরীর সেইরূপ মৃত্তিকা হইবেক, যে মৃত্তিকা হইতে ঐ শরীর জীবদ্দশায় আহারাদি পাইয়া রক্ষা হইয়াছিল, এই গতিক্রমে জীবের পূর্ব্ব দেহার্জ্জিত বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বভাব, এবং জ্ঞান, পরদেহে প্রাপ্ত অনুমান সিদ্ধ হয়॥

প্র। স্বতন্ত্র ক্রিয়া রহিতত্ব গুণ কি॥

উ। অকর্ম্মণ্য দ্রব্য কোন কর্ম্ম করিতে বাধকতা করে অর্থাৎ দ্রব্য মাত্রেই স্বয়ং গমন করিতে বা স্থির হইতে পারে না কিন্তু উভয় কর্ম্মেতেই বাধকতা জন্মাইবার শক্তি আছে। কোন অচল বস্তুকে সচল করিতে যেমন শক্তির আবশ্যক হয়, কোন সচল বস্তুকে স্থির করিতেও সেইরূপ শক্তির প্রয়োজন হয় অতএব এই উভয় কর্ম্মেতেই বাধা জন্মাইতে পারে যে শক্তি, তাহাকে দ্রব্যের স্বতন্ত্র কর্ম্ম রহিতত্ব গুণ কহা যায়। ইহার প্রমাণ গুলি-দাণ্ডা খেলাইবার সময় বেগে চালাইতে যেমন অধিক বলের প্রয়োজন, তেমনি তাহা ধরিবার কালে স্থির হওনের প্রতিবন্ধক

যে বেগ তাহারো অনুভব হয়। অকর্ম্মণ্য দ্রব্য সকল যেমন স্বয়ং চলিতে পারে না সেই রূপ স্থির হইতেও পারে না সুতরাং এক গমনশীল ভাঁটা যখন স্বয়ং স্থির হয় তখন কহিতে হইবে কোন কারণ বশতঃ সে স্থির হইয়াছে। সেই কারণের বিবরণ পশ্চাৎ আকর্ষণ গুণের ব্যাখ্যাতে উপলব্ধি হইবেক।।

প্র। আকর্ষণ কি।।

উ। এক পরমাণু যে অন্য পরমাণুকে আকর্ষণ করে ও একের সহিত অন্যের সংযোগ তাহা আকর্ষণ শক্তির দ্বারা হইয়া থাকে তাবদ্বস্তুর মধ্যেতেই অত্যন্ত ক্ষুদ্র২ পরমাণু আছে এবং তাহার প্রত্যেক পরমাণুতে এরূপ এক আকর্ষণ শক্তি আছে যে এক পরমাণুর অত্যন্ত নিকটে যদি অন্য পরমাণু থাকে, তবে ঐ আকর্ষণ শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া পরস্পর একত্র হয় দ্রব্যের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণু সকল পরস্পর একত্রে সংযুক্ত না হইলে, তাহাতে আকর্ষণ শক্তি আছে কি না তাহা জানা যায় না এবং যখন তাহাবুদিগের সংযোগ হয় তখনই তাহারা ঐ আকর্ষণ শক্তি দ্বারা মিলিত হয় তন্নিমিত্তে ইহাকে সমবেত আকর্ষণ কহে, যদি ঐ আকর্ষণ শক্তি দ্রব্যেতে না থাকিত, তবে কঠিন বস্তুর অংশ সকল পৃথক২ হইত, অর্থাৎ তাবতের পরমাণু সকল স্বতন্ত্র হইয়া যাইত কিন্তু দ্রব্য সকলের দৃঢ়তা ও কাঠিনতা দেখিয়া আমারদিগের এরূপ সংস্কার হইয়াছে যে দ্রব্যের পরমাণু সকল একত্রে মিলিত হইতে যে আর কোন শক্তির অপেক্ষা করে ইহা কোন রূপে বোধগম্য হয় না। দ্রব দ্রব্য সকলেতেও সমবেত আকর্ষণ থাকে

তাহার দৃষ্টান্ত অঙ্গুলীর উপরএকবিন্দু জল রাখিলে ঐআকর্ষণ শক্তিতে সেই জলকে অঙ্গুলীর অগ্রে ধারণ করিয়া রাখে এবং তাহার মধ্যে যত ক্ষুদ্র২ জলীয় পরমাণু থাকে,সে সকল পরমাণুকেও পরস্পর বদ্ধ করিয়া রাখে। বস্তুর পরমাণু সকলের পরস্পর যত অধিক সংযোগ হয়, ততই তাহারদিগের আকর্ষণপ্রবল এনিমিত্তে দ্রব দ্রব্যের আকর্ষণ অপেক্ষা কঠিন দ্রব্যের আকর্ষণ অধিক হয়,সূক্ষ্মপদার্থসকল যত পাতলা এবং লঘু হয়,ততই তাহারদিগের পরমাণুর আকর্ষণঅল্প হয়,কারণ ঐসকল পরমাণু তৎকালীন পরস্পর অত্যন্ত দূরে থাকে। বায়ুর ন্যায় যে সকল সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, তাহার দিগের পরমাণুর পরস্পর কিছুই আকর্ষণ নাই,কিন্তু অন্য২ দ্রব্যের ন্যায় বায়ুতেও সমুদয় গুণ আছে, অতএব বায়ু যে একেবারে আকর্ষণ শক্তি রহিত ইহা সম্ভব হয় না, কিন্তু বায়ুর পরমাণু সকল পরস্পর অত্যন্ত দূরে থাকাতে তাহারা আকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট হয় না,এবং মনুষ্যেরা বায়ুর পরমাণু সকলকে চাপিয়া একরূপে একত্রে মিলিত করিবার চেষ্টা করিয়া ছিল,যে তাহারা যাহাতে পরস্পর আকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বদ্ধ থাকে, কিন্তু তাহা নিরর্থক হইয়াছে। নানা বস্তুতে নানা প্রকার আকর্ষণ থাকাতে কোন বস্তু কঠিন ও কোন বস্তু কোমল হয়,তন্নিমিত্তে দ্রবদ্রব্য সকলেরো কেহ ঘন কেহবা তরল হয়, কঠিন দ্রব্যই হউক অথবা দ্রব দ্রব্যই হউক, যাহার মধ্যে যত অধিক আকর্ষণ শক্তি থাকে সেই বস্তু তত ঘন হয়, যে শক্তি দ্বারাবস্তু সকল আপন২ শরীরের দ্রব্য পদার্থ ধারণ করে, পদার্থ

বিদ্যাতে সেই শক্তিকেই ঘনত্ব কহে, তরল শব্দেতে ঘনত্বের বিপরীত অর্থাৎ দ্রব্য পদার্থের অল্পতা জানায়, যেমন পারাকে অত্যন্ত ঘনদ্রব্য বলা যায় এবং দুগ্ধাদিকে পাতলা দ্রব্য বলা যায়, কোন বস্তুর শরীরের মধ্যে যত দ্রব্য পদার্থ থাকে, তাহা ঐবস্তুর ভার দ্বারা নির্ণয় করা যায়, যে সকল বস্তুর তুল্য শরীর থাকে তাহার মধ্যে যে বস্তু অধিক ভারি, তাহাকেই গুরু কহা যায়, যথা ধাতুকে কাষ্ঠ অপেক্ষা গুরু ॥

প্র। যদি বস্তুর পরমাণু সকল অত্যন্ত নিকট থাকিলে তাহারা পরস্পর আকর্ষণ করে, তবে সেই সকল পরমাণু আকৃষ্ট হইয়া যত নিকটস্থ হয় ততই তাহার দিগের আকর্ষণের বৃদ্ধি হইতে কেন না পারে, এবং যে পর্য্যন্ত তাহার পরমাণু সকল অত্যন্তদৃঢ় সংযোগের দ্বারা বদ্ধ না হয়, সে পর্য্যন্ত ক্রমে২ তাহার গুরুতার ও বৃদ্ধি কেন না হইতে থাকে ॥

উ। এরূপ কদাপি হইতে পারে না, কারণ গোলাস্পঞ্জ মাখন প্রভৃতি কোমল দ্রব্যের পরমাণু সকলের পরস্পর আকর্ষণ বৃদ্ধি হইলেও, তাহারা কখন লৌহের ন্যায় কঠিন হইতে পারে না কারণ ঐসকল দ্রব্যেতে অত্যল্প পরমাণু থাকে, ইহারা পরস্পর নিকটস্থ হইয়াও আকর্ষণ অত্যল্প হয়, এবং তাহারা সছিদ্র বস্তু, ঐসকল ছিদ্র মধ্যস্থ বায়ুর স্থিতি স্থাপক শক্তি দ্বারা তাহার পরমাণুকে দৃঢতর সংযোগ হইতে দেয় না এবং বায়ু অপেক্ষা সূক্ষ্ম পদার্থ তেজঃ ঐতেজঃ আকর্ষণশক্তির সর্ব্বদা প্রতিবন্ধকতা করে কথিত আছে, তেজঃ পদার্থ সর্ব্বদা দ্রব্যের পরমাণু সকলকে ভিন্ন

ভিন্ন করিতে যত্ন করে কেবল আকর্ষণ শক্তিতে সমবেত করিয়া রাখে,ইহার দৃষ্টান্ত কোন বস্তুকে উষ্ণ করিলে তাহার পরমাণু সকল স্বতন্ত্র হয়, তেজঃ দ্বারা বস্তু সকলের শরীর স্ফীত অর্থাৎ আয়ত হয়, দেখ, নবনীতকে উষ্ণ করিলে প্রথম কিঞ্চিৎ স্ফীত হয় পরে তাহার পরমাণুর আকর্ষণ শক্তি ক্রমে অল্প হওয়াতে তাহার পরমাণু সকল পৃথক২ হইয়া ঐবস্তু জলের ন্যায় হয়, এবং ধাতু সকল ও অন্য যে সকল দ্রব্য গলিতে পারে তাহারাও অগ্নি সংযোগ করিলে দ্রব হয়, দ্রবদ্রব্য সকলেতে অগ্নি সংযোগ করিলে তাহারা স্ফুটিয়া উঠে, পরে যখন তাহাদের সমবেত আকর্ষণ অপেক্ষা তেজের শক্তি প্রবল হয়,তখন তাহারদিগের পরমাণু সকল পৃথক্২ হইয়া বাষ্প ও ধূমাকার হয়,কিন্তু তেজের শক্তিকে বায়ুতে যেরূপ প্রত্যক্ষ হয় অন্য কোন দ্রব্যতে সেরূপ হয় না, তেজের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি বা হ্রাস হইলে বায়ু অত্যন্ত স্ফীত ও আকুঞ্চিত হয়, এই আকর্ষণ শক্তিতে বাষ্প সকলকে জলবৎ করে,এবং বিন্দু২ হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়,তাহাতে বৃষ্টি হয় মেঘ হইতে যখন জল পড়ে, তখন ঐ জল একেবারে বিন্দু২ হয় না প্রথম তাহারা কুয়াসা অর্থাৎ বাষ্পাকার হইয়া থাকে, ঐ বাষ্পের মধ্যে যে সকল সূক্ষ্ম২ জলীয় পরমাণু থাকে তাহারা অধোগমন করিবার কালীনপরস্পর আকর্ষণ করে,এবং তন্মধ্যে যে সকল পরমাণু পরস্পর অতি নিকটবর্ত্তি হয়, তাহারাই আকৃষ্ট হইয়া বিন্দু২ হয়, এইরূপ জল প্রথম কুয়াসার ন্যায় হয়,পরে অবস্থার পরিবর্ত্ত হইলে বৃষ্টি হয়,শিশির প্রথমে বাষ্পা

র্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট হইলে ঘাসের উপর বিন্দুং হয়, পরমেশ্বরের যত আশ্চর্য্য কীর্ত্তি আছে তন্মধ্যে সমবেত আকর্ষণের যে এক আশ্চর্য্য আর আছে তাহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে, এইশক্তির দ্বারা নলের মধ্যে দিয়া জল উচ্চ হইয়া উঠে, কিন্তু যে সকল নলের ছিদ্র এরূপ সূক্ষ্ম হয় যে ঐ নলের মধ্যেতে যে আকর্ষণ শক্তি আছে এবং জলীয় পরমাণুর পরস্পর যে আকর্ষণ আছে, ঐ দুই আকর্ষণের যোগেতে জল উপরে উঠিয়া যায়, দেখ যদি এক জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে একটা কাঁচের নলকে ডুবাইয়া দেও, তবে সেই নলের মধ্য দিয়া জল ঊর্দ্ধে উঠিবে এবং ঐজল নলের কতক দূর ঊর্দ্ধে উঠিয়া স্থির হইয়া থাকিবেক, কারণ নলের মধ্যে যেজল প্রবেশ করে, তাহার ভার অধিক হইলে জল ও নল উভয়েরি আকর্ষণ প্রবল হইতে পারে না, এবং যদি নলের ছিদ্র অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়, তবে জল অধিক ঊর্দ্ধে উঠে, যদি নানা প্রকার ছিদ্রযুক্ত কতগুলি নল জলের মধ্যে ডুবাও, তবে দেখিবা যেতাহার কোন নলের মধ্যে জল অধিক কোনটার বা অল্প উচ্চে উঠে, পরীক্ষা করিবার সময় জলেতে কিঞ্চিৎ রক্তবর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া জলকে রক্তিমাবর্ণ করিলে, নলের মধ্যে কত দূর জল উঠে তাহা স্পষ্ট দেখা যায়, সোলা, স্পঞ্জ, পাউরুটি, সূত্র, প্রভৃতি সছিদ্র দ্রব্যকে নলের ন্যায় বলা যাইতে পারে, এবং এক চিনির ডেলা অল্প জলে ডুবাইয়া দিলে জলে, ডুবা অপেক্ষা অধিকদূর পর্য্যন্ত জল উঠিয়া তাহার অগ্রদেশ পর্য্যন্ত ভিজাইবেক॥

প্র। আকর্ষণ কয় প্রকার॥

উ। দুই প্রকার সমবেত আকর্ষণ এবং ভাররূপ আকর্ষণ তন্মধ্যে সমবেত আকর্ষণের মর্ম্ম উপরে কহিলাম॥

প্র। ভাররূপ আকর্ষণ কেমন॥

উ। ভাররূপ আকর্ষণ এই, যে একখান পুস্তক হস্ত হইতে পরিত্যাগ করিলে অথবা এক খণ্ড প্রস্তর ঊর্দ্ধে নিঃক্ষেপ করিলে, তদুভয় ভূমিতে পতিত হয়, তাহার কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ দ্বারা হয়, পৃথিবীতে যত বস্তু আছে তাহা হইতে পৃথিবী বৃহৎ তন্নিমিত্তে কোন বস্তু শূন্য ভাগে থাকিলে পৃথিবীর আকর্ষণ দ্বারা নীচে পতিত হয়, দ্রব্য সকল যে স্বধর্ম্ম ক্রমে ভূমিতে পতিত হয়, তাহার কারণ না জানিয়া কেবল ঐ স্বধর্ম্ম জানাতে যেমন তৃপ্তি হয়, তাহা অপেক্ষা পৃথিবীর আকর্ষণের নিমিত্তে বস্তু ভূমিতে পতিত হয় জানিলে অধিক তৃপ্তি জনক হয়, অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরমাণ্বর্ধি বৃহদ্বস্তু পর্য্যন্ত তাবতেরি আকর্ষণ শক্তি আছে, এবং তাবদ্দ্রব্যই আপন২ দ্রব্য পদার্থের পরিমাণানুসারে পরস্পর আকর্ষণ করে, অর্থাৎ যে বস্তুতে অধিক দ্রব্য পদার্থ থাকে সে অল্প দ্রব্য পদার্থ বিশিষ্ট বস্তুকে অধিক আকর্ষণ করে, এবং যে বস্তুতে অল্প দ্রব্য পদার্থ থাকে সে অধিক দ্রব্য পদার্থ বিশিষ্ট বস্তুকে অল্প আকর্ষণ করে॥

প্র। পর্ব্বত সকল তবে অট্টালিকা ও মন্দির প্রভৃতিকে আকর্ষণ করিয়া না লয় কেন এবং ক্ষুদ্র গৃহকেই বা বৃহৎ অট্টালিকা টানিয়া না লয় ইহার কারণ কি॥

উ। পর্ব্বত সকল ইহাদিগকে টানিয়া লইতে চেষ্টা পায় বটে

কিন্তু অট্টালিকার ইষ্টকাদি অন্যান্য মসলার সম্মবেত আকর্ষণের, এবং পৃথিবীতে প্রাচীর সকল বন্ধ আছে তাহা হইতে পর্ব্বতের আকর্ষণ প্রবল হইতে পারে না। কোন বৃহদ্বস্তুর আকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর আকর্ষণ নিরস্ত হয় তাহার নিদর্শন আছে, যেমন কোন ভগ্ন পর্ব্বতের পার্শ্বে থাকিয়া ওলন সূত্র ধরিলে সেই সূত্র ঐ পর্ব্বতের ঠিক নীচে না পড়িয়া, তাহার পার্শ্বদিকে কিঞ্চিৎ হেলিয়া পড়ে, কারণ পৃথিবীর লম্বায়মান আকর্ষণ তাহার সহিত ঐ পর্ব্বতের পার্শ্বের আকর্ষণ মিলিত হয়।।

প্র। এক লৌহ নির্ম্মিত বর্ত্তুলাকার এবং বস্ত্র নির্ম্মিত বর্ত্তুলাকার শূন্যে নিঃক্ষিপ্ত হইলে উভয়ে এক কালীন ভূমে পতিত না হইয়া, লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্য অগ্রে পতিত হয় ইহার ভাব কি।।

উ। বস্তু সকল পতিত হওন কালে বায়ুকে স্থানান্তর করিয়া তাহার মধ্যে দিয়া গমন করে, লঘু দ্রব্য অপেক্ষা গুরু দ্রব্য ঐ বায়ুকে অধিক নিবারণ করে, সমানাকৃতি বস্ত্র নির্ম্মিত অণ্ডাকার অপেক্ষা লৌহ নির্ম্মিত প্রায় শতগুণ অধিক দ্রব্য পদার্থ বিশিষ্ট সুতরাং তাহার পতন রুদ্ধ করিতে বায়ুরও শতগুণ অধিক শক্তির আবশ্যক হয়।।

প্র। বায়ু কি সংযোগে আছে।

উ। বায়ু ও পৃথিবীর আকর্ষণের অধীন বটে, যেমন কোন পাত্রস্থ জলের তলায় যে জল থাকে, সেই উপরের জলকে ধারণ করে, সেইরূপ যে বায়ু পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে তাহারাই উপরের বায়ুকে ধারণ করে, তন্নিমিত্তে নীচের বায়ু পৃথিবীর

আকর্ষণ শক্তি এবং উপরের বায়ুর ভারের দ্বারা আকুঞ্চিত প্রযুক্ত, উপরের বায়ু অপেক্ষা নীচের বায়ু ঘন॥

প্র। ইহার প্রমাণ কি॥

উ। আপাতক এক দৃষ্টান্ত যেমন ধূম, এবং বাষ্প উপরে উঠিয়া যায়। পৃথিবী বেষ্টিত যে আকুঞ্চিত বায়ু তদপেক্ষা তাহারা লঘু, যেমন সোলা কিম্বা তৈল জলে পড়িলে তাহারা ভাসিয়া উঠে, জলেতে এবং বায়ুতে ভিন্নতা এই, যে জলের ভার সর্ব্বত্র সমান, বায়ু যত ঊর্দ্ধে গমন করে ততই লাঘব অতএব যে স্থান পর্য্যন্ত বায়ুর ভারের সহিত ধূম এবং বাষ্পের ভার সমান না হয়, তত দূর উঠিয়া স্থির হয়, বায়ু অপেক্ষা ধূমের লঘুতা হওয়ার আর এক কারণ এই, যে অগ্নির সংযোগে তাবদ্দ্রব্যের পরমাণুকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আয়তন বৃদ্ধি করে, সুতরাং লঘু হয়, তদ্রূপ বায়ুকেও লঘু করে, অতএব উষ্ণবায়ু লঘু প্রযুক্ত তৎ সমভিব্যাহারে যে বস্তু দগ্ধ হইতে থাকে, তাহার পরমাণু সকল বাষ্পাকার হইয়া ঊর্দ্ধে গমন করে, যখন ঐ উষ্ণ বায়ুর সহিত শীতল বায়ু মিশ্রিত হয়, তখন ঐ বাষ্প মধ্যের স্থূল পদার্থ বাধা পাইয়া তাহাতে ঝুল ও ভূসা হয় এই গতিক্রমে বেলুন যন্ত্র অর্থাৎ ফানস ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায়॥

প্র। আমরা যাহার উপর স্থিতি করিতেছি এ পৃথিবী কি চির কাল আছে॥

উ। পুরাণ মতে তাবৎ বস্তুর সৃষ্টি স্থিতি নাশের ন্যায় জগতের সৃষ্টি স্থিতি নাশ বারম্বার কল্পনা করেন, কিন্তু ন্যায়বাদিরা

মহাপ্রলয় কল্পনা করেন না, কহেন পৃথিবী চিরকাল আছে, জল প্লাবন ইত্যাদি দ্বারা কোন২ দেশ বা দ্বীপ নাশ হইতে পারে, তাবৎ পৃথিবীর নাশ অসম্ভব। ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা ৫৮৩৮ কেহবা ৫৮৪২ এইমত বৎসর সৃষ্টি কল্পনা করেন, ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ বক্তরা ৩৮৯২৯৩৯ বৎসর সৃষ্টি কহেন অতএব ইওরোপীয় পণ্ডিত দিগের এতদ্রূপ অল্পকাল কল্পনার হেতু এই বোধ হইতে পারে, যে তদন্তর্গত দেশে ইতিহাসাদি লিখিবার রীতি কিম্বা সভ্যতা অথবা কর্ষণোপযোগী উক্ত কালাবস্থিতই হইবেক, জ্যোতিষ বক্তারা এতদ্রূপ দীর্ঘকালাবচ্ছেদাবচ্ছেদ পৌরাণিকের কথিত প্রাপ্ত পুরাণ মতের রাজাদিগের নাম পৃথক ব্যক্তি এবং তাঁহার দিগের জীবদ্দশার কাল মনুষ্যাদির ন্যায় সংখ্যা বিবেচনায় তাদৃক কাল যদ্যপি অসম্ভব হউক, তত্রাপি ৫৮৩৮ বৎসরাপেক্ষা অনেক অধিক বোধ হয়, যে হেতুক প্রায় উক্ত সংখ্যক কলিযুগাব্দা, তাহা যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের পর এবং তৎকালাবধি দিল্লীশ্বরের নাম প্রায় যাজ্বল্যমান, এবং শক নিরূপিত দৃষ্ট হইতেছে, ইহার পূর্ব্ব সত্যযুগে ব্রহ্মা অবধি অনেক ঋষির নাম এবং সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় শাখায় অনেক রাজার নাম দেখা যায়, তস্মাৎ সৃষ্টি প্রথম কেবল ৫০০০ পাঁচ হাজার বৎসর সম্ভব বোধ হয় না, এবং তদ্রূপ ৩৮৯২৯৩৯ বৎসরের ইতিহাস শ্রেণী পূর্ব্বক, আর পৌরাণিকের মতের ঋষিদিগের আয়ু যদি তদ্রূপ দীর্ঘ বিশ্বাস না করা হয়, তবে সৃষ্টি কত কাল ইহা স্থির বলা হয় না এবং কোন দেশ অধিক কাল কোন

দেশবা অল্পকাল স্থাপিত এবং সভ্যতার আরম্ভ অথবা পরস্পার অপরিচিত হেতুক পরিমাণের অনৈক্য হউক। কথিত আছে যে অদ্যাপি এমত দ্বীপান্তর সম্ভাবিত যে অস্মদাদির শ্রবণ অগোচর॥

প্র। জ্যোতির বক্তারা উক্ত ৩৮৯২৯৩৯ বৎসর সৃষ্টি কিরূপ বিভাগ করেন॥

উ। প্রথম সত্যযুগ ১৭২৮০০০ বৎসর ব্যাপ্ত তাহারপর ত্রেতা যুগ ১২৯৬০০০ বৎসর তৎপর দ্বাপরযুগ ৮৬৪০০০ বৎসর তাহার পর কলিযুগ আরম্ভ, অদ্য ৪৯৩৯ বৎসর হইয়াছে, এমৎকালের মধ্যে অনেকানেক দ্বীপ সমুদ্রে মগ্ন এবং নূতন অনেক হইয়াছে

প্র। এরূপ ঘটনা কিরূপে হয়॥

উ। ঈশ্বরেচ্ছায় হয়, কিন্তু ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা এক অনুমান করেন, যে মহাসমুদ্রে ভূমিকম্প দ্বারা দ্বীপ নষ্ট হয়, আর করালাইন নামে পুষ্পের আকার এক জাতি কীট আছে, তাহারা সমুদ্রের জলের অধোভাগে মৃত্তিকারচনা আরম্ভ করিয়া যত দূর উপরে জল পায় ততোদূর পর্ব্বতাকার করে, তাহাই কালেতে দৃঢ় হয়, এবং তাহার উপর সমুদ্রীয় পক্ষিরা বিশ্রাম করিতে বসিয়া মল ত্যাগকরে, তাহাতে নানা বৃক্ষের বীজ পতিত হইয়া বৃক্ষোৎপত্তিহয়, পরে২জীব এবং মনুষ্য গিয়া বাসকরে।

প্র। পৃথিবীতে কত দ্বীপ আছে॥

উ। সংস্কৃত শাস্ত্রমতে সপ্তদ্বীপ, এবং যাহাতে অস্মদাদি স্থিতি করিতেছি ইহাকে জম্বুদ্বীপ কহে, এই জম্বুদ্বীপে নববর্ষ, তাহার

ভারতবর্ষের নাম এক্ষণে হিন্দুস্থান, অন্যান্য বর্ষ ইদানী ইওরোপ প্রভৃতি নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ভূগোল বৃত্তান্ত পুরাণ মতে যে রূপ বর্ণন আছে, তাহা এক্ষণে প্রত্যক্ষ হয় না, এজন্যে অনুমান হয়, পুরাণাদি যোগশাস্ত্র, তাহাতে এসমস্ত ব্যাপার সূক্ষ্মরূপ না থাকিবার সম্ভাবনা, জ্যোতিষ বক্তার প্রবাদ বিশ্বাসনীয় বটে কিন্তু তাহা এক্ষণে প্রায় লোপ, অথবা বহুকাল গতে অনেক পরিবর্ত্ত হইয়া থাকিবেক, পরে এমন কোন যোগ্য পাত্র রাজা হন নাই, যে পুনরায় উদ্ধার করেন, অতএব ইওরোপীয় রাজাদিগের প্রযত্নে এতদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা যাহা ইদানী স্থির করিতেছেন, তাহাই দৃষ্ট হয়, সুতরাং বিষয় ব্যাপারে চলিত, অতএব সেইমত ব্যাখ্যা করা উচিত হয়॥

প্র। ইওরোপীয় শাস্ত্র মতে কয় দ্বীপ॥

উ। সমুদ্র দ্বারা যাহা বিভক্ত নহে এমত মহাদ্বীপ দুই, আর যাহা জলের দ্বারা বেষ্টিত, তাহার নাম দ্বীপ, তন্মধ্যে যে সমস্ত ক্ষুদ্র২ তাহাকে উপদ্বীপ কহেন, স্থলের যে ভাগ জলদ্বারা প্রায় বেষ্টিত, কিন্তু মহাদ্বীপ কিম্বা অন্য কোন দ্বীপের সহিত সূক্ষ্মাংশ সংযুক্ত থাকে, তাহাকে প্রায় দ্বীপ, এবং ভূমির যে ভাগ মহাদ্বীপাদি হইতে সমুদ্রাদির মধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত ক্রমে২ক্ষীণ হইয়া যায়, তাহার নাম অন্তরীপ॥

প্র। দুই মহাদ্বীপ এক্ষণে কাহাকে বলে, এবং তাহারদিগের নাম কি॥

উ। এক্ষণকার যে দুই মহাদ্বীপ তাহার এক, তিনখণ্ডে বিভক্ত

অথা এসিয়া দেশ, এফরিকা দেশ, এবং ইওরোপ দেশ, দ্বিতীয় মহাদ্বীপ এমেরিকা শব্দে বিখ্যাত আছে ॥

প্র। দ্বীপের নাম কি ॥

উ। ইংলণ্ড, ঐর্লণ্ড, হালেণ্ড, লঙ্কা, গ্রীনলণ্ড, বর্ণিস্ত, এবং মাদাগাসকর ॥

প্র। উপদ্বীপ কি কি ॥

উ। সেণ্টহলিনা, মোহিম, জাবা, সুমাত্রা, জাপান ইত্যাদি ॥

প্র। প্রায়দ্বীপের নাম কি ॥

উ। মালাকা ইত্যাদি ॥

প্র। অন্তরীপের নাম কি ॥

উ। কেপ, কুমারিকা, কেপহার্ণ ইত্যাদি ॥

প্র। ভাবদ্দ্বীপাদি একত্র করিলে কত জল কত স্থল ॥

উ। দুই ভাগ জল এক ভাগ স্থল কিন্তু যদি অজ্ঞাত দ্বীপান্তর থাকে এমত হয় তবে স্বতন্ত্র কথা ॥

প্র। ইওরোপ কোন দেশ ॥

উ। ইওরোপ এই এসিয়ার বায়ুকোণে, তদন্তর্গত দেশের নাম আষ্ট্রীয়া, ডেনমার্ক, ইংলণ্ড, ফ্রেঞ্চ, জরমনী, ইটালী, আইয়রলেণ্ড, হালেণ্ড, নেথরলেণ্ড, পোরটুগেল, প্রুসিয়া, স্পেইন, সুইডেন, সুইটজরলেণ্ড, টরকি, এবং রুসিয়ারকিয়দংশ ॥

প্র। এফরিকা কোন দেশ ॥

উ। এফরিকা এসিয়ার নৈঋতকোণে, তদন্তর্গত দেশের নাম খবস, উত্তমাসা অন্তরীপ, মিসর, এবং মাদাগাসকর ॥

প্র। এমেরিকা কোন দেশ ॥

উ। এমেরিকা এই এসিয়ার পূর্ব্বদিকে, এবং পশ্চিম দুই বলা যায়, অর্থাৎ বিপরীত দিকে আছে তদান্তর্গত দেশের নাম উত্তর এমেরিকা, মিলিত রাজ্য, এবং পশ্চিম ইণ্ডিয়া ॥

প্র। এসিয়া কোন দেশ ॥

উ। এসিয়া অর্থাৎ জম্বুদ্বীপের কিয়দংশ, তদান্তর্গত দেশের নাম শাবেরদেশ, তার্ত্তর তুরুষ্ক, আরব, পারস, চিন, আসাম, শ্যাম, বরম, এবং হিন্দুস্থান অথবা ভারতবর্ষ ॥

প্র। উক্ত তারতের কোন দেশ বড় ॥

উ। এপৃথিবীর সকলকে ষোলভাগ কল্পনা করিয়া, তাহার মধ্যে ইওরোপ দুই আনা, এসিয়া পাঁচ আনা, এফ্রিকা সাড়ে-তিন আনা, এমেরিকা সাড়েপাঁচ আনা, কিন্তু মনুষ্য সংখ্যা ইও রোপে এবং এসিয়াতে ৬ অর্ব্বুদ ৫ কোটী, তন্মধ্যে এসিয়াতে ৫ অর্ব্বুদ অথবা ৫০ কোটী, তাহার কারণ এসিয়া দেশ সর্ব্বা-পেক্ষা প্রাচীনা, এফ্রিকা এবং এমেরিকাতে কেবল পাঁচকোটী মনুষ্য, ইহার অনুমানিক কারণ এই, যে এফ্রিকা প্রায় সকল বালুকাময়, এবং তাহাতে জীবের খাদ্যোৎপত্তি অত্যল্প হয়, আর এমেরিকা ও এসিয়া হইতে অনেক দূর ॥

প্র। এসিয়ার চতুঃসীমা কোন পর্য্যন্ত ॥

উ। উত্তর সীমা হিমসমুদ্র, দক্ষিণ সীমা ভারত মহাসাগর, বায়ুকোণে ইওরোপ, নৈঋতকোণে আরবের মহাখাল, অথবা রেডসী (যদ্দ্বারা এফ্রিকা হইতে বিভক্ত) পূর্ব্বসীমা পাসিফিক্

নামে সমুদ্র॥

প্র। হিন্দুস্থান অথবা ভারতবর্ষের চতুঃসীমা কি।

উ। ভারতবর্ষের উত্তরসীমা হিমালয় পর্ব্বত, দক্ষিণ সীমা ভারত মহাসাগর, পশ্চিম সীমা অটকনদী, পূর্ব্ব সীমা চিনদেশ লোকসংখ্যা ১০ কোটী, তাহার জৈন ও সিককে যদি হিন্দু বলা যায়, তবে হিন্দু ৸০ বারো আনা মুসলমান ৶০ তিন আনা পারসি ও পাহাড়ী ৵০ আনা॥

প্র। ভারতবর্ষস্থ দেশের নাম কি॥

উ। কর্ণাট, সরস্বতী অর্থাৎ লাহোর, হস্তিনা, গুজরাট, ত্রিহুত দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ, উৎকল, এবং গৌড় এইদশ প্রকার ভাষার প্রত্যেকে অনেক প্রভেদ॥

প্র। ভারতবর্ষস্থ পর্ব্বতের নাম কি॥

উ। হিমালয়, ঘাট, বিন্ধ্য, এবং চাটিগার পর্ব্বত সকল॥

প্র। নদীর নাম কি॥

উ। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, সিন্ধু, শতদ্রু, বিপাসা, ঐরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা নর্ম্মদা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, গোগরা, এবং শোণ-ভদ্র ইত্যাদি॥

প্র। ভারতবর্ষ চিরকাল কোন জাতির রাজ শাসনাধীন॥

উ। তাবৎকাল সনাতন ধর্ম্মাবগামী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতির, কলিযুগে ৪২৬৯ বৎসরের পর যবনাধিকার ৬০০ বৎসর থাকিয়া অদ্য ৭৩ বৎসর ইংলণ্ডীয় রাজার অধীন॥

প্র। সৃষ্টির প্রথমাবধি তাবৎ রাজার নাম ধাম এবং সনাতন

২ ধর্ম্ম ত্যাগ করত নানা ধর্ম্মাবলম্বন কিরূপে কোন২ সময়ে হয় ।।

উ। ইহার সূক্ষ্ম বৃত্তান্ত এবং শ্রেণীপূর্ব্বক প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই, পূর্ব্বকালে জম্বুদ্বীপে ভারতবর্ষ ইলাবর্ষ ইত্যাদি নামে নয় বর্ষ ছিল সে তাবৎ বর্ষস্থ সভ্য মাত্রেই সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ছিল কালেতে ক্রমে তাহা ত্যাগ হইয়া ম্লেচ্ছ যবন ইত্যাদি নানা ধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছে, ইহা অনুমানের কারণ জাতি প্রকরণে কহিয়াছি, সূক্ষ্ম সময় প্রাপণ অসাধ্য যে হেতুক ইওরোপীয় ইতিহাস যদবধি তৎ তদ্দেশীয় সম্রাট স্বতন্ত্র হইয়াছে, তাহাই প্রচার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত গোপন করিয়াছেন, কলেন সে সমস্ত মিথ্যা গল্প এবং গোলযোগ এজন্যে ত্যজ্য হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন পুস্তক সমস্ত প্রায় যবনেরা দগ্ধ করিয়াছে এবং কতক জলপ্লাবনে নষ্ট হইয়াছে, পুরাণাদি যাহা প্রচলিত তাহা যোগশাস্ত্র তন্মর্ম্ম পরমার্থ প্রদর্শিকা তাহাতে সৃষ্টি প্রথমাবধি রাজকীয় ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে দৃষ্ট হয় না, কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজক কত গুলি ঋষির নাম আর ভারতবর্ষ মধ্যে যে কোন ব্যক্তিকে অবতার জ্ঞান হইয়াছিল তাঁহারি গুণ বর্ণন নিমিত্ত তৎ পূর্ব্ব পুরুষের নামাদি, আনুসঙ্গিক সৎকর্ম্মোপলক্ষে কোন২ রাজার উপাখ্যান এবং কিঞ্চিৎ যুদ্ধ বিক্রম তাহাও নানা প্রকার স্তুতি বাক্য এবং বর্ণনাতে পরিপূর্ণ ।।

প্র। পুরাণাদি যাহা প্রাপ্ত তাহার বর্ণনা ত্যাগ করিয়া স্থূল তাৎপর্য্য কিঞ্চিৎ শুনিতে ইচ্ছা করি, কারণ অনুমান হয় তদ্দ্বারা কতক উপলব্ধি হইতে পারে ।।

উ। সৃষ্টির প্রথম পুরুষ ব্রহ্মা, তাঁহা হইতে অত্রি, অত্রি হইতে চন্দ্রবংশ, ও দক্ষ হইতে সূর্য্যবংশ, এবং স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত পৃথিবীর রাজা, প্রিয়ব্রতের সাতপুত্র, সপ্তদ্বীপ বিভাগকরিয়া লইয়াছিলেন, আগ্নেধ্রু জম্বুদ্বীপ অধিকার করেন, আগ্নেধ্রুরাজার নয়পুত্র, এই জম্বুদ্বীপকে নয় খণ্ডে বিভক্ত করেন, এবং স্বীয়২ নামে নয়বর্ষ খ্যাত হয়, যথা কিংপুরুষ- কিংবর্ষ, ইলাবৃত -ইলাবর্ষ, ভদ্রাশ্ব- ভদ্রাশ্ববর্ষ, কেতুমাল- কেতুমালবর্ষ, রম্যক -রম্যক বর্ষ, হিরণ্ময়-হিরণ্ময়বর্ষ, কুরু-কুরুবর্ষ, হরি-হরিবর্ষ,—— এবং নাভি-নাভিবর্ষ ইতি নাভির পুত্র ঋষভদেব, ঋষভদেবের ১০০ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরত, এই ভরত রাজা অতি খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন, এজন্যে উক্ত নাভিবর্ষ ভরতের শাসন কালাবধি ভরতবর্ষ বলিয়া, এবং দক্ষিণ সমুদ্র ভারত মহাসাগর নামে খ্যাত হয়। অনুমান হয় দক্ষিণ দিকস্থ সমুদ্র মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদ্বীপ সমস্ত তৎকর্তৃক সভ্য এবং জয় হইয়া থাকিবেক, এজন্যে উক্ত দিকস্থ কোন২ উপদ্বীপে ভরত রাজার প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহাকে তত্রস্থ লোকেরা দেবতা বলিয়া অদ্যাপি পূজাকরে এমত শুনা যাইতেছে। তৎপরে ভারতবর্ষে সূর্য্যবংশীয় প্রথম রাজা ইক্ষাকু তাঁহার পৌত্র কাকুৎস্থ, তিনি অযোধ্যার সিংহাসন পাইয়াছিলেন, সেই বংশে দশরথ, তাঁহার পুত্র শ্রীরামচন্দ্র, রামগুণ বর্ণন নিমিত্ত রামায়ণ নামে এক গ্রন্থ প্রচার আছে, তাহাতে লিখেন যখন লঙ্কার অধিপতি রাবণ রাজা সীতাকে হরণ করিয়াছিলেন তখন রামচন্দ্র সুগ্রীবের এবং হনূমানের অবলম্বন দ্বারা লঙ্কা

জয় করিয়া রাবণকে বধ করিয়া, তাহার ভ্রাতা বিভীষণকে রাজ সিংহাসনাধিকারী করিয়াছিলেন। কবিরা বর্ণন করেন যে রাবণ রাজার দশগ্রীব এবং বিংশতি হস্ত আর সুগ্রীব ও হনুমান বান রাকৃতি ছিল, ইহা হইতে পারে যে তাহারা অসভ্য জাতি ছিল, তন্নিমিত্তে তাহারদিগের বানররূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তদ্দেশীয় লোক সম্পূর্ণরূপে বিদ্বান নহে। দক্ষিণ ভারতবর্ষের প্রাচীন গাথাতে প্রচার করে যে রামচন্দ্র যখন লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন, তখন অযোধ্যা হইতে লোকেরা আসিয়া তদ্দেশে সভ্যতা এবং শিল্পবিদ্যা প্রচার করিয়াছিল। ইক্ষাকুর আর এক পুত্র নিমি, মিথিলা নগর স্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং রামচন্দ্রের পত্নী যে সীতা, তাঁহার পিতা জনক রাজা সেই বংশে জন্মিয়াছিলেন। চন্দ্রবংশে চন্দ্রের পুত্র বুধ, তাঁহার পুত্র পুরোরবা, তিনি চন্দ্রবংশে ভারতবর্ষে পাবত্রিক স্থানে প্রথম রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং তিনি অগ্নি প্রজ্জলিত বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ অগ্ন্যাস্ত্র বোধ হয়, পুরোরবার জ্যেষ্ঠপুত্র অযস তাঁহার পুত্র নহুস, এবং চিত্রভদ্র, নহুস পারত্রিক স্থানের সিংহাসন প্রাপ্ত হন, এবং চিত্রভদ্র কাশীতে স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপিত করেন, নহুসেরপুত্র যযাতি, তাঁহার পাঁচপুত্র, যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, অনু, এবং পুরু, এবং এই পাঁচ জনের প্রত্যেকের অনেক সন্তান তাঁহারা নানা দিকে স্বীয়২ নামে নানা দেশ স্থাপিত, এবং অসভ্য জাতিকে সভ্য করিয়াছিলেন, গ্রীসদেশীয় অনেক রাজারা কহেন যুপিটর দেবতার এবং পিরুদেশের রাজারা কহেন, যে তাঁহার

সূর্য্য বংশীয়, ইহাতে এমত অনুমান হয় যে সূর্য্য বংশীয় এবং চন্দ্রবংশীয় রাজার দিগের শাখা প্রশাখার কোন সন্তান তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ হইবেন। পুরুর বিংশতি পুরুষ পরে হস্তী নামে রাজা হস্তিনাপুর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন হস্তির চারি পুরুষ পরে কুরু, তাঁহার রাজধানী কুরুক্ষেত্র, কুরুর ত্রয়োদশ পুরুষ পরে শান্তানু রাজা, তাঁহার পুত্র ভীষ্ম, চিত্রাঙ্গদ, এবং বিচিত্রবীর্য্য। ভীষ্ম স্বেচ্ছাপূর্ব্বক রাজ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন চিত্রাঙ্গদ যুদ্ধে হত, এবং বিচিত্রবীর্য্য নিঃসন্তানে মৃত্যু, সেই বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীতে বেদব্যাস দ্বারা পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্র হন, পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র, যথা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি, ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র দুর্য্যোধন প্রভৃতি, এতদুভয়ে এক ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহাতে অনেক রাজা সম্মিস্ট এবং হত হইয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবের পক্ষ ছিলেন, অতএব শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় এই, যে যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যে যদু, তাঁহার দুই পুত্র, যথা খোসথী ও সেরাজজীৎ, তাহার প্রথমের বংশে সুরসেন, এই সুরসেনের কন্যা পৃথার সহিত পাণ্ডুর বিবাহ হইয়াছিল, আর সুরসেনের পুত্র বসুদেব, বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, যখন সুরসেন পরলোকগমন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের মাতুল উগ্রসেন, বসুদেবকে রাজ্য না দিয়া বলক্রমে আপনি মথুরায় রাজা হইয়াছিলেন, এনিমিত্তে উগ্রসেনের পুত্র কংশের সহিত শ্রীকৃষ্ণের শত্রুতা, পরে কংশকে নষ্ট করিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় রাজা হইলেন, তাহার অল্পকাল পরেই কংশের শ্বশুর মগধের রাজা জরাসন্ধ তাঁহাকে আক্র

মণ করিলে, তিনি গুজরাটে দ্বারকা নামে রাজ্য স্থাপিত করিয়া সেই স্থানে রাজধানী করিয়াছিলেন, পরে গৃহ বিবাদে যদুবংশ তাবন্নষ্ট হয়, এবং মৃগ ভ্রমে ব্যাধ কর্তৃক তিনিও লীলা সম্বরণ করেন, পরে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতারাও স্বর্গারোহণ করেন, দ্বারকাপুরী সমুদ্রেমগ্ন, এইরূপে দ্বাপর পর্য্যন্ত পর্য্যবসান। কলি যুগোৎপত্তি হইলে পরেও যদিস্যাৎ উক্ত হস্তিনা ভারতবর্ষের প্রধান সিংহাসন বলিয়া লোক অদ্যাপি মান্য করিয়া আসিতে ছেন, তত্রাপি যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের পর অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিত, তাঁহার পুত্র জনমেজয়, তাঁহার পুত্র নৃচক্ষু, যখন হস্তি নাগরী জল প্লাবন দ্বারা নষ্ট হইল, তখন তিনি কাশ্মীর দেশে গিয়া রাজধানী করিয়াছিলেন, এখানে দিল্লী নামে রাজধানী হয়, আর তৎ কালাবধি অনেক কাল পর্য্যন্ত মগধ রাজা প্রবল ছিলেন, এবং ঐ জরাসন্ধের বিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত ঐস্থানে রাজ্য করিয়াছিলেন, তাহার পর অনেক রাজা হইয়া শেষ সুধন্না রাজার পুত্র শাক্যসিংহ অথবা গৌতম বৌদ্ধমত স্থাপিত করিয়া ছিলেন, এবং সে মত দিল্লীর সিংহাসনেও আরূঢ় হইয়াছিল॥

প্র। কলি যুগোৎপত্তি অবধি দিল্লীর সিংহাসনেস্থের দিগের নাম কি॥

উ। কলিযুগ আরম্ভেই যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করেন অতএব তদবধি কলিযুগাব্দার মেলন সহিত পশ্চাৎ লিখি দৃষ্টিকর॥

দিল্লীশ্বরের নাম ॥

হস্তিনা এবং দিল্লীনগরে কলি যুগোৎপত্তি অবধি রাজ দণ্ডধারি দিগের নাম এবং শাসনের কাল ॥

জাতি এবং	রাজার নাম	রাজসংখ্যা	শাসনের বৎসর
ক্ষত্রিয়	যুধিষ্ঠির অবধি ক্ষেমক পর্য্যন্ত	১৮	১৮১২
রাজপুত	বিসারুদ অবধি যোধমল্ল পর্য্যন্ত	১৪	৫০০
নাস্তিক	বীরবাহু অবধি আদিত্য পর্য্যন্ত	১৫	৪০০
	ধুরন্ধর অবধি রাজপাল পর্য্যন্ত	৯	৩১৮
	শকাদিত্য	১	১৪
		৫৭	

যুধিষ্ঠিরের শক রহিত করিয়া শকাদিত্য স্বয়ং নামে শক স্থাপিত করিলেন ॥

দিল্লীশ্বরের নাম ॥

জাতি	রাজার নাম	জন	শাসন	কলি
ক্রমিক		৫৭		৩০৪৪
	বিক্রমাদিত্য	১	৯৩	
ভুষ্টযোগা	সমুদ্রপাল অবধি বিক্রমপাল পর্য্যন্ত	১৬	৬৪২	
	তিলকচন্দ্র অবধি প্রেমদেবী পর্য্যন্ত	১০	১৪১	
বৈরাগী	হরিপ্রেম অবধি মহাপ্রেমপর্য্যন্ত	৪	৪৬	
বঙ্গজবৈদ্য	ধিসেন অবধি দামোদরসেন পর্য্যন্ত	১৩	১৩৭	
		১০১	১০৫৯	৩০৪৪

এই সময়ে ভারতবর্ষের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, ইনিসিথিয়ান জাতিকে পরাজয় করিয়াছিলেন, এবং নাস্তিকতা দেশ হইতে দূর করিয়াছিলেন, সে ধর্ম্ম চিন এবং ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করে, ব্রহ্ম দেশে অদ্যাপি গৌতমের প্রতিমূর্ত্তি করিয়া লোক পূজাকরে ॥

এসময়ে ভারতবর্ষের নানা রাজা পৃথক২ আরম্ভ অর্থাৎ বহু প্রধানক রাজ্য এবং ধর্ম্ম বিষয়ক এবং রাজ বিবাদে খণ্ড২ হইয়া পরস্পর হিংসা দিল্লীশ্বর নাম মাত্র, সুতরাং পূর্ব্ববৎ ক্ষমতা না থাকাতে, ভারতবর্ষের দৌর্ব্বল্য ক্রমে হইয়া উঠিতে লাগিল ॥

ধিসেনের শাসনের সময়ে গিজনির বাদসা সবক্তগি লাহোর প্রভৃতি দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, উক্ত বাদসার প্রথম আক্রমণ ৩৬৭ হিজরী, তাহার পর ২০ বৎসরের মধ্যে উক্ত দেশের মহম্মদ নামে বাদসা, দ্বাদশবার এই হিন্দুস্থানে আসিয়া, নানা স্থানের দেবমন্দির, প্রতিমা নষ্ট করিয়াছিল, এবং ভারতবর্ষের অর্দ্ধেক দেশ উতপ্লুত করিয়াছিল গুজরাটে সোমনাথের মন্দির রক্ষার্থে হিন্দুরা অনেক যুদ্ধ করিয়া বাদসাজার পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য নষ্ট করিয়াছিল, অবশেষে পরাস্ত হইয়া ব্রাহ্মণেরা আট কোটি মুদ্রা দিতে স্বীকার করিয়াছিল, মহম্মদ তাহা না শুনিয়া

জাতি	রাজার নাম	জন	শাসন	ক
ক্রমিক		১০১	১০৫৯	৩
চৌহানরাজপুত	দ্বীপসিংহ অবধি জীবনসিংহ পর্য্যন্ত	৬	১৫১	
	পৃথুরায়	১	১৫	
যবন	কুতবুদ্দিন	১	৫	
		১০৯	৫	

স্রাত দ্বারা প্রতিমাকে খণ্ড২ করিয়া তাহার উদর হইতে আট কোটির অধিক মূল্যের রত্ন পাইয়া প্রস্থান করিল, ইহাতে বিবেচনা কর, ভারতবর্ষ বহু প্রধানক রাজ্য হওয়াতে এরূপ দৌর্ব্বল্য প্রাপ্ত হইয়াছিল যে অত্যল্পায়াশে মহম্মদ, দ্বাদশবার এদেশে আসিয়া জয় করিলেক, তাহা নিবারণ করিতে কেহই স্বক্ষম হইলেন না, তদবধি ভারতবর্ষস্থ লোক এপর্য্যন্ত কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ, ফলকথা ভিন্নদেশীয় রাজার অধীন হইলে সেদেশ এমনি হইয়া থাকে ॥

কুতবুদ্দীন আপনার প্রভুর প্রতিনিধি রূপে ভারতবর্ষে রাজশাসন প্রায় ৭০ বৎসর করে, উক্ত প্রভু মহম্মদ গোর পরলোক গমন করিলে, সন ৬০২ হিজরীতে দিল্লীর হিন্দু রাজাদিগকে দূর করিয়া আপনি সেই স্থানে রাজধানী করেন, এই নিমিত্ত যদ্যপি সবক্তগীর আগমনাবধি ভারতবর্ষ যবনাধিকার হউক, তত্রাপি এতৎকাল ব্যাপিয়া যবনেরা এক প্রকার লুটেরার মতই ছিল, কুতবুদ্দীন দিল্লীতে সিংহাসনোপবিষ্ট রাজচিহ্ন হওয়াতে তদবধি সম্পূর্ণ রূপে যবনাধিকার বলিয়া গণনা আরম্ভ করা গেল, এবং সেই অবধি ইংরাজ লোকের প্রাপ্তি পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের যাব

দিল্লীশ্বরের নাম ।।

জাতি	রাজার নাম	জন	শাসন	কলি
		১০৯	৫	৪২৬৯
ক্রমিক				
	আরামসা	১	১	
যবন	আলতামস	১	২৫	
	ফিরোজ	১	।৬	
	রাজিয়া	১	৩।৬	
	বয়েরাম	১	২।৩	
	মসাউদ	১	৪	
	মাহাম্মদ	১	২২	
	বালিন	১	২১	
	কৈকোবাদ	১	৩	
	ফিরোজ	১	৭।৩	
	আলাহ	১	২১	
	ওমার	১	।৩	
	মবারক	১	৪	
	চসিরো	১	।৬	
	তগলিক	১	৪	
	মহম্মদ	১	২৭	
	ফিরোজ	১	৩৮	
	তগলিক	১	।৬	
	আবুবেক্কর	১	১	
	মহম্মদ	১	৬।৬	
	সেকান্দর	১	।১।।০	
	মহমদ	১	২০	
		১৩১		৪২৬

নিক ইতিহাসানুসারে, যুদ্ধ, হত্যা, লুট, ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ, সর্ব্বদা এদেশকে উপদ্রবে ব্যাপ্ত করিয়াছিল, এবং হিন্দুদিগের ধর্ম্ম বলপূর্ব্বক নষ্ট করিত, পরে ইংরাজ লোকের প্রাপ্তির পর আট বৎসর পর্য্যন্ত, চোর ডাকাইতের দৌরাত্ম্য প্রভৃতি অনেক অরাজকের ন্যায় হইয়া, ইং ১৭৭২ সালে নূতন আইন দ্বারা তাহা স্থকিত হয়, তদবধি সুস্থির ক্রমশঃ দেশের সৌভাগ্য একপ্রকার পরাধীন হইয়াও, প্রজা সমস্ত সুখে কালযাপন করিতেছে, কিন্তু ধর্ম্মলোপ বিষয়ে, ইং ১৭৯৯ সালে এদেশে মিসিনরি স্থাপিত হইয়া, সে কর্ম্ম পুনর্জীবিত, এক্ষণে তাঁহারা হিন্দুদিগের অকর্ম্মাণ্য অধার্ম্মিক ক্ষুদ্র ইত্যাদি নানা কথা কহিয়া এবং গ্রন্থ রচনা করিয়া হিন্দু বালক দিগকে অধ্যয়ন এবং উপদেশ দ্বারা ক্রমশঃ সুস্থির রূপে এক প্রকার বল প্রকাশ বটে ।।

এই সময়ে তৈমুর আইসে ।।

জাতি	রাজার নাম	জন	শাসন	কলি
ক্রমিক		১৩১		৪২৬৯
যবন	দৌলতখোমি	১	১।৩	
	খিজরি	১	৭	
	মবারক	১	১৩।৭	
	মহম্মদ	১	১২	
	আলাহ	১	৭	
	বিলোলি	১	৩৮	
	সেকন্দর	১	১৬	
	এবরাহিম	১	১০	
	বাবর	১	৯	
	হুমাউ	১	১২	
	সের	১	৩	
	সলিম	১	৮	
	ফিরোজ	১	।৬	
	মহম্মদ	১	৯	
	হুমাউ ঐ বুড়া	১	২	
	আকবর	১	৫১	
	জাহাঙ্গির	১	২৩	
	সাজাহা	১	৩৩	
	আলমগির	১	৫০	
	বাহাদুর	১	৪	
	জাহাদার	১	১	
	ফরুকসের	১	৬	৪২৬৯
		১৫৩		

জাতি	রাজার নাম	জন	শাসন	কলি
ক্রমিক		১৫৩	৫৪৪	৪২৬৯
যবন	রফিউলসা	১	।৬	
	মহমদ	১	৩০	
	মহম্মদ	১	৭	
	আলমগির	১	৭	
	সাহ আলম	১	৯	
				৫৯৭
খ্রিষ্টীয়ান	ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী	১৫৮		
	ইংরাজী ১৭৬৫	....	....	৭৩
				৪৯৩৹

ঠিক দিলে কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় হয় তাহার কারণ নানা স্থান হইতে সংগ্রহ তথাপি প্রায় মেলন হইয়াছে যৎকিঞ্চিৎ চান্দ্রমাস এবং সৌরমাস জন্য কোন স্থানে ভ্রম থাকিবেক ॥

এই গ্রন্থ ইং ১৮৩৮ সাল সম্বৎ ১৮৯৫ শকাব্দা ১৭৬০ শকে রচিত হইল সেই বৎসরের পঞ্জিকা দৃষ্টি করহ কলিযুগাব্দা ৪৯৩৯ বৎসর দেখিবেন ॥

এই সময়ে নাদরনা আইসেন ॥

প্র। রাজাদিগের রাজ্যভোগের কাল এতদ্রূপ অল্প এবং অতি শীঘ্র২ পরিবর্ত্ত হইবার হেতু কি ॥

উ। অরিমিত্র২, মিত্রমিত্র, অরিমিত্রামিত্র, পুরোবর্ত্তি, পার্ষ্ণিগ্রাহ, আক্রন্দ, পার্ষ্ণিগ্রাহাসার, আক্রান্দাসার, মধ্যম, উদাসীন, এই একাদশ বিধ রাজা হয়। এজগতের ধারণকর্ত্তা যে হয় তাঁহাকে শাস্ত্রে ধর্ম্ম শব্দে কহে, এবং এজগতের বিনাশকারী যে হয় তাহাকে অধর্ম্ম কহে, তবে যে রাজার ভূধারকতা, সে ধর্ম্ম দ্বারা, যে হেতুক অতিশয় যুদ্ধবীর যে রাজা সেও ধর্ম্ম ব্যতিরেকে পৃথিবী ধারণ করিতে পারে না, কিন্তু অধর্ম্মেতে সকল নষ্ট হয়, অতএব রাজার ভূধারকতা ধর্ম্ম নিমিত্তক, স্বমাত্র নিমিত্তক নহে অতএব সত্যযুগে সকলের ধর্ম্মমাত্রাচরণ যে পর্য্যন্ত ছিল, তাবৎ পর্য্যন্ত এপৃথিবীতে রাজা কেহ ছিল না, ব্রাহ্মণই রাজা ছিলেন, পশ্চাৎ ক্রমশঃ অধর্ম্ম সঞ্চার হওয়াতে, পরমেশ্বর সত্যের শেষাবধি এতৎ পর্য্যন্ত অধর্ম্ম নিবারণ, ও ধর্ম্ম সংস্থাপন করণক, স্বসৃষ্ট পৃথিবীর রক্ষার্থে রাজত্বপদ কাল বিশেষে পুরুষ বিশেষকে বার বার স্থাপিত করিয়া আসিতেছেন, এবং যে বস্তু যে নির্ম্মাণ করে সে বস্তু তৎ কর্ত্তৃক দান বিক্রয়াদি ব্যতিরেকে তাহারি থাকে,

এপৃথিবীর নির্ম্মাণকর্ত্তা পরমেশ্বর, স্বনির্ম্মিত পৃথিবী কখন কাহা কেও দান করেন নাই, ও বিক্রয় করেন নাই, অতএব এইপৃথিবী পরমেশ্বরেরই, পরমেশ্বরেচ্ছানুসার স্বকীয় পৃথিবী পালনার্থে যখন যে রাজপদে স্থাপিত হয়, তখন তাহার উপযুক্ত এই হয়, যে শাস্ত্রোক্ত রাজধর্ম্মানুস্মরণ পূর্ব্বক অধর্ম্ম নিবারণ, ওধর্ম্ম সংস্থাপন করণক, দুষ্ট দমন, ও শিষ্ট প্রতিপালনার্থ, প্রজা লোকেদের হইতে নিয়মিত করগ্রহণ করত, এপৃথিবীর পালন করেন, সকল রাজধর্ম্মের তাৎপর্য্যার্থ এই, তাদৃশ রাজধর্ম্ম বিপরীতকারী শিশ্নোদর মাত্র পরায়ণ, স্বভাণ্ডার পরিপূর্ণার্থে ইচ্ছাচার করগ্রাহী প্রমত্ত যে কিংরাজা, সে কৃত সুরাপান বৃশ্চিকদষ্ট ভুতাবিষ্ট বানর ন্যায় ব্যাকুল হয়, এমনুষ্য লোকে যদি কেহ কোন ক্ষুদ্রতর পুরুষের দ্রব্যেতে স্বকীয় জ্ঞান করিয়া যথেষ্টাচরণ করে, সে ইহলোকে রাজদণ্ড ও অকীর্ত্তিভাগী হইয়া, পরলোকে বহুতর কাল পর্য্যন্ত নরকভাগী হয়, এপৃথিবী জগদীশ্বরের, ইহাতে আমার এপৃথিবী এতাদৃশ বুদ্ধিকারী যে প্রমত্ত, উচ্ছৃঙ্খল, যথেষ্টাচারী, কিংরাজা, তাহার কথা কি কহিব, অতএব উপরে দৃষ্টি করিলে বিলক্ষণ উপলব্ধি হইবেক, যে কলিযুগারম্ভাবধি যুধিষ্ঠির প্রভৃতি যে কয়েক জন ধর্ম্মশীল রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহারাই বহুকাল সুখে রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন, এবং তদধিকারে প্রজা সমস্তও স্বচ্ছন্দে ছিলেন, ক্রমশঃ অধর্ম্মের বাহুল্য যেমত২ হইতেছে, তেমনি শীঘ্র২ রাজার পতন দৃষ্ট হইতেছে, যবনাধিকারে তদ্রূপ বিস্তর, বিশেষ তাহারদিগের ইতিহাসাদি শ্রবণ করিলে,

অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইবেক, যে সর্ব্বদা আত্মকলহ, অর্থাৎ কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের মস্তক ছেদন করতঃ সিংহাসনোপবিষ্ট, কখন ভাগিনেয় মাতুলের স্কন্ধ নাশ দ্বারা রাজছত্র স্বীয় শিরোপরি শোভিত, কখনবা পিতাকে কারাবদ্ধ করিয়া পুত্র রাজ সম্ভ্রম গ্রহণ করেন, এইরূপ পরস্পর দ্বেষ, হিংসা, অন্যায়াচার, প্রায় তাবৎকাল ব্যাপ্ত, তন্মধ্যে কদাচিত যে কেহ ধার্ম্মিক হইতেন, তাহারাই কিঞ্চিৎ অধিক কাল জীবিত থাকিয়া রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন ॥

প্র। বঙ্গদেশের চতুঃসীমা কোন পর্য্যন্ত এবং বঙ্গ নামের কারণ কি ॥

উ। বঙ্গদেশের অর্থ কেচিৎ বদন্তি জল প্লাবিত ভূমি ইহার উত্তর সীমা নেপাল ও ভোটের দেশ, পশ্চিম বেহার ও উড়িস্যা দক্ষিণ বঙ্গদেশীয় বৃহৎ প্রণালী, পূর্ব্ব সীমা আসাম ও ব্রহ্মার রাজ্য, এবং উৎকলের অন্তঃপাতি ছিল যে মেদিনীপুর, তাহার সহিত একত্র করিয়া গণনা করিলে, দীর্ঘতা উত্তর দক্ষিণে ১৭৬ ক্রোশ, প্রশস্ততা পূর্ব্বপশ্চিমে ১৫০ ক্রোশ, প্রধান নগরের নাম রাজমহল, ঢাকা, মুরসিদাবাদ, ইদানী কলিকাতা, ইহা ভিন্ন দেনমার্কের শ্রীরামপুর, ফ্রেঞ্চের চন্দননগর, ওলন্দাজের চুঁচড়া, এই তিন বাণিজ্য স্থান, তাবতের মনুষ্য সংখ্যা ৩ কোটি. তাহার ৸৴ তেরো আনা হিন্দু ৶৴ তিন আনা যবন ॥

প্র। বঙ্গদেশের পূর্ব্ব বিবরণ কি ॥

উ। সত্যাদিযুগে বঙ্গদেশে কোন খ্যাত্যাপন্ন নগরের উল্লেখ

পুরাণাদিতে দৃষ্ট না হওয়াতে বোধ হয়, যযাতি রাজার সন্তানেরা তাবৎ দেশ বিভাগানন্তর যখন স্বীয়২ নামে দেশের নাম এবং অসভ্য জাতিকে সভ্য করিয়াছিলেন, সেই কালে অনুর সন্তান বঙ্গ নামে রাজা কর্ত্তৃক এদেশ বঙ্গদেশ নামে স্থাপিত হয় তৎপরের ইতিহাসের মধ্যে, কেবল দ্বাপরের শেষেযখন পাণ্ডব সন্তানেরা বঙ্গভূমিতে আগত হইয়া দুর্গমতা হেতুক ব্রহ্মপুত্র নদের পার যাইতে পারেন নাই, তদর্থ সে দেশ পাণ্ডব বর্জিত বলিয়া খ্যাত আছে, আর তাম্রধ্বজ নামে এক রাজার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ বর্ণন আছে, তাহার রাজধানী তমলোক কিন্তু তাবৎ বঙ্গদেশের রাজা কুন্তীর নন্দন কর্ণ ছিলেন, তাহারপর বঙ্গদেশে এক প্রধান রাজধানী তাহার নাম গৌড়, লোকে কহে তাহা অনুমান ২৫০০ বৎসর গত প্রথম স্থাপিত হয় মাত্র। ২১৬৬ বৎসর গত গ্রীস দেশীয় সেকন্দর নামে এক খ্যাত্যাপন্ন রাজা, তিনি হিমালয় প্রদেশে শিবের রাজ্যেতে রাজধানী করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাসে লিখে, যে তিনি ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম পঞ্জাপ প্রভৃতি দেশ জয় করিয়াছিলেন, এবং বঙ্গভূমিতে আসিবার ইচ্ছা করিয়া বর্ষার নিয়ম না জানিয়া ৭০ দিন পর্য্যন্ত বর্ষা দ্বারা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া সৈন্য ক্লান্ত দেখিয়া, বিমুখ হন, তৎকালে দিল্লীর সিংহাসনে নাস্তিক ধুরন্ধর রাজার সন্তানেরা উপবিষ্ট ছিল, কিন্তু মগধরাজা চন্দ্রগুপ্ত তখন প্রবল, আলেকজান্দরের পরলোক হইলে, তাহার রাজ্য তাহার তিন জন সেনাপতির মধ্যে বিভাগানন্তর, সেলেউকশ নামে সেনাপতি ভারতবর্ষের

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া, পুনরায় বঙ্গদেশে সৈন্য লইয়া আসিবার ইচ্ছা করিয়া, চন্দ্রগুপ্তের নিকট পরাজয় হইয়া ইন্দস নদীর পূর্ব্ব ধারস্থ সমস্ত দেশ ত্যাগ, আর ৫০ হস্তী সাংবৎসরিক রাজকর স্বরূপ, এবং নিজ কন্যা প্রদান, ইত্যাদি দ্বারা সন্ধি করিয়াছিল। ইওরোপীয় ইতিহাসে ব্যক্তকরে ১৮০০ বৎসরের অধিক গত, বঙ্গদেশে তিন প্রধান স্থান ছিল, তাহার নাম প্রথম গৌড়, সে রাজধানী, দ্বিতীয় সুবর্ণগ্রাম, এবং তৃতীয় সপ্তগ্রাম, শেষোক্ত উভয় স্থানে, রোমানেরা অর্ণবযান অর্থাৎ জাহাজ লইয়া আগত হইয়া, নানা প্রকার বাণিজ্য এবং উত্তম বস্ত্র ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। ১৫০০ বৎসর গত বঙ্গদেশ সে পর্য্যন্ত মগধ রাজার শাসনাধীন ছিল, তাহার পর যখন মগধের সাম্রাট্ ধ্বংস হইল, তখন পাল নামে নাস্তিক রাজা বঙ্গদেশে স্বাধীন হন, তাহার রাজধানী দিনাজপুর। ৭৭৫ বৎসর গত আদিশূর নামে বঙ্গজবৈদ্য রাজা, তাঁহার রাজধানী সুবর্ণগ্রাম, বঙ্গদেশে উত্তম পণ্ডিত না থাকাতে, কেচিৎ বদন্তি দেশস্থ ব্রাহ্মণেরা পালরাজার সময়াবধি নাস্তিক ধর্ম্মাবলম্বি প্রযুক্ত, কান্যকুব্জের রাজ সন্নিধানে দূত প্রেরণ দ্বারা, আস্তিক পণ্ডিত পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন পুরঃসর, স্বদেশে স্থাপন করেন, সমভিব্যহার পঞ্চ ভৃত্য, তাহাদিগকেও কায়স্থ রূপে সংস্থাপিত করেন। ৭২২ বৎসর গত উক্ত আদিশূরের বংশে বল্লালসেন নামে রাজা, কোন২ ইতিহাসে বল্লালের জন্ম ব্রহ্মপুত্র দ্বারা কহে, এবং তিনি কোন অন্ত্যজ পদ্মিনীনাম্না কন্যা গ্রহণ জন্য দোষি প্রযুক্ত, ত্যাজ্য অর্থাৎ বঙ্গজ বৈদ্য হইতে

পৃথক হন, এবং তৎ সংসৃষ্ট দোষে আর২ অনেক বৈদ্য বঙ্গজ হইতে পৃথক হইয়া রাঢ়ি খ্যাতি প্রাপ্ত হন, তাহারাই পঞ্চদশাহ অশৌচ ব্যবহার, এবং যজ্ঞোপবীত ধারণ প্রথা করেন, (কিন্তু রাজা রাজবল্লভ নানা দেশীয় পণ্ডিতের ব্যবস্থা লইয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ বিধি পুনর্জীবিত করেন) বল্লালসেন ক্ষমতাপন্ন মনুষ্য হইয়াছিলেন, ৫০ বৎসর স্বাধীন রাজ্য করেন, তাঁহার প্রথম রাজধানী সুবর্ণগ্রাম এবং গৌড় নগরেও বাস করিতেন, তৎ কর্তৃক বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতির কৌলীন্য মর্য্যাদা ধার্য্য হয়, এবং বঙ্গদেশ ৫ অংশে বিভক্ত হয়, তাহার ১ বারেন্দ্রভূমি, ২ বঙ্গ, ৩ বাগড়ি, ৪ রাঢ়, ৫ মিথিলা, বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণসেনও উত্তম রাজ্য করেন, তাঁহার রাজধানী প্রথম গৌড়, পরে উখড়া নামে নগর স্থাপিত করিয়া সেই স্থানে বাস করিতেন। ৬৩০বৎসর গত, অথবা ১১৩০ শকাব্দে যখন কুতবুদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট, মহম্মদ বখতার নামে তাহার এক সেনাপতি বহু সৈন্য সমভিব্যাহার বঙ্গদেশে প্রেরিত হন, তখন বঙ্গদেশীয় জ্যোতিষ বেত্তারা গণনা করিয়া লক্ষ্মণ রাজাকে কহিলেন, যে বঙ্গদেশ তুরুক হস্তে পতিত হইবেক ইহা শুনিয়া ৮০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ লক্ষ্মণকে ত্যাগ করিয়া, পাত্র মিত্র সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভৃতি তাবতে স্বপরিবার উড়িস্যায় পলায়ন করিলেন, সুতরাং যুদ্ধ আয়োজন মাত্র হইল না, ইতিমধ্যে উক্ত যবন সেনাপতি উপস্থিত হইয়া, একাকি লক্ষ্মণকে দূর করিয়া, নগর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া, গৌড় নগরে গিয়া আপন রাজধানী করেন, লক্ষ্মণ অপদস্থ শ্রীক্ষেত্রে

গিয়া বৈরাগ্যাশ্রয় করত নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন, অতএব এই লক্ষ্মণ বঙ্গ দেশের হিন্দু রাজার শেষ সাম্রাট, তদবধি যদ্যপি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুর, এবং সুবর্ণগ্রাম, স্বাধীন ছিল, অর্থাৎ সে সমস্ত স্থানীয় রাজারা পরাজিত হন নাই, তথাপি দেশ যবনাধিকার গণ্য, এবং যবন রাজাদিগের ইতিহাসে বখ-তার পরলোক গমন করিলে তাহার উত্তরাধিকারিরা, স্বাধীন রাজোপাধি গ্রহণ করত সিংহাসনোপবিষ্ট হওয়াতে, দিল্লীশ্বর কুতবুদ্দীন ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্য প্রেরণ করত, জয় দ্বারা আলাবুদ্দিকে সুবাদার রূপে বঙ্গদেশে স্থাপিত করেন, পরে কুতবুদ্দিনের পর লোক হইলে, আলাবুদ্দিন স্বাধীন হন, তাহাকে মারিয়া গেয়াস উদ্দিন হন, তাহার ১০ বৎসর উত্তম রূপ স্বাধীন রাজ শাসনের পর, পুনরায় দিল্লী হইতে সৈন্য আসিয়া গেয়াসউদ্দিকে রণ-স্থলে সংহার করিয়া, অন্য এক জনকে নবাব করে, এইরূপ ব্যাপার প্রায় তাবৎ কাল ব্যাপ্ত ইহার মধ্যে হিন্দু গণেশ নামে এবং তৎপুত্র চেতমল কিছু কাল বঙ্গদেশের সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়াছিলেন, পরে ১৬৮৭ শকাব্দে ইংলণ্ডীয় রাজার অধীন হয়

প্র। ইওরোপীয় দিগের এদেশে অবস্থিতির কারণ কি এবং কোন সময়ে হয়।।

উ। ১২২৪ শকাব্দে অথবা তৎ সমকালে, যখন দিল্লীর সিংহাসনস্থ আকবর সাহার লোকান্তর হইল, তখন প্রথম বাণিজ্যার্থ পর্টুগিসেরা এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিল, তাহার পশ্চাৎ ওলোন্দাজেরা, পর্টুগিসের সহিত যুদ্ধ করে, তদনন্তর ইংরাজ

ফরাসিস, দিনামার, প্রভৃতি সকলে হুগলিতে বাস করিয়া নানা প্রকার বাণিজ্য করিতেন, পরে পরে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান অর্থাৎ কুঠী করেন ॥

প্র। ইংলণ্ডীয় দিগের এদেশে রাজা হইবার হেতু কি ॥

উ। দিল্লীর বাদসা মহম্মদ সাহার শাসন সময়ে, যখন নাদরসা হিন্দুস্থানে আগমন করিয়াছিলেন, সেইকালে আলাবুদ্দি খাঁ বঙ্গ বেহার উড়িস্যার নবাবপদে মুরসিদাবাদে স্থাপিত হইয়া, মহারাষ্ট্রদিগকে ১২ লক্ষ টাকা সাংবৎসরিক প্রদান করত, নিরুদ্বেগে রাজশাসন করিয়াছিলেন, তাঁহার পরলোকের পর, তৎপুত্র সেরাজদ্দৌলা তৎপদে অভিষিক্ত হন, সেরাজ অত্যন্ত দুর্বৃত্ত তাহার পিতৃব্য ঢাকার নবাব পরলোক গমন করিলে পর, তৎপত্নীর হস্তে কিঞ্চিৎ ধন ছিল, তাহা হরণোদ্যোগ করাতে সেখানকার নায়েব নবাব রাজা রাজবল্লভ, পুত্র কৃষ্ণদাস সমভিব্যহার ধন রক্ষার্থে শ্রীক্ষেত্র যাওন ছলে কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজের স্মরণাপন্ন হন, ইহা শুনিয়া সেরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া ড্রেক সাহেবকে পত্র লিখেন, যে লিপি দৃষ্টি মাত্র কৃষ্ণচন্দ্রকে ধৃত করিয়া পাঠাও ড্রেক তাহাতে সম্মত না হওয়াতে নবাব সৈন্য সমভিব্যহার কলিকাতায় আগত হইয়া, নগর এবং দুর্গ সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করেন, ইংরাজেরা কতক ধৃত, কতক হত, কতক পলায়ন করত মাদরাজ গিয়া, কর্ণেল ক্লাইব এবং এডমাইরেল ওয়াটসন, এই দুই সেনাপতি, কয়েক খান যুদ্ধ জাহাজ, আর কিঞ্চিৎ সৈন্য লইয়া কলতায় উপনীত হন, সেখানে নবাবের এক ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল, এবং

মাণিকচন্দ্র নামে সেনাপতি ছিলেন, কথিত আছে যদিস্যাৎ মাণিকচন্দ্রের দল বল অল্প ছিল, তথাপি কিঞ্চিৎ পরিশ্রমকরিলে ইংরাজের কয়েক জন সিপাহি অনায়াসে হত করিতে পারিত, কিন্তু তৎ পরিবর্ত্তে অতিবেগে পলায়ন পরায়ণ হইলে, ব্রীটিশ সৈন্য ইং ১৭৫৭ সালের ২ জানের কলিকাতায় স্থলপথে উপনীত হইয়া সেঠ নামক এক ব্যক্তিকে মুরসিদাবাদে সন্ধির প্রত্যাসায় প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কেবল তদ্দ্বারাই সন্ধি না হইয়া, মধ্যে এক ক্ষুদ্র যুদ্ধে উভয় পক্ষীয় কিঞ্চিৎ২ সৈন্য হত হইয়া, অব-শেষে ইংলণ্ডীয়দিগের সাহস দেখিয়া, নবাব ভয় মৈত্রতা উভয় দৃষ্টে, সন্ধি স্বীকার করিলেন, এবং কলিকাতায় পূর্ব্ববৎ কুঠী ও টেকশাল বানাইতে কোম্পানী আজ্ঞাপ্ত, এবং ১৯ আগষ্ট ১৭৫৭ প্রথম বঙ্গদেশে ইংরাজের মুদ্রা প্রচলিত হইল, ক্লাইবের ইচ্ছা এক দৃঢ় দুর্গপ্রস্তুত করেন, কিন্তু ব্যয় সাধ্যক্রমে হইবেক ইত্যব ধানে আরম্ভ করেন, ওয়াটসাহেব মুরসিদাবাদে প্রতিনিধিস্বরূপ বাস করেন, কিন্তু সেরাজদ্দৌলার অত্যন্ত কুব্যবহার, সর্ব্বদাই অপমানিত হন, তজ্জন্য মানসিক বাসনা, যে এনবাবের পরিবর্ত্ত শীঘ্র হয়, তাহাতে সুখি হইতে পারি, দেশীয় প্রজা সমস্তও ঐ রূপ উত্যক্ত, অবশেষে নদীয়া, বর্দ্ধমান, এবং রাজসহীর, জমী দার সৈন্যাধ্যক্ষ মিরজাফর, প্রধান ধনী উমিচন্দ্র, এবং খোজা ওয়াজিত প্রভৃত সমস্ত প্রধান লোক পরস্পর শপথ পূর্ব্বক গোপনে এক পরামর্শ হইয়া, কালীপ্রসাদ সিংহকে কলিকাতা প্রেরণ করেণ, প্রেরিত বাক্য এই, যে ব্রীটিস সৈন্য যে আছে,

আর কিঞ্চিৎ আনয়ন করিয়া রণস্থলে আগত হউন, যুদ্ধকালে নবাবের অধিকাংশ সৈন্য বিপরীত পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবেক, কোন চিন্তা নাই, কলে কৌশলে সেরাজদ্দৌলাকে দূর করিয়া, জাফরকে সিংহাসনোপবিষ্ট করিলে, অস্মদাদির তাবতের সুখ হইবেক, ইহা শ্রবণে সাহেবলোক এক সভা অর্থাৎ কৌন্সেল করিয়া বিচারারম্ভ করিলেন, তাহাতে এডমাইরল বক্তৃতা করেন, আমরা বাণিজ্য ব্যবসায়ী, চিরকাল শিষ্ট, একর্ম্ম প্রশংসনীয় নহে, ক্লাইব কহেন, দেশের লোক সন্তুষ্ট এবং নবাব অধার্ম্মিক একর্ম্মে হানি বোধ হয় না, বরং কালেতে এদেশ অস্মদাদির হস্তগত হইতে পারিবেক, এই মত অনেক বাদানুবাদের পর, কথা স্থির হইয়া ক্লাইব নবাবকে পত্র লিখেন, তাহার মর্ম্ম এই যে আমারদিগের অনেক ক্ষতি হইয়াছে, তাহা প্রত্যর্পণ করুণ, ইহা শুনিয়া নবাব রাগান্ধ, পলাসিতে উভয় সৈন্য সন্দর্শন হয়, রণস্থলে নবাবের ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য, ৫০ তোপ, ৪০ ফরাসিস, ইংরাজ পক্ষে ৯০০ গোরা, ২০০০ মাদরাজী সিপাহি, ২৮ তোপ, অত্যাশ্চর্য্য যুদ্ধ, মির মদনকে এক গুলি লাগে, এবং নবাবের সম্মুখে আনিয়া ফেলে, তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ, ইত্যাদি নানা কৌতুক দৃষ্টে, তখন সেরাজের চৈতন্য জন্মিয়া, কাসিমের পাদপদ্মে নিজ মুকুট সংস্থাপন, সৈন্য কে কোথায়, সেরাজ প্রাণ লইয়া প্রস্থান, মুরসিদাবাদে গিয়া সিংহাসনারূঢ় হইয়া, ভৃত্য গণকে আজ্ঞা করেন, তাবৎ অবাধ্য, অবশেষে কিঞ্চিৎ ধন লইয়া প্রস্থান করত রাজমহলে প্রাচীন বন্ধুর হস্তে পতিত

মুরসিদাবাদে পুনরা নয়ন হুসেন কুলিখাঁর দ্বারা হত। এদিকে জাফর ক্লাইবের হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসনোপবিষ্ট, তাবতের ধনাগারে প্রবেশ, সমভিব্যহার শ্রীযুত মুনসি নবকৃষ্ণ, ধন এক প্রকার অংশাংশী, কর্ম্ম শেষ। জাফরের পর মির কাসিম নবাব হইয়া সৈন্য উন্নত এবং রাজকোষ বৃদ্ধি করিয়া মুঙ্গেরে রাজ্য-ধানী করে, ক্লাইব স্বদেশে গমন কোর্ট আব ডাইরেকটর্শ এখান কার সাহেব লোকের স্বাধীনবাণিজ্য করা প্রযুক্ত নবাবের সহিত যুদ্ধ সম্ভাবনা শ্রবণে তদ্রূপ উপদ্রব রহিতের অনুমতি সমভিব্যহার উক্ত ক্লাইব লার্ড ক্লাইব হইয়া পুনরায় বঙ্গভূমিতে উপ-স্থিত, ইতিমধ্যে যুদ্ধ হইয়া কাসিম পলায়ন করিয়াছিল, লার্ড ক্লাইব পশ্চিম দেশ গিয়া, ১২ আগষ্ট ১৭৬৫ সালে, সাহ আলম হইতে বাঙ্গলা বেহার উড়িস্যা দেওয়ানি ভার ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির নামে প্রাপ্ত হন, তজ্জন্য ২০০০০০ লক্ষ টাকা মাসিক প্রদান এই স্থির হইয়াছিল। দেওয়ানি ভার প্রাপ্ত হইয়া, রাজ্য-কর্ম্মে অনভিজ্ঞ প্রযুক্ত, তাবৎ এতদ্দেশীয় লোকের হস্তে অর্পিত ছিল, দেশ মধ্যে অত্যন্ত গোলযোগ, কে প্রধান ইহার স্থির নাই অরাজকের ন্যায়, ডাকাইত চোর দিবা রাত্র গমনাগমন, রাজ-কোষ শূন্য, এইরূপ নানা অমঙ্গল, ৭ বৎসর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল, পরে ইং ১৭৭২ সালে হেষ্টিং সাহেব মাদরাজ হইতে পুনরা-গমন করিয়া, গবরণর জেনেরেল পদে নিযুক্ত হইয়া, মহম্মদ রেজা ও সেতাবরায় প্রভৃতি তাবতের হস্ত হইতে দেশ অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়া, জজ কালেকটর স্থাপিত করিয়াছিলেন, ১৭৭৪ সালে

সুপ্রেমকোর্ট স্থাপিত হয়, এবং ক্রমশঃ বঙ্গদেশ ২২ জেলায় তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়, অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিচার জন্য তিন প্রধান বিচার স্থান, যথা কলিকাতা, ঢাকা, এবং মুরসিদাবাদ, হয়। ইং ১৭৯৩ সালে লার্ড কর্ণওয়ালিস আসিয়া নিয়ম, অর্থাৎ আইন, এবং ভূম্যাধিকারির সহিত চিরকালের নিমিত্ত রাজকর অর্থাৎ দশ-সালা বন্দোবস্ত হয়। পরে২ ক্রমশঃ সন্ধি এবং যুদ্ধদ্বারা, নানা দেশ প্রাপ্ত হইয়া, এক্ষণে প্রায় তাবৎ ভারতবর্ষের অধিপতি, ইং ১৮২৭ সালে লার্ড এমেরহাষ্ট দিল্লী গিয়া বাদসাহাকে পরি-স্কার কহিয়াছিলেন, যে এদেশ এক্ষণে ইংলণ্ডীয় বাদসাহের অধীন, অতএব তিনি তৈমুরবংশীয় ভারতবর্ষের রাজাধিরাজ ইতি অভিমান ত্যাগ করুণ, তাহার পর ইং ১৮৩৫ সালে মুদ্রা হইতে সাহ আলমের নাম ত্যাগ হইয়া কিং দি ফোর্থ অর্থাৎ চতুর্থ বাদসাহের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত হয় ॥

প্র। কলিকাতার অন্তঃপাতি কয় জেলা এবং তাহার নাম কি।

উ। নয় জেলা এবং নাম ১ সহর কলিকাতার চতুঃপার্শ্বের ৫৫ গ্রাম তাহার নাম হাওয়ালি ২ চব্বিশ পরগণা ৩ যশোর ৪ হুগলি ৫ নদীয়া ৬ বর্দ্ধমান ৭ জঙ্গলমহল ৮ মেদিনীপুর ৯ কটক ॥

প্র। ঢাকার অন্তঃপাতি কয় জেলা এবং তাহার নাম কি ॥

উ। ছয় তাহার নাম ১ঢাকা জালালপুর ২মৈমনসিংহ ৩শ্রীহট্ট ৪ বাকরগঞ্জ ৫ ত্রিপুরা ৬ চট্টগ্রাম ইহা বারেন্দ্র ভূমির মধ্যে ॥

প্র। মুরসিদাবাদ জেলার বিবরণ কি ॥

উ। ইহার অন্তঃপাতি সাত জেলা তাহার নাম ১ নিজ মুর-সিদাবাদ, ২ রাজসহী, ৩ বীরভূম, ৪ পূর্ণিয়া, ৫ ভাগলপুর, ৬ দিনাজপুর, ৭ রঙ্গপুর ।।

প্র। হাওয়ালি জেলার বিবরণ কি ।।

উ। ১০০ বৎসর পূর্ব্ব কলিকাতা অতি ক্ষুদ্র নগর ছিল, এখন প্রধান রাজধানী ও বাণিজ্য স্থান প্রযুক্ত অতি বৃহৎ হইয়াছে, তাহার পার্শ্ববর্ত্তি গ্রামের নাম চিতপুর, মাণিকতলা, তাজহাট, নওয়াজারি, সালিকা, ইহাতে ৫৭২২৫ ঘর এবং ২৮৬১২৫ লোক, ইং ১৮০২ শকে গণা গিয়াছিল আর কলিকাতা সহরে ৬০০০০০ লক্ষ মনুষ্য সকলে প্রায় ৯০০০০০ লক্ষ লোক গণতি হইয়াছিল, কলিকাতানগর সমুদ্র হইতে ৫০ ক্রোশ দূর ইহার চতুঃপার্শ্বের স্থান অতি নিম্ন এবং আর্দ্রভূমি এবং সুন্দরবন অতি নিকট এজন্যে বায়ু অতি মন্দ এবং পীড়াজনক স্থান ।।

প্র। চব্বিশ পরগণার বিবরণ কি ।।

উ। ইহার উত্তর সীমা যমুনার খাল, দক্ষিণ সীমা সুন্দরবন দিয়া সমুদ্র, পশ্চিম সীমা গঙ্গা, পূর্ব্বসীমা নদীয়ার জেলা, এতাবতে দীর্ঘতা ৫০ ক্রোশ, প্রস্থ ৩০ ক্রোশ, লোক সংখ্যা ১২০০০০০ তাহার ৯০ হিন্দু ।০ যবন, প্রধান গ্রামের নাম দমদমা, চানক, বালি, বরাহনগর, নবাবগঞ্জ, বিষ্ণুপুর, এবং কলাগাছি, এজেলা ১৭৫৭ ইংরাজিতে স্থাপিত হয় কিন্তু ১৭৬৫ অবধি অনেক পতিত ভূমির কর্ষণ আরম্ভ হওয়াতে এবং রাজধানী নিকট প্রযুক্ত, অনেক ঘাট, দেবালয়, এবং উদ্যানাদিতে গঙ্গার দইধার অতি সশোভিত ।।

প্র। যশোহর জেলার বিবরণ কি॥

উ। এজেলার উত্তর সীমা পদ্মানদী, দক্ষিণ সমুদ্র পশ্চিম কৃষ্ণ নগর জেলা ও হুগলি জেলা, পূর্ব্ব ঢাকা জালালপুরের জেলা ও বাখরগঞ্জ জেলা, প্রধান গ্রামের নাম ভূষণা, মহম্মদপুর, নলডাঙ্গা, মুড়লী, মধুখালী, গোপালগঞ্জ, খুলনীয়া. এজেলার দক্ষিণভাগ সমুদ্রের খাল আর্দ্র দ্বীপ এবং বনেতে পরিপূর্ণ, এজেলার নদীর নাম ভৈরব, চিত্রা, নবগঙ্গা, কুমার, মধুপতি, লোক সংখ্যা ১২০০০০০ তাহার ।৸৴ যবন ।৶ হিন্দু এস্থানের ভূমি ফলবতী তণ্ডুল নীল গুড় যথেষ্ট জন্মে এজেলার পথ অতি মন্দ বর্ষাকালে জলপ্লাবিত হয় কেবল কলিকাতা হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত এক পথ আছে মাত্র এদেশে অট্টালিকা অতি অল্প॥

প্র। হুগলি জেলার বিবরণ কি॥

উ। হুগলি জেলা গঙ্গার দুইদিকে উত্তর সীমা বর্দ্ধমান ও কৃষ্ণ নগর জেলা দক্ষিণ সীমা সমুদ্র পূর্ব্বসীমা যশোহর জেলা পশ্চিম সীমা মেদিনীপুর জেলা প্রধান নগরের নাম শ্রীরামপুর চুঁচড়া চন্দননগর সপ্তগ্রাম কুলপি কিজরী তমোলক চন্দ্রকোণা লোক-সংখ্যা ১০০০০০০ লক্ষ তাহার ৸০ হিন্দু ।০ যবন এজেলা অল্পকাল হইল অন্যান্য জেলা হইতে বহিস্কৃত করিয়া নূতন পত্তন হইয়াছে এস্থানের ভূমি তাবৎ স্থান হইতে নিম্ন প্রতি বৎসর বন্যা আইসে এজন্যে ফলবতী ধান্য অনেক উৎপত্তি হয় এখানকার অনেকানেক নদী আপন২ শাখা দ্বারা মিলিত প্রযুক্ত নৌকাপথে গমনাগমন করা যায়। যবনাধিকারে তাবৎ ইওরোপীয় বণ-

লিতে বাণিজ্যার্থ বাস করিত পূর্ব্বে এখানে অনেক জাহাজ অর্থাৎ অর্ণবযান আসিত, সপ্তগ্রাম যাহা ইদানী অতি সামান্য স্থানের মধ্যে গণ্য, তাহা পূর্ব্বে অতি নামলুব্ধ ছিল, সেখানেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্ণবযান যাইত ।।

প্র । নদীয়া জেলার বিবরণ কি ।।

উ । ইহার উত্তর সীমা রাজসহীর জেলা, দক্ষিণ হুগলি, ও সুন্দর বন, পূর্ব্ব সীমা যশোহর জেলা, পশ্চিম গঙ্গা যদ্দ্বারা বর্দ্ধমান হইতে পৃথক, প্রধান নদী গঙ্গা, ও যমুনা লোকসংখ্যা ৭৫০০০০ তাহার ৫০ হিন্দু ।০ যবন, এস্থান সর্ব্বাপেক্ষ উচ্চ, উৎপত্তি দ্রব্য গম, কলাই, ফোষ্টা, শোণ, তামাকু, গুড়, আউচ, পিপ্পলী, তৈল, উত্তম আম্র, কিন্তু ধান্য অল্প, এস্থানে অনেক গুণবান শিল্পকার এবং পণ্ডিতের বাস, প্রধান গ্রামের নাম কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, উলা, রানাঘাট, চাকদহ, সুখসাগর, কুমারহট্ট, কাঁচরাপাড়া, তাহার বিচার স্থান কৃষ্ণনগর । প্রাচীন কালে এ জেলার নাম উখড়া এবং বঙ্গদেশের প্রধান রাজধানী ছিল মহম্মদ বখতার কর্তৃক সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট হওয়ার পর এক প্রধান বিদ্যার স্থান হয়, কিন্তু যবনাধিকারে ক্রমে ম্রিয়মান মধ্যে ইংরাজী ১৮১১ সালে গবরণমেণ্টের মনোযোগে কিঞ্চিৎ পুনর্জীবিত হয়, ইদানীন্তন ইহাকে কৃষ্ণনগর কহে তাহা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র হইতে হইয়াছে, যিনি এখানকার ভূস্বামী এবং বিচক্ষণ মনুষ্য ছিলেন, তাহার উপাক্ষ্যাণ এক পুস্তক আছে ।।

প্র । বর্দ্ধমান জেলার বিবরণ কি ।।

উ। এজেলার উত্তর সীমা বীরভূম ও রাজসহীর জেলা, দক্ষিণ মেদিনীপুর, ও হুগলি জেলা, পূর্ব্ব গঙ্গা, পশ্চিমে ঐ মেদিনীপুর, লোকসংখ্যা ২০ লক্ষ, তাহার ৷৵০ হিন্দু ৵ যবন ভূমি অতিউর্ব্বরা উৎপন্ন দ্রব্য তুলা রেসম নীল শস্য অধিক, প্রধান গ্রাম বর্দ্ধমান কাঞ্চননগর, কাটোয়া, অম্বিকা, গুপ্তপাড়া, ক্ষীরপাই, নদী গঙ্গা দামোদর, শেষোক্ত নদীর ধারার ব্যত্ক্রম পূর্ব্বাপেক্ষ হইয়াছে হুগলি ও কাটোয়া মুখে নানা পথ হওয়াতে এজেলাতে বাণিজ্য কর্ম্মের অনেক বৃদ্ধি প্রযুক্ত সৌভাগ্যাবস্থা, দুর্ভাগ্যেরমধ্যে নৌকা গমনাগমনের পথ নাই॥

প্র। জেলা জঙ্গলমহলের বিবরণ কি॥

উ। ইহার উত্তর সীমা বীরভূম, দক্ষিণসীমা মেদিনীপুর, পূর্ব্ব সীমা হুগলি ও বর্দ্ধমান, উত্তর পশ্চিম এবং পশ্চিম সীমা রামগড় ও ছোটনাগপুর, ৩২ বৎসর হইল বীরভূম মেদিনীপুর এবং বর্দ্ধমান এই তিন জেলা হইতে জঙ্গলমহল নূতন জেলা হয়, এজেলার প্রধান নদী দামোদর অজয়, শিলাই, দানকাশর, কাঁসাই, প্রধান নগর বাঁকুড়া তাহার বিচার স্থান। বিষ্ণুপুরের রাজার যত রাজ্য ছিল তাহা সকল এই জেলার অন্তর্গত, বিষ্ণুপুর প্রাচীন নগর, তাহার রাজা ১০৯৯ বৎসর স্বাধীন রূপে রাজ্য করে ১৬৪৭ শকাব্দে জাফরখাঁর রাজ্যকালীন স্বাধীনতার বিনাশ হয় এক্ষণে কিয়দংশ বর্দ্ধমানের রাজা এবং কতক কোম্পানী বাহাদুর ক্রয় করিয়া সমূলস্য বিনশ্যতি, তত্রস্থ রাজা রাজপুত বংশ্য, এবং ৫৬ পুরুষ ক্রমিক রাজ্য করিয়াছিল॥

প্র। মেদিনীপুর জেলার বিবরণ কি॥

উ। এই জেলার উত্তর সীমা রামগড় ও বর্দ্ধমান, দক্ষিণ সীমা ময়ূরভঞ্জ ও বালেশ্বর, পূর্ব্ব সীমা বর্দ্ধমান ও হুগলি ও সমুদ্র, পশ্চিম সীমা ঐ ময়ূরভঞ্জ এবং রামগড়, এজেলাতে প্রায় ১৫লক্ষ লোক আছে তাহারা প্রায় হিন্দু প্রধান নগর মেদিনীপুর জলেশ্বর পিপলী নাগরগড় উৎপত্তি দ্রব্য গুবাক গুড় শানবস্ত্র॥

প্র। কটক জেলার বিবরণ কি॥

উ। এই জেলার উত্তর সীমা মেদিনীপুর ও ময়ূরভঞ্জ, দক্ষিণ সীমা নন্নকার দেশ, পূর্ব্ব সীমা বাঙ্গালার মহাখাল, পশ্চিম সীমা উড়িস্যার অন্তর্গত ক্ষুদ্র২ রাজ্য, ৩৫ বৎসর হইল নাগপুরের রাজা হইতে এই জেলা ইংরাজেরা অধিকার করিয়া লইয়াছেন, ইহার উত্তর ভাগ বালেশ্বর, দক্ষিণ ভাগ জগন্নাথ, এইরূপে দ্বিধা বিভক্ত আছে এজেলা সমুদ্রের নিকট, উৎপন্ন দ্রব্য কলাই, অস্ত্র, আর প্রস্তর ১২ লক্ষ লোক আছে প্রধান নদী মহানদী, তাহার ক্ষুদ্র২ সোঁতা। প্রধান নগর বালেশ্বর, ভদ্রক, জগন্নাথ। এদেশের লোক বড় দুঃখি এবং খাদ্য সুখ অল্প॥

প্র। ঢাকা নগরের বিবরণ কি॥

উ। ইহা বারেন্দ্র ভূমির মধ্যে, ইহার পূর্ব্ব সীমা ব্রহ্মপুত্রনদ, কলিকাতা হইতে স্থলপথে ৮০ ক্রোশ দূরে, এনগর রাজমহলের পর ইংরাজী ১৬০৮ সনে স্থাপিত হইয়া ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল, ইহার পর মুরসিদাবাদ রাজধানী হয়, ইহাতে লোক সংখ্যা ১২০০০০ তাহার তাবৎ প্রায় যবন॥

প্র। জেলা ঢাকার বিবরণ কি।।

উ। এই জেলার উত্তর সীমা রাজসহী ও মৈমনসিংহ দক্ষিণ সীমা বাখরগঞ্জ, পূর্ব্ব সীমা ত্রিপুরা, পশ্চিম সীমা যশোহর ৩৮ বৎসর গত এই জেলার উত্তর ভাগ বিভাগ করিয়া বাখরগঞ্জ নামে এক নূতন জেলা স্থাপিত হইয়াছে, এজেলার লোক সংখ্যা ৮ লক্ষ তাহার ।৶ হিন্দু ।৸ যবন ক্ষুদ্র২ নদী অনেক আছে কিন্তু প্রধান পদ্মা, তাহার জলে প্লাবিত হওয়াতে ভূমি উর্ব্বরা, উৎপন্ন দ্রব্য অধিক ধান্য, গুবাক, বাঙ্গা, ডিমটি, ও খাসাবস্ত্র, প্রধান নগর ফরিদপুর, সেই বিচার স্থান।।

প্র। মৈমনসিংহ জেলার বিবরণ কি।।

উ। এজেলার উত্তর এবং উত্তর পশ্চিমসীমা গারোপর্ব্বত ও রঙ্গপুর জেলা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব্ব সীমা ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলা পূর্ব্ব সীমা শ্রীহট্ট পশ্চিম সীমা রাজসহী, এজেলাও প্রায় ৩৫ কি ৩৬ বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে, ইহার লোক সংখ্যা ১৩৬০০০০ তাহার ।।৵ হিন্দু ।৵ যবন, নদী ব্রহ্মপুত্রের অসংখ্য খাল প্রতি বৎসর জলপ্লাবিত হয়, উৎপন্ন দ্রব্য বুকড়িচাউল, আর সর্ষপ, প্রধান নগরের নাম বৈকুণ্ঠবাটি, সেরাজগঞ্জ, তাহা বাণিজ্য স্থান এবং বৈকুণ্ঠবাটি বিচার স্থান।।

প্র। শ্রীহট্ট জেলার বিবরণ কি।।

উ। ইহার উত্তর ও পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পূর্ব্ব ভাগে অনেক উচ্চ পর্ব্বত, দক্ষিণ সীমা ত্রিপুরা, পশ্চিম সীমা মৈমনসিংহ, লোকসংখ্যা ৫ লক্ষ তাহার ।৸ হিন্দু ।৶ যবন, উৎপন্ন দ্রব্য নিম্নভাগে ধান্য

কার্পাস ইক্ষু গোধূম, পর্ব্বতে চূণ অগুরু কমলালেবু, বনমধ্যে হস্তী ধরা গিয়া থাকে, নগর শ্রীহট্ট, আজমীরগঞ্জ, নদী মেঘনা, সুরমা পূর্ব্বে এজেলায় রাজকর কড়ি ছিল এক্ষণে মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছে এজেলা অতি প্রশস্ত, অনেক পরগণা আছে ॥

প্র। বাখরগঞ্জের বিবরণ কি ॥

উ। উত্তর সীমা ঢাকা জালালপুর. পূর্ব্ব সীমা মেঘনা, দক্ষিণ সীমা সমুদ্র, পশ্চিম সীমা যশোহর, দক্ষিণে সাহাবাদপুর নামে এক উপদ্বীপ আছে, এজেলাও নূতন স্থাপিত হইয়াছে, লোক সংখ্যা ১২০০০০০ লক্ষ, তাহার ৷৷৵ হিন্দু ৷৵ যবন, প্রতি বৎসর জলপ্লাবিত হয়, বৎসরে দুইবার ধান্য হয়, প্রধান স্থান বরিসাল বাখরগঞ্জ, নুলুয়ানড়ী ॥

প্র। ত্রিপুরা জেলার বিবরণ কি ॥

উ। উত্তর সীমা শ্রীহট্ট ও মৈমনসিংহ, দক্ষিণ সীমা চট্টগ্রাম ও সমুদ্র, পূর্ব্ব সীমা ত্রিপুরা এবং ব্রহ্মরাজার অধিকার, পশ্চিম সীমা মেঘনানদ, লোক সংখ্যা অনুমান ৮ লক্ষ তাহার ৷৷৵ হিন্দু ৷৵ যবন, উৎপন্ন দ্রব্য গুবাক, বাপ্তা কাপড়, প্রধান স্থান কুমিল্লা নুরনগর, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, এস্থানে মগেরা আসিয়া বাণিজ্য করে, এখানেও বন্য হস্তী ধরা পড়ে, এদেশ যবনেরা অনেকপরে অধিকার করে, বিচার স্থান এবং রাজধানী কুমিল্লা ॥

প্র। চট্টগ্রামের বিবরণ কি ॥

উ। উত্তর সীমা ত্রিপুরার রাজার দেশ ও বন, পূর্ব্ব দক্ষিণ সীমা বোয়ান অর্থাৎ মগের দেশ, পশ্চিমসীমা বাঙ্গালার অখাত

লোক সংখ্যা অনুমান ১৫ লক্ষ, তাহার ফিরিঙ্গি ব্যতিরেকে ৵ মগ ।৵ যবন ৵ হিন্দ, বাণিজ্য দ্রব্য গুঁড়ি, কাষ্ঠ, তক্তা মোটা-কাপড়, তুলা, ছাতা, সেখানে জাহাজ প্রস্তুত হয়, তথায় সন্দীপ হাতিয়া, ও বামুনে, এই তিন উপদ্বীপ আছে, বাড়বাকুণ্ড নামে এক কূপ আছে, তাহার জল উষ্ণ, ও তাহার ৪ চারি ক্রোশ দূরে ধর্ম্মাগ্নি নামে এক কুণ্ড আছে, এতদুভয়ের মধ্যে এক প্রকার বায়ুর সংযোগ আছে, তাহাতে অগ্নি সংযোগ হইলে হঠাৎ প্রজ্জ্বলিত হয়, তথাকার বিচার স্থান ইসলমাবাদ ॥

প্র । মুরসিদাবাদের বিবরণ কি ॥

উ । মুরসিদাবাদ সহর কলিকাতা হইতে ১২০ ক্রোশদূর, গঙ্গার দুই ধারে ইংরাজের অধিকার হওয়ার পূর্ব্বে ৫০ বৎসর এসহর মুরসিদ আলিখা নামক নবাব কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়, এবং তৎকালে এস্থান বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল, তাহার চিহ্ন অদ্যাবধি সেখানে নবাবের সন্তানেরা বাসকরে, সহরে যবনই অধিক, তত্রস্থ লোক প্রায় হিন্দিকথা কহে, ৩০০০০ হাজার ঘর বসতি আছে, এবং ১৬৫০০০ লোক আছে, স্থান বড় পীড়াদায়ক, তাহার কারণ বনময়, এবং নদীর স্রোত অল্প ॥

প্র । মুরসিদাবাদ জেলার বিবরণ কি ॥

উ । উত্তরপশ্চিম ও পশ্চিম সীমা ভাগলপুর ও বীরভূমজেলা দক্ষিণ সীমা কৃষ্ণনগর ও যশোহর জেলা, পূর্ব্ব সীমা পদ্মা, সহর ছাড়া জেলার লোক সংখ্যা ৮৫০০০০, তাহার হিন্দু অল্প, উৎপন্ন দ্রব্য তুত, এবং নীল অধিক, প্রধান নগর ভগবানগোলা, জঙ্গি

পুর, বহরমপুর, তাকার ভগবানগোলা বাণিজ্য স্থান, জঙ্গিপুর রেসমের কুঠী, বহরমপুর ইংরাজের সৈন্য স্থান, কিন্তু জজের সদর কাছারি মুরসিদাবাদ, ভাগীরথী নদী, সুতি দিয়া পদ্মায় মিলিতা, তাহার দক্ষিণ পূর্ব্বকোণে জলঙ্গি ঐরূপ, আর ইংরাজেরা ১ এক খাল কাটিয়াছেন ॥

প্র। রাজসহীর বিবরণ কি ॥

উ। উত্তর সীমা দিনাজপুর ও রঙ্গপুর, পূর্ব্ব সীমা মৈমনসিংহ, এবং পূর্ব্ব দক্ষিণ ঢাকা জালালপুর যশোহর ও নদীয়া, লোক সংখ্যা অনুমানিক ১৫ লক্ষ, তাহার ৷৷৵ হিন্দু ৷৵ যবন, প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য রেসম, পট্টবস্ত্র, প্রধান স্থান কুমারখালি, হাঁড়িয়াল, সরদহ, বোয়ালিয়া, নাটোর, শিবগঞ্জ, প্রভৃতি অনেক স্থান আছে, তম্মধ্যে বিচার স্থান নাটোর, পূর্ব্বকালে সেই স্থানে মহারাণী ভবানীর বসতবাটী ছিল, এবং রাজমহল এই জেলার অন্তঃপাতি ছিল, এক্ষণে তাহা ভাগলপুরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, প্রধান নদী নারদ, আত্রেয়ী, করতোয়া, বালেশ্বর, ইত্যাদি অনেক ॥

প্র। জেলা বীরভূমের বিবরণ কি ॥

উ। উত্তর সীমা ভাগলপুর, পূর্ব্ব সীমা মুরসিদাবাদ ও নবদ্বীপ জেলা, দক্ষিণ সীমা বর্দ্ধমান হইতে জঙ্গলমহল বিভাগকারী অজয়নদ, পশ্চিম সীমা রামগড়, এজেলার লোকসংখ্যা ১৬লক্ষ তাহার দুই ভাগ হিন্দু একভাগ যবন, উৎপন্ন দ্রব্য ধান্য, আর গুড়, কয়লার এবং লৌহের আকর আছে, কিন্তু ইওরোপীয়

লৌহ উত্তম প্রযুক্ত, তাহাই ব্যবহার্য্য, এজেলার, প্রধান নগর, সিউড়ি, নাগোর, সুরুল, বৈদ্যনাথ, ইত্যাদি সিউড়িতে বিচার স্থান, নাগোর যবনাধিকারে কাছারি ছিল, সুরুলে কোম্পানীর কুঠী, বৈদ্যনাথ তীর্থ, প্রধান নদী মোড়া, অজয়, এজেলাতে বর্ষা ভিন্ন নৌকা গমনাগমন হয় না ।।

প্র । পূর্ণিয়া জেলার বিবরণ কি ।।

উ । উত্তর সীমা মোরঙ্গ পর্ব্বত, দক্ষিণ সীমা ভাগলপুর জেলা ও পদ্মানদী, পূর্ব্ব সীমা দিনাজপুর, পশ্চিম ত্রিহোত জেলা, পূর্ব্ব কালে ইহার নাম ধর্ম্মপুর ছিল, জেলার লোকসংখ্যা ২৯০০০০০ লক্ষ তাহার ।।৵ হিন্দু ।৵ যবন, উৎপন্ন দ্রব্য বৃহৎ২ বলদ, ধান্য নীল, ঘৃত তৈল, গোম, এবং সালকাষ্ঠ, প্রধান নগর পূর্ণিয়া, নাথপুর, কস্বা, তাহার বিচার স্থান পূর্ণিয়া, প্রধান নদী কুষা, কঙ্কা, এই দুই নদী নেপালের পাহাড় হইতে আসিয়া গঙ্গায় মিলিতা হইয়াছে, এনদী দিয়া সালকাষ্ঠ আইসে ।।

প্র । ভাগলপুর জেলার বিবরণ কি ।।

উ । উত্তর সীমা ত্রিহোত ও পূর্ণিয়া জেলা, পূর্ব্ব সীমা রামগড় ও বীরভূম জেলা, পশ্চিম সীমা বেহার ও রামগড় জেলা, লোক সংখ্যা ২০ লক্ষের অধিক, তাহার ৸০ হিন্দু ।০ যবন, উৎপন্ন দ্রব্য ধান্য, ও কাপাস, গোম, যব আলু, নীল, কিন্তু এখানে লোক অধিক প্রযুক্ত খাদ্যোৎপত্তি প্রচুর নহে, প্রধান নগর ভাগলপুর, রাজমহল, মুঙ্গের, তাহার ভাগলপুর বিচারস্থান, মুঙ্গেরে পূর্ব্ব কালের এক দুর্গ আছে, রাজমহল পূর্ব্বকালে রাজধানী ছিল

এস্থানে পাহাড়ী আসিয়া বাণিজ্য করে ॥

প্র। জেলা দিনাজপুরের বিবরণ কি ॥

উ। পূর্ব্ব সীমা রঙ্গপুর, পশ্চিম সীমা পূর্ণিয়া, দক্ষিণ সীমা রাজসহী, এ জেলা ত্রিকোণ এজন্যে তিন দিকের সীমা লেখা যায় লোকসংখ্যা ৩ লক্ষ, তাহার ।৵ যবন ।৵ হিন্দু, প্রায় তাবতেই দুঃখী, উৎপন্ন দ্রব্য ধান্য, পাটফোষ্টা, কোঁচড়া, তামাকু, তৈল কাগজ চাটাই, মেকলি, সুতা, প্রধান নগর দিনাজপুর, মালদহ, রাজগঞ্জ, ভবানীপুর, তাহার দিনাজপুর বিচার স্থান, প্রধান নদী মহানন্দা, পুনর্ভবা, এখানকার তাবৎ ইষ্টকালয় গৌড়নগরের ইষ্টক লইয়াই হয় ॥

প্র। জেলা রঙ্গপুরের বিবরণ কি ॥

উ। এই জেলা বঙ্গদেশের উত্তর সীমা, সুতরাং ইহার উত্তর সীমা কোচ ও ভোটের দেশ, দক্ষিণ সীমা মৈমনসিংহ, ও রাজসহী, পূর্ব্ব সীমা আসাম, ও গারোপর্ব্বত, পশ্চিম সীমা দিনাজপুর, লোকসংখ্যা ২৭ লক্ষ, তাহার অর্দ্ধেক হিন্দু অর্দ্ধেক যবন, উৎপন্ন দ্রব্য চূণ, পান, গোম, বাঁশ, তামাক, পলুপোকা, লাহার পোকা, ব্যাঘ্র, হস্তী, ভল্লুক, বানর, এই সকল হিংস্র পশু পর্ব্বতে বিস্তর, প্রধান নগর রঙ্গপুর, ধাপ, গোয়ালপাড়া, মঙ্গল হাট, তাহার ধাপে বিচার স্থান, শেষোক্ত স্থানে আসাম দেশী রা আসিয়া বাণিজ্য করে, প্রধান নদী তিস্তা ॥

সমাপ্তঃ ॥